ঈদল আজহা।

حجاب چهرهٔ جان میشود غبار تنم ❀
خوش آن دم که ازین چهره پرده بر فکنم ❀
چنین قفس نه سزاے من خوش الحانست ❀
روم به روضهٔ رضوان که مرغ آن چمنم ❀

সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী
প্রণীত।
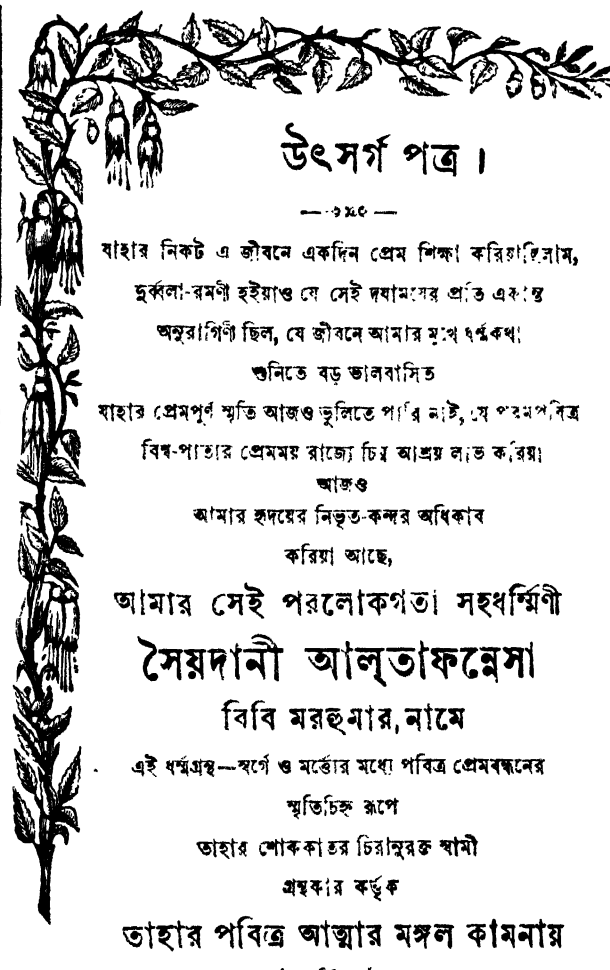
১৩১৯ হিজ্‌রী।

মূল্য ১৲ টাকা।

উৎসর্গ পত্র।

যাহার নিকট এ জীবনে একদিন প্রেম শিক্ষা করিয়াছিলাম,
দুর্ব্বলা-রমণী হইয়াও যে সেই দয়াময়ের প্রতি একান্ত
অনুরাগিণী ছিল, যে জীবনে আমার মুখে ধর্ম্মকথা
শুনিতে বড় ভালবাসিত
যাহার প্রেমপূর্ণ স্মৃতি আজও ভুলিতে পারি নাই, যে পরমপবিত্র
বিশ্ব-পাতার প্রেমময় রাজ্যে চির আশ্রয় লাভ করিয়া
আজও
আমার হৃদয়ের নিভৃত-কন্দর অধিকার
করিয়া আছে,

আমার সেই পরলোকগতা সহধর্ম্মিণী
সৈয়দানী আল্‌তাফন্নেসা
বিবি মরহুমার, নামে

এই ধর্ম্মগ্রন্থ—স্বর্গে ও মর্ত্তোর মধ্যে পবিত্র প্রেমবন্ধনের
স্মৃতিচিহ্ন রূপে
তাহার শোককাতর চিরানুরক্ত স্বামী
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক
তাহার পবিত্র আত্মার মঙ্গল কামনায়
উৎসর্গীত হইল।

সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলির উদ্দেশ্য।

পুস্তকের নানা স্থানে কতকগুলি সাঙ্কেতিক অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে। সাধারণের বিশেষতঃ মুসলমান ভ্রাতাগণের অবগতির জন্য উক্ত সাঙ্কেতিক অক্ষরগুলির প্রয়োগ-প্রণালী নিম্নে লিখিত হইল, অর্থাৎ তাঁহারা যে স্থানে উক্ত অক্ষর দেখিতে পাইবেন, সেই স্থানে নিম্নলিখিত রূপে পাঠ করিবেন।

দং বা দ—দরুদ=সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওসাল্লামা—

আমাদের পয়গম্বর সাহেবের নাম উল্লেখ করার পর উপরি উক্ত শব্দ কয়েকটী (দরুদ) উচ্চারণ করা প্রত্যেক মুসলমানের একান্ত কর্ত্তব্য।

আ—আলায়হেস্ সালাম—

অন্য যে কোন পয়গম্বরের নাম উল্লেখ করার পর উপরি উক্ত শব্দ কয়েকটী উচ্চারণ করিতে হয়।

রজিঃ—রদি আল্লাহো আন্‌হ—

সাহাবাগণের নামোল্লেখ করার পর উপরি উক্ত শব্দ কয়েকটী উচ্চারণ করিতে হয়।

রহঃ—রহমতুল্লহ আলায়হে—

অন্যান্য ধর্ম্মাত্মা ও আলেমগণের নামোল্লেখ করার পর উপরি উক্ত শব্দ কয়েকটী উচ্চারণ করিতে হইবে।

সূচিপত্র।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বিষয় পৃষ্ঠা।

ঈদের নামাজ।

নবম পরিচ্ছেদ।

কোরবানী।

ভূমিকা।

- ০°০ -

পুস্তক লিখিতে হইলেই একটী ভূমিকা লেখা আবশ্যক হয়। সকল পুস্তকের প্রথমেই একটী ভূমিকা দেখিতে পাওয়া যায়। ভূমিকা না থাকিলে অনেক স্থলে পুস্তকখানি যেন অঙ্গহীন বলিয়া বোধ হয়। পাঠকবৃন্দ পুস্তক হাতে লইয়াই তাহার ভূমিকা আছে কি না, তাহাই প্রথম দেখিয়া থাকেন। ভূমিকায় থাকে কি? কোন কোন ভূমিকাতে পুস্তকের বিষয় সংক্ষেপে বর্ণিত থাকে—আর কোন স্থানে গ্রন্থকারের পরিচয় তন্মধ্যে সন্নিবেশিত হয়। কাজেই ভূমিকায় উপযুক্ত গ্রন্থকারের পরিচয় পাইলে অথবা বিষয়টী পাঠের উপযুক্ত কি না বিবেচিত হইলে পাঠকের তাহা পড়িতে আগ্রহ হয়। এই আগ্রহের মুখে পুস্তক খানা অনেকেই পড়িয়া ফেলেন,

অন্ততঃ অভাবপক্ষে পাতা উল্টাইয়া বাদসাদ দিয়াও কিছু পড়িয়া থাকেন। এই জন্য নব্য পাঠকগণ সোৎসুক-দৃষ্টিতে ভূমিকার অনুসন্ধান করেন এবং ভূমিকা না থাকিলে অনেক সময় কেবল পাতা উল্টান পর্য্যন্তই হয়। এ জন্যই এই পুস্তকের একটী ভূমিকা লিখিতে হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভূমিকায় যাহা লিখিতে হইবে তাহারই অভাব। কারণ সাহিত্য-সংসারে আমার একটা বিশেষ প্রতিষ্ঠা নাই। পুস্তক প্রণয়নের ক্ষমতা আমার নাই, এবং যে বিষয়টী লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহাও ধর্ম্ম-বিষয়ক। সুতরাং উহাতে যে নব্য পাঠকগণের চিত্ত আকৃষ্ট হইবে, সে আশা অতি অল্প। এই মাত্র বলিতে পারি, আহারান্তে যাঁহাদের নিদ্রা আসে না, তাঁহারা উপাধানে মস্তক ন্যস্ত করিয়া, এই পুস্তক খানি পাঠ আরম্ভ করিলে, বোধ হয় অনিদ্রার প্রতিকার হইতে পারে।

এই আমার পুস্তক প্রণয়নের প্রথম উদ্যম।

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, আমার যখন এ ক্ষমতা নাই তখন এ কার্য্যে কেন ব্রতী হইলাম? যে ক্ষেত্রে ও যে ভাবে এই গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছে তাহাই পাঠককে অবগত করাইলে ইহার আর স্বতন্ত্র উত্তর দিতে হইবে না।

ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত, ধনবাড়ী নামক একটী ক্ষুদ্র পল্লী আমার বাসস্থান। উহার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে ভাল "ঈদগাহ মাঠ" নাই। সামান্য যাহা আছে-তাহাকে প্রকৃত ঈদগাহ মাঠ বলা যাইতে পারে না। কারণ সামান্য দুই চারি গ্রামের লোক তথায় মিলিত হইয়া ঈদের নামাজ পড়িয়া থাকে। অনেক গ্রামে যে সকল ক্ষুদ্র মস্‌জেদ আছে, তাহাতেও 'ঈদের' নামাজ পড়া হয়। ধনবাড়ী গ্রামেও একটি ক্ষুদ্র মস্‌জেদে ঈদের নামাজ পাঠ হইত। আমার একটি "ঈদগাহ" মাঠ স্থাপনের ইচ্ছা হওয়ায়, এবং পার্শ্ববর্ত্তী বহু গ্রামের লোক তাহাতে সহানুভূতি প্রকাশ করায়, ১৩০৩ সালে আমি ধনবাড়ী গ্রামে একটি "ঈদগাহ মাঠ"

স্থাপন করি। ঐ মাঠে প্রথম "ঈদল আজহার" নামাজ হয়। সেই 'জমাতের' লোক অনেকেই আমাকে 'এমামতি' করার জন্য অনুরোধ করায়, (যদিচ আমি এমামের উপযুক্ত নই) বাধ্য হইয়া আমাকেই এমামতি করিতে হইয়াছিল। সেই সময় আমার মনে হইয়াছিল, খোৎবা—যাহা নামাজ অন্তে পাঠ হয়, তাহা আরব্যভাষায় লিখিত। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশের যেরূপ দুরবস্থা, তাহাতে আরব্য ভাষা বুঝিতে সক্ষম লোক অতি অল্পই দেখা যায়। বিশেষতঃ ঐরূপ ক্ষুদ্রপল্লী সমূহে আরব্যভাষা দূরে থাকুক, পার্শী বা উর্দ্দু ভাষাভিজ্ঞ লোকও অতি বিরল। সুতরাং আরবী খোৎবা অনেকেরই বোধগম্য নয় অথচ উহা জানা নিতান্ত আবশ্যক। কারণ উহাতে 'কোর-বানী ও ঈদের' সময় যাহা যাহা করিতে হয়, তাহা বর্ণিত হইয়া থাকে। এই আচরণীয় বিষয়গুলি না বুঝিলে, 'ঈদের' নিয়মাবলী প্রতিপালিত হইতে পারে না। উহা অবগত হইয়া ঐ বিধান গুলি

লোকে প্রতিপালন করিবে বলিয়াই 'খোৎবাতে' উহা পাঠ হয়। কিন্তু আরবীভাষা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন সে উদ্দেশ্য সফল হয় না। বাঙ্গালা ভাষাই এক্ষণে আমাদের মাতৃভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যদিও আরবী, পারসী ভাষা না জানিলে ধর্ম্ম বিষয় কিছুই অবগত হওয়া যায় না, তবুও ধর্ম্মভাব এতই শিথিল হইয়াছে যে, ঐ ভাষা শিক্ষা করা এক্ষণে লোকে কর্ত্তব্য মনে করেন না। ইংরাজী রাজভাষা ও বাঙ্গালা দেশভাষা, সুতরাং আজীবন এই দুই ভাষারই আলোচনা করেন। 'খোৎবার' উদ্দেশ্য সফল করার মানসে, আমি প্রথমতঃ সেই কর্ত্তব্য কার্য্যের বিধান বা মসলাগুলি বাঙ্গালা ভাষায় বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য উহার বাঙ্গালা অনুবাদ করি, তৎপর আমার মনে হয় "ঈদ" বিষয়টী কি? ঈদের আনন্দই বা কেন হয়? "কোরবানী" প্রথা কোন্ সময় হইতে প্রচলিত হইয়াছে, কোন্ ঘটনা হইতে এই প্রথা আরম্ভ হইয়াছে? এ সকল বিষয়ও অনেকে অবগত নয়,

সুতরাং তাহাও লিখিয়া উহাতে যোগ করি। পরে সেই ঈদগাহ্ মাঠে 'নামাজ ও খোৎবা' অন্তে সমাগত উপাসকমণ্ডলীকে উহাই শ্রবণ করাই। সকলেই উহা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত প্রীতি প্রকাশ করেন। আমার কতিপয় বন্ধু উহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে আমাকে অনুরোধ করেন। কিন্তু আমি কখনও কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করি নাই, এবং নিজকেও এই গুরুতর কার্য্যের উপযুক্ত মনে করি না। সুতরাং সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই। কয়েক মাস পর "মিহির ও সুধাকরের" সম্পাদক শ্রীযুক্ত শেখ আব্দুর রহিম সাহেব উল্লিখিত বিষয়টি সুধাকরে প্রকাশ করার জন্য আমার নিকট চান এবং আমার আংশিক অসম্মতি সত্বেও তিনি উহা লইয়া "ঈদকাহিনী" নাম দিয়া সুধাকরে প্রকাশ করেন। পত্রিকায় প্রকাশিত আমার এই প্রবন্ধ অনেকে পাঠ করিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন বলিয়া, আমার কতিপয় বন্ধু আমাকে পুস্তকাকারে উহা মুদ্রাঙ্কিত করিতে অনুরোধ

করেন। বিশেষতঃ মিহর ও সুধাকরের সম্পাদক সাহেব, ঐ পুস্তক গ্রাহকগণকে উপহার দিবেন বলিয়া "মিহির ও সুধাকরে" বিজ্ঞাপন দেওয়ায় উল্লিখিত বিষয়টি আমাকে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে।

সুধাকরের প্রকাশিত প্রবন্ধ, সম্পূর্ণরূপে ভ্রম প্রমাদ বর্জ্জিত নহে—আমার এরূপ একটী ধারণা জন্মিয়াছিল। এই জন্য পুস্তকাকারে প্রকাশ জন্য মুদ্রাযন্ত্রে প্রেরণের পূর্ব্বে, উহার আদ্যোপান্ত সংশোধন করার মানসে—'তর্ফসির' (কোরাণ শরিফের টীকা), 'তারিখ' (ইতিহাস) এর সহিত মিলাইয়া দেখিতে গিয়া ভয়ানক গোলযোগে পতিত হই। প্রথমে যে সময় এই বিষয়টী লিপিবদ্ধ করি, তৎকালে ঐরূপ তন্নতন্ন করিয়া দেখিবার সময় পাই নাই। সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধ ও পুস্তকাকারে প্রকাশিত প্রবন্ধের মধ্যে একটা ঘোরতর পার্থক্য আছে। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলেই, পাঠক-

বর্গের মনোযোগ ইহাতে বিশেষরূপে আকর্ষিত হইবে ও তাঁহারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এতন্মধ্যস্থ বিষয় গুলির স্বাধীন আলোচনা করিবেন ও দোষগুণের বিচার করিবেন—এই ভাবিয়া, পুস্তকের আদ্যো- পান্ত পরিশোধিত করিতে প্রবৃত্ত হই। প্রথম লেখার সময়ে দ্বিতীয় বার পাঠ করিয়া দেখার সময় পর্য্যন্ত পাই নাই, কিন্তু এতৎসম্বন্ধে এক্ষণে সময় ও যথেষ্ট—এই ভাবিয়া পুস্তকখানিকে পরিশোধিত করিতে গিয়া দেখিতে পাইলাম—পুস্তকোল্লিখিত কয়েকটী বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। আমাদের ধর্ম্ম বিষয় লিখিতে গিয়া প্রায়ই এইরূপ সংঙ্কট- কেন্দ্রে পড়িতে হয়। অর্থাৎ ঐতিহাসিক বিষয় লইয়া এত মতভেদ—যে তাহার মধ্যে কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা ভ্রমপূর্ণ, তাহা স্থির করা বড়ই কঠিন। উপস্থিত ক্ষেত্রে আমাকেও সেই বিপদে পড়িতে হইয়াছে।

হজরত এব্রাহিম খলিলুল্লা যে তাঁহার প্রিয় পুত্রকে খোদাতালার আদেশে কোরবানী করিতে

প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ কোরাণ শরিফে ইহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে—সুতরাং সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র থাকিতে পারে না। বিচার্য্য হইতেছে—তাঁহার পুত্রদ্বয় মধ্যে কোন্ পুত্রকে তিনি কোরবানী করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন—সেই বিষয়। কেহ বলেন, হজরত এসমাইল (আ), কেহ বলেন, হজরত এছহাক (আ)। এ গ্রন্থে হজরত এসমাইল (আ) সম্বন্ধেই বর্ণিত হইয়াছে। এতৎসম্বন্ধে যেরূপ মতভেদ আছে এবং কোন্ কোন্ পণ্ডিত কোন্ পক্ষ সমর্থন করিয়া কিরূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহা ইহার পরিশিষ্টে সবিশেষ আলোচিত হইয়াছে।

সুধাকরে "ঈদ্‌কাহিনী" নাম দিয়া যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাই "ঈদল-আজহা" নাম দিয়া পরিবর্ত্তিত ও পরিশোধিত আকারে পুনঃ প্রকাশিত হইতেছে। ইহার যে অংশ কোরাণ শরিফের টীকায় প্রকাশ নাই, তাহা পরিত্যক্ত

হইয়াছে। অনেক স্থানে কোরাণ শরিফের টীকা দৃষ্টে পরিবর্ত্তন করিয়া সংশোধন করা গিয়াছে। যাঁহারা "সুধাকরে" ঐ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন কোন্ কোন্ অংশ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, তাঁহারা এই পুস্তক পাঠে অতি সহজেই তাহা বুঝিতে পারিবেন।

"ঈদকাহিনী" প্রবন্ধে যে মসলা বা বিধানগুলি লিখিত হইয়াছিল, এই গ্রন্থে তাহাও পরিবর্দ্ধিত করিয়া বিশুদ্ধরূপে লিখিত হইয়াছে। মসলা সম্বন্ধে আমাদের সোন্নত জামাতের চারি মজহাবে কিছু কিছু পার্থক্য আছে। যিনি যে মজহাবলম্বী, তাঁহার প্রতি সেই মজহাবের বিধান পালনীয়। আমাদের দেশের প্রায় সমুদয় লোকই হানিফী মজহাব অবলম্বী বিধায়, এ গ্রন্থে কেবল ঐ মজ-হাবের বিধানই লিখিত হইয়াছে।

আমার আরবী-অধ্যাপক, মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত সালার গ্রামনিবাসী, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হজরত মৌলানা আবুল ফজল মহাম্মদ সাদউদ্দিন

সাহেব ও তদীয় সহোদর, প্রিয়সুহৃদ শ্রীযুক্ত মৌলবী হাকিম আবু মনসুর মহম্মাদ আবদুল হক মোহাদ্দেস সাহেব, এই পুস্তক প্রণয়ন কালে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অভিব্যক্তি গুলির বিশদব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

ধর্ম্মই আমাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য। ধর্ম্মই আমাদের ইহলোকে ও পরলোকে সহায়। এ নশ্বর জগতে ধর্ম্মই সত্য ও অবিনশ্বর। "ঈদপর্ব্ব" মুসলমান সম্প্রদায়ের একটী প্রধান আনুষ্ঠানিক কর্ম্ম। এই বিষয় ভাষান্তরিত করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে, আমার যে পরিশ্রম ও অর্থব্যয় হইয়াছে, পাঠকগণ আগ্রহের ও সহিষ্ণুতার সহিত গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেই তাহা সম্পূর্ণরূপে সফল বোধ করিব। ইতি—

দীনাতিদীন,

সৈয়দ নওয়াব আলী।

ঈদল আজহা।

মঙ্গলাচরণ।
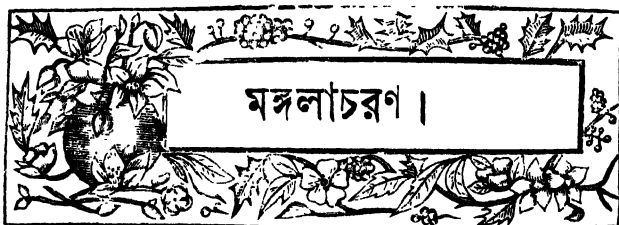
بسم الله الرحمن الرحيم *

الله اکبر کبیرا والحمدلله کثیرا و سبحان الله بکرة و اصیلا *

اللهم انت الملک لا اله الا انت انت ربي و انا عبدک
ظلمت نفسي و اعترفت بذنبي فاغفرني ذنوبي جميعا
فانه لا يغفر الذنوب الا انت واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي
لاحسنها الا انت و اصرف عني سيئها لا يصرف سيئها الا
انت لبيک و سعديک والخير کله في يديک *

اللهم صل على محمد عبدک و رسولک النبي الامي
و على آل محمد و ازواجه و ذريته کما صليت على
ابراهيم و على آل ابراهيم و بارک على محمد النبي الامي
و على آل محمد و ازواجه و ذريته کما بارکت على ابراهيم
و على آل ابراهيم في العالمين انک حميد مجيد *

করুণাময় দয়ালু খোদাতালার নামে গ্রন্থারম্ভ করিতেছি।

সেই অসীম, অনাদি, অনন্ত, জ্ঞানময়, জ্যোতির্ম্ময়, ইচ্ছাময়, চৈতন্যস্বরূপ, সত্যস্বরূপ সর্ব্বশক্তিমান জগতপাতা সৃজনকর্ত্তা আমাদিগকে সৃজন করিয়া জগতের শ্রেষ্ঠ জীব করিয়াছেন, যিনি আমাদিগকে সৎপথ প্রদর্শন জন্য নবিগণকে মর্ত্তে প্রেরণ করিয়াছেন, যিনি হজরত এবরাহিম(আ) কে "খলিল" অর্থাৎ সুহৃদ-সম্বোধন করিয়াছেন, যিনি তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয়তম পুত্র হজরত এসমাইল (আ)কে তাঁহারই উদ্দেশে তাঁহার পবিত্র নামে উৎসর্গ করার আদেশ করিয়াছিলেন, যিনি তাঁহার হৃদয়ে এই কঠোর পরীক্ষার সময়ে অমানুষিক দৃঢ়তা ও কর্ত্তব্যপ্রবণতার সঞ্চার করিয়াছিলেন, যাঁহার আদেশবাণীতে অমানুষিক আনন্দে উন্মত্ত হইয়া এবরাহিম (আ) তাঁহার নিজের একমাত্র
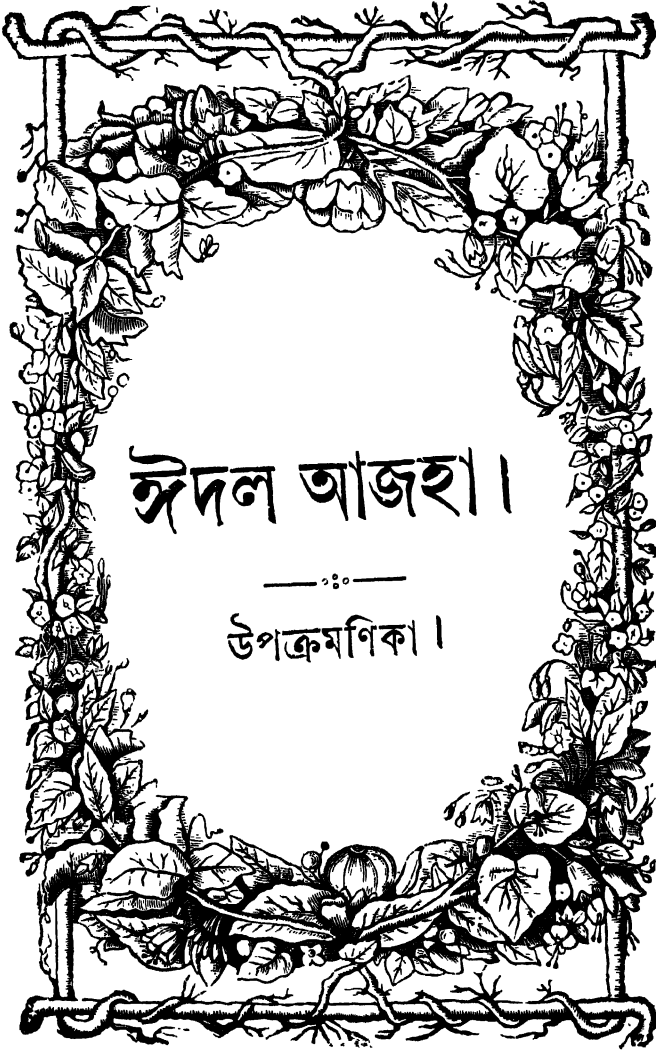
প্রিয়তম পুত্র হজরত এসমাইলের (আ) কোমল-কণ্ঠে তীক্ষ্ণধার ছুরিকা পরিচালিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, যিনি স্নেহপ্রবণ পিতৃহৃদয়ে এই কঠোর পরীক্ষার সময় অসাধারণ কর্ত্তব্যবোধ, অনন্তভক্তি, দৃঢ়বিশ্বাস ও অকুতোভয়তার সঞ্চার করিয়া দিয়াছিলেন, আবার যিনি করুণা প্রকাশে হজরত ইসমাইলের (আ) জীবনরক্ষার জন্য স্বর্গীয় দোম্বা প্রেরণ করিয়া ভক্তের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি হজরত এসমাইল (আ) কে 'জবেহুল্লা' উপাধিতে ভূষিত করিয়া 'নবূয়ত' প্রদান করিয়াছিলেন, যাঁহার দয়ায় আমরা শেষ নবি হজরত আহমদ মোজতবা মহাম্মদ মোস্তফা (দ) র 'ওম্মত' হইয়াছি; এ হেন করুণাময় দয়ালু খোদা-তালার মঙ্গলময় জয়োচ্চারণে এই গ্রন্থারম্ভ করিলাম। যাহা কিছু পবিত্র, সৎ, সত্য ও প্রশংসনীয়—যাহা কিছু অদ্বিতীয়, অতুলনীয়, অনুপম—তাহাই তাঁহাতে বিদ্যমান। তিনি অনুপমেয়, তিনি অসীম, তিনি অনাদি, তিনি

অনন্ত, তিনি সর্ব্বগুণাধার, তিনি সর্ব্বদর্শী, তিনি দয়ার প্রেমপ্রস্রবণ, তিনি ভক্তবৎসল, তিনি হৃদয়ের হৃদয়, প্রাণের প্রাণ, জ্যোতিঃ হইতেও জ্যোতির্ম্ময়, মহৎ হইতেও মহান্, গৌরব হইতেও গৌরবান্বিত। তাঁহার প্রশংসা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীটাণু কীট মানব আমি, কোথায় আমার শক্তি, কোথায় আমার হৃদয়ের প্রেম-প্রবণতা, কোথায় আমার তাঁহার গুণগ্রাহিকাশক্তি। এই আসমুদ্র পর্ব্বত-মেখলা—নদ নদী, গিরি প্রস্রবণ পূর্ণ শস্যশ্যামলা, ধরিত্রী সবই তাঁহার। আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র তাহার এক কোণে দীনের ন্যায় দাঁড়াইয়া। তিনি একমাত্র উপাস্য, একমাত্র প্রণম্য।

তাঁহার পরই হজরত মহম্মদ মোস্তফা (দ) যাঁহাকে তিনি শেষ পয়গাম্বর করিয়াছেন, সকল নবি, অপেক্ষা সম্মানিত করিয়াছেন, যাঁহার জন্য সকল বস্তু সৃজিত হইয়াছে, যিনি পরকালে আমাদের মুক্তি প্রার্থী হইবেন, সেই শেষ নবি হজরত এবরাহিম (আ) ও হজরত এসমাইল

(আ) এর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহারই অনুকরণ করিয়া কোরবাণী প্রথা—যাহা লোপ পাইয়াছিল, প্রচলিত করিয়াছেন, সেই কোরবানী, হজ ও ঈদের পবিত্র আনন্দে সমগ্র জগতের সর্ব্ব প্রদেশের মোসলমান ভ্রাতাদিগের হৃদয়ে প্রীতির উৎস, পবিত্রতার প্রস্রবণ, আনন্দের প্রবলোচ্ছ্বাস বহিয়া থাকে, সেই পবিত্র উৎসবের সংক্ষিপ্ত মনোজ্ঞ ইতিবৃত্ত, সেই সর্ব্বশক্তিমানের নামোচ্চারণ করিয়া আরম্ভ করিতেছি।

ঈদল আজহা।

—-:°:—-

উপক্রমণিকা।

উপক্রমণিকা।
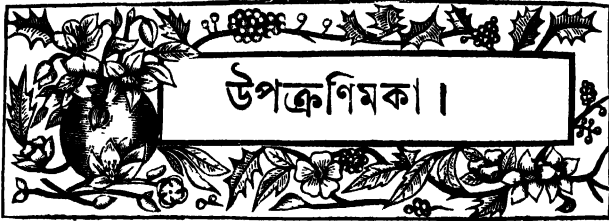
الله اكبر الله اكبر لااله الاالله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد *

,,ألا ليت شعرى هل ابيتن ليلة *
بواد و حولي اذ خر وجليل *
و هل اردن يوما مياه مجنة *
و هل يبدون لي شامة و طفيل *,,
* بلا رضى الله عنه *

দের আনন্দের সংক্রামকতা আছে। সকল মুসলমানের প্রাণ ইহার উচ্ছ্বাসে নাচিয়া উঠে। "ঈদ" শব্দের অর্থই "আনন্দ"। এই দিনে আনন্দ প্রকাশ করা প্রত্যেক স্বধর্ম্মনিরত নিষ্ঠাবান মুসলমানেরই কর্ত্তব্য। এই ঈদকে 'ঈদল আজহা' বলে। আনন্দই ঈদোৎসবের মূলমন্ত্র; কিন্তু এ আনন্দ

কিসের? ইহা পবিত্র হজের (১) আনন্দ—যে পঞ্চ প্রবল স্তম্ভের উপর মুসলমানধর্ম্ম সম্প্রতিষ্ঠিত, হজ তাহারই অন্যতম।

এই দিন কি আনন্দের—দেখ দেখি ভাই! শত সহস্র মুসলমান—দেশ, নগর, গ্রাম, পল্লী ছাড়িয়া, কতশত নদ নদী, গিরি প্রস্রবণ ও প্রান্তর পার হইয়া—কি এক অদম্য অভূতপূর্ব্ব উৎসাহে পরিচালিত হইয়া—কি এক অজানা আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া প্রাণের টানে এই পবিত্র হজের জন্য, আরবের সেই মরুময় কর্কশ প্রান্তরে উপস্থিত হয়। এত পথকষ্ট, এত শারীরিক অবসাদ এত পরিশ্রমের কঠোরতা, পরিজন বিচ্ছেদের—স্বদেশ বিরহের—এত যে ভীষণতা, সবই তাহারা ভুলিয়া যায়। অকুল সমুদ্রে ভাসিয়া শত শত বিপদকে আলিঙ্গন করিয়া তাহারা কেন বল দেখি, সে সুদূর আরবে দয়াময়ের পবিত্র মন্দিরের প্রদক্ষিণ ও হাজারুল আসওয়াদ (২) (কৃষ্ণ

১। পরিশিষ্ট দেখ। ২। পরিশিষ্ট দেখ।

প্রস্তর চুম্বন) করিতে যায়? ইহা কি "হজের" পবিত্র আনন্দোপভোগের প্রবল বাসনা পরিচালিত নহে?

যাহারা ধর্ম্মপ্রাণতায় ভুলিয়া এই পবিত্র উৎসব উপভোগের জন্য, আরবের মরুময় প্রান্তরে দয়াময়ের মন্দির উপকণ্ঠে উপস্থিত হয়, তাহারাই ধন্য! যাহারা এই পবিত্র সময়ে—তাঁহার পবিত্র গৃহ দর্শন ও প্রদক্ষিণ করিয়া সুখ উপভোগ করে, অত্যুন্নত, অতিপবিত্র, অদ্ভুতকাহিনীময় "এলামলাম" (৩) পর্ব্বত দর্শন পূর্ব্বক উল্লাসে ও উৎসাহে "এহরাম" (৪) বাঁধিয়া পবিত্রধামে উপনীত হয়, তাহাদের কতই না সৌভাগ্য! কতই না আনন্দের দিন!! এ পবিত্র আনন্দের কি তীব্রতেজ দেখ দেখি! কোথায় তোমার দেশ, কোথায় তোমার জন্মপল্লী, কোথায় বন্ধুবান্ধব, স্ত্রী পুত্র ও প্রিয়-পরিজন! কিন্তু আজ কি এক জ্বলন্ত উৎসাহ—অদম্য প্রীতি ও পবিত্রতা তোমার এই ক্ষুদ্র

৩। পরিশিষ্ট দেখ। ৪। পরিশিষ্ট দেখ।

প্রাণকে টানিয়া টানিয়া, আরবের পবিত্রক্ষেত্রে দয়াময়ের পবিত্র মন্দিরের আবরণ চুম্বনের জন্য উপস্থিত করিয়াছে। তোমাকে সামান্য অসার সাংসারিক প্রেম হইতে বিচ্ছিন্ন করাইয়া সেই পরম পবিত্র, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দয়াময়ের পবিত্রপ্রেমে মাতাইয়া তুলিয়াছে।

ধর্ম্মময় জীবনই প্রকৃত জীবন, ধর্ম্মহীন জীবনের অস্তিত্ব অসার। ধর্ম্মময় জীবনের আনন্দই প্রকৃত আনন্দ—সংসারে আমরা যাহাকে আনন্দ ও সুখ বলি—তাহা ধর্ম্মজনিত আনন্দের অতি দূরবর্ত্তী ক্ষীণকায় ছায়ামাত্র। পার্থিব আনন্দ ও ধর্ম্মজনিত আনন্দে কত পার্থক্য দেখ দেখি! তুমি, আমি হয়ত এই প্রচণ্ড গ্রীষ্মে, সুশীতল পানীয় ও সুখকর ভোজন লইয়া নির্জ্জন কক্ষে, অলসতার ক্রোড়ে ডুবিয়া, নিদ্রাসুখ সম্ভোগ করিতেছি—না হয়, একটু মাত্র উৎসবের মৌখিক আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া একটু না হয় হাস্যবদন হইয়াছি। হয়ত ভোজের আমোদে বন্ধু

বান্ধবকে লইয়া, মহা কোলাহলের সহিত সহাস্য মুখে নানাবিধ সুপাচ্য অন্নব্যঞ্জন লইয়া রসনার তৃপ্তি সাধন করিতেছি—কিন্তু কল্পনার সহায়তায় একবার আরবের মরুময় প্রান্তরোপান্তে উপস্থিত হইয়া দেখ দেখি! ঐ যে দলে দলে হাজিগণ এই ভীষণ রৌদ্র, মরুভূমির জ্বলন্ত বাতাস ও তরঙ্গায়িত ঝটিকা মাথায় করিয়া যষ্টি হস্তে দ্বিগুণ উৎসাহে—আরও দৃঢ় পদে অগ্রসর হইতেছেন; ঐ সকল সৌম্যমূর্ত্তি দৃঢ়প্রতিজ্ঞার আদর্শ, ধর্ম্ম প্রাণতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্বরূপ পুণ্যব্রত হাজিগণ দেখ দেখি ভাই কি ঘোর উৎসাহেই আজ মাতিয়াছেন, কি অপূর্ব্ব আনন্দই না ভোগ করিতেছেন। আজ প্রকৃতপক্ষে ইহাঁদেরই সুখ সৌভাগ্য ও আনন্দের দিন। ইহাঁরাই প্রকৃত ইসলাম সন্তান এবং ইহাঁদের জন্ম ও জীবন সার্থক।

ইহাঁরা সৃষ্টিকর্ত্তার পবিত্র গৃহ দর্শন করিয়া চক্ষু সার্থক করিয়াছেন, পবিত্র কাবা (৩)

৩। পরিশিষ্ট দেখ।

প্রদক্ষিণ করিয়া জীবন সার্থক করিয়াছেন—হজরুল আস্‌ওয়াদ (কৃষ্ণ প্রস্তর) চুম্বন করিয়া পাপমুক্ত হইয়া এ নশ্বর জীবন সার্থক করিয়াছেন। জমজম কূপের (৪) বিমল পবিত্র জল পান করিয়া, পাপ ও রোগ মুক্ত হইয়া, প্রাণের অন্তরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত শীতল করিয়াছেন। লক্ষ লক্ষ হাজি—ধর্ম্মানুপ্রাণতায় উন্মত্ত হইয়া আরাফাত (৫) পর্ব্বতে একত্র মিলিত হইয়া তকবির (৬) ধ্বনিতে সেই পবিত্র ভূমি পরিকম্পিত করিতেছেন—এবং পাপমুক্ত হইয়া অসীম পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছেন। সেই উন্নতকায় বিশালদর্শন গগনস্পর্শী পর্ব্বত-সানুদেশে—শত শত ধর্ম্মানুরাগী সাধুবৃন্দের সম্মিলনের সুখ যে না দেখিয়াছে, তাহার জীবনই বৃথা।

ইহা ব্যতীত ফেরেস্তাগণও 'লব্বায়েক' (৮) শব্দে সুনীল মেঘরাগরঞ্জিত গগনতল পরিপূরিত করিয়াছেন—এবং দয়াময় খোদাতালাও 'লব্বা-

৪। পরিশিষ্ট দেখ ৫। পরিশিষ্ট দেখ ৬। পরিশিষ্ট দেখ। ৮ পরিশিষ্ট দেখ।

য়েক' শব্দ সম্বোধনের উত্তর দিয়াছেন। ধন্য সেই পবিত্রাত্মা ইসলাম রমণীগণ!—যাঁহারা এই ধর্ম্মপ্রাণ হাজিদিগকে গর্ভে ধারণ করিয়া সুপবিত্রা হইয়াছেন। ধন্য সেই সব সদাচরণশীল মুসলমান—যাঁহাদের ঔরসে এই সমস্ত মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহাদের পিতৃপুরুষের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। এই সুদূর প্রান্তর মধ্যে নির্জ্জন পর্ব্বতের অতি নির্জ্জন শিখরদেশে সেই অতুলশক্তিসম্পন্ন জগতের একমাত্র জ্যোতিঃ স্বরূপ দয়াময়ের নিকট যখন এই সমস্ত পবিত্রচেতা হাজিগণ তাঁহাদের পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নি, আত্মীয়, পূর্ব্বপুরুষ ও বংশধরগণের জন্য যে মঙ্গল আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়াছেন—তাহা অবশ্যই তাঁহারা পাইয়াছেন। আমরাও যে সেই পুণ্যক্ষেত্রের পবিত্র প্রসাদ ও আশীর্ব্বাদ হইতে বঞ্চিত হইয়াছি তাহা নহে—আমাদের জন্যও সেই সব পবিত্রমনা হাজিদের প্রাণ কাঁদিয়াছে, তাঁহারা

لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات *

বলিয়া আমাদের জন্যও প্রার্থনা করিয়াছেন। সেই মঙ্গলময়ের মঙ্গল আশীর্ব্বাদ আমাদের এই অবনত মস্তকে পরিবর্ষিত—ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা। ভাই সকল! আজ এত দূরে থাকিয়াও আমাদিগকে বিমল উৎসবানন্দে পূর্ণোৎসাহে মাতিতে হইবে। সেই পাপমুক্ত হাজিগণের মধ্যে—কত পবিত্রমতি আওলিয়া (৯), আওতাদ (১০), কোতব (১১) ও গওস (১২) আছেন—তাঁহারাও আমাদের জন্য খোদার নিকট আকুল কণ্ঠে প্রার্থনা করিয়াছেন। ইহাঁদের আন্তরিক সরল প্রার্থনায় যে আমাদের অশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে—সেই মঙ্গল আশীর্ব্বাদের সহায়তায় আমরা যে পারলৌকিক ও পার্থিব সমস্ত বিঘ্ন বিপত্তি হইতে আবার এই ষড়ঋতু সম্বলিত বৎসরের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত নিরাপদে অতিবাহিত করিতে পারিব—ইহা ভাবিয়াই

৯। পরিশিষ্ট দেখ ১০। পরিশিষ্ট দেখ।

১১। পরিশিষ্ট দেখ ১২। পরিশিষ্ট দেখ।

আমাদের হৃদয় আনন্দে, সমুদ্র মধ্যস্থ স্বর্ণ-তরণীর ন্যায় নৃত্য করিতেছে।

ভ্রাতৃগণ! আজিকার শুভমুহূর্ত্ত আর একটী কারণে বিশেষ আনন্দের দিন। মিনায়—যে স্থানে খোদাতালার বন্ধু হজরত এব্রাহিম খলিলুল্লা—তাঁহার একমাত্র প্রিয়পুত্র হজরত এসমাইল জবেহুল্লাকে খোদাতালার আদেশে কোরবানী করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, পরে তাঁহারই আদেশে হজরত এসমাইলের পরিবর্ত্তে, স্বর্গীয় দোম্বা কোরবানী করেন, আজ এই শুভমুহূর্ত্তেই ধর্ম্মপ্রাণ হাজীগণ সেই পবিত্র স্থানে কোরবানী করিয়া কি পবিত্র আনন্দই উপভোগ করিতেছেন; তকবির রবে সেই পুণ্যভূমি প্রতিধ্বনিত করিতে-ছেন, দয়াময়ের পবিত্র গৃহ দর্শন ও প্রদক্ষিণ করিয়া জীবন সার্থক করিতেছেন। জমজম কূপের শীতল জল পান করিয়া প্রাণের গূঢ়তম প্রদেশের তৃষ্ণা ক্লান্তি নিবারণ করিতেছেন।

যে পবিত্র স্থানে হজরত আদম (আ) হজ-

রত হাওয়ার (আ) সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, যে পবিত্রদেশে হজরত হাজেরা (আ) হজরত এসমাইল (আ) সহ নির্ব্বাসিতা হইয়াছিলেন, যে পবিত্রস্থানে হজরত এব্রাহিম (আ) পবিত্র কাবাগৃহ (১৩) প্রস্তুত করিয়া ঐ গৃহে উপাসনা করার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলেন, আজ তাঁহারা সেই সকল পবিত্র ভূমিতে বিচরণ করিতেছেন।

আজ তাঁহারা হজরত মহাম্মদ মস্তাফা আহমদ মোজতাবার (দ) যশস্বী জন্মভূমিতে বিচরণ করিতেছেন। হজরত আবুল কাসেমের (দং) জন্মস্থান, লীলা ক্ষেত্র, উপাসনাস্থান—প্রভৃতি দর্শন করিয়া আত্মা সার্থক করিতেছেন। প্রভু কোন্ স্থানে বসিতেন, কোথায় পদচারণা করিতেন, কোথায় নির্জ্জনে খোদাতালার চিন্তা করিতেন, কোথায় প্রাণের পবিত্র ধর্ম্মোচ্ছ্বাস উৎস্রাবিত করিয়া ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে ভক্তির স্রোত বহাইতেন, কোথায় বিধর্ম্মীদিগের সহিত সমরে লিপ্ত হইয়াছিলেন, এই সমস্ত পবিত্র লীলাক্ষেত্র

যাঁহারা এই চর্ম্ম চক্ষে দেখিয়া জন্ম ও নয়ন সার্থক করিতেছেন, তাঁহারাই ধন্য! সে পবিত্র কথা স্মরণ করিতেও প্রাণের ভিতর কি এক অদ্ভুত আত্মপ্রসাদ উপস্থিত হইয়া হৃদয়ের মধ্যে ধর্ম্ম-প্রতিভার কি এক উজ্জ্বল তড়িতস্রোত বহিতে থাকে, প্রাণের স্তরে স্তরে কি এক অদৃশ্য উজ্জ্বল আলোকের দীপ্তি আসিয়া দেখা দেয়, তাহা আজ আমরা এখানে বসিয়াই অনুভব করিতেছি।

কল্পনে! তোমার সহায়তায় এই অপার্থিব সুখ আর ভোগ করিতে চাহি না। হৃদয় প্রকৃতের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, প্রাণের মধ্যে সেই পবিত্র ক্ষেত্র—লীলাস্থল দর্শনের আশা আগ্নেয় গিরি-গর্ভস্থ জ্বলন্ত ধাতুপ্রবাহের ন্যায় জ্বলিতেছে। এমন শুভ দিন কবে হইবে যে, দয়াময় প্রভুর পদচিহ্ন সম্বলিত লীলাক্ষেত্র দেখিবার শুভদিন উপস্থিত হইবে?

উপক্রমণিকায় আমরা যত দূর বলিলাম, তাহা কেবল প্রাণের প্রবল উচ্ছ্বাসের বেগে। এ পবিত্র

উৎসব দিনে যে আনন্দ হৃদয়ের কেন্দ্র হইতে পরিধি পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, ইহা তাহারই সামান্য উচ্ছ্বাস মাত্র।

ঈদল আজ্‌হা।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।
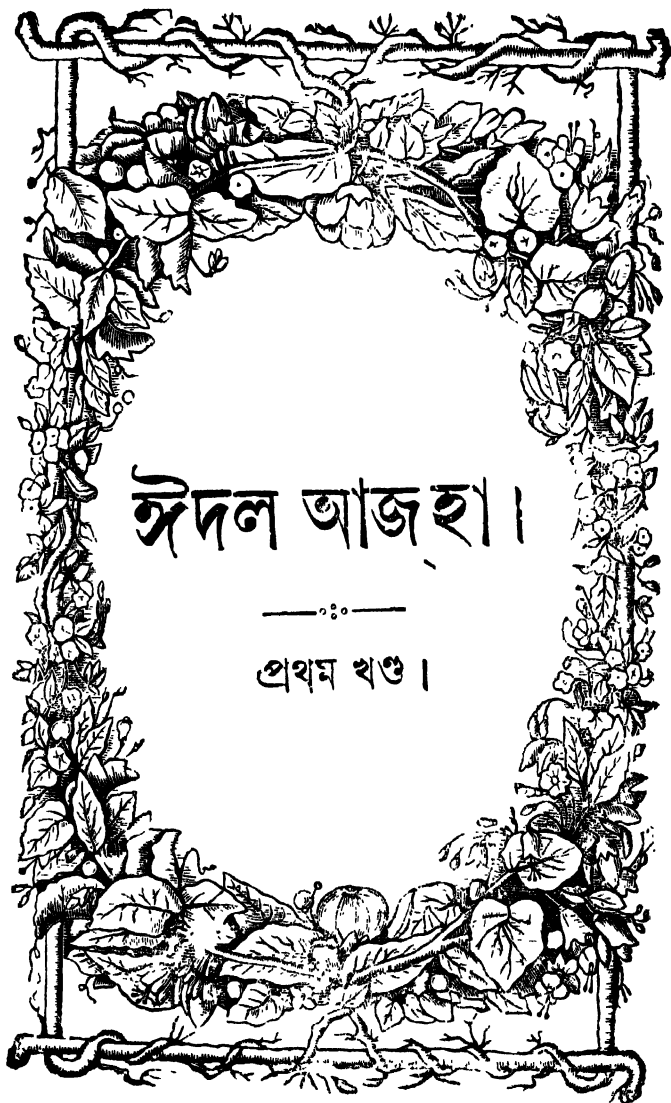
স্বপ্ন—প্রত্যাদেশ।

قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم

رؤيا الانبياء فى المنام وحى *

ভীরা রজনী। সমস্ত প্রকৃতি সুপ্ত। রাত্রির নির্জ্জনতা চারিদিক গ্রাস করিয়াছে। জগতের সমস্ত জীব জন্তুই ক্ষণকালের জন্য যেন মৃত্যুর নিস্তব্ধতায় আচ্ছন্ন হইয়াছে। এই গভীর রাত্রিতে হজরত এব্রাহিম খলিলুল্লা (আ) গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন।

সাধু পুরুষের নিদ্রা—কাজেই হজরত এব্রাহিম

(আ) বাহ্য দর্শনে সম্পূর্ণরূপে জগতের চক্ষে নিদ্রিত, কিন্তু তাঁহার মন সেই অবস্থাতেই তাঁহার করুণাময় সৃষ্টিকর্ত্তার চিন্তায় নিমগ্ন।

হজরত এব্রাহিম (আ) গভীর নিদ্রার ঘোরে স্বপ্নে দেখিলেন, যেন তাঁহার প্রতি আদেশ হইতেছে "হে এব্রাহিম! আমা ভিন্ন তোমার যে প্রিয়—যাহাকে তুমি প্রাণের অধিক মনে কর, যাহার সুখে তোমার হৃদয় প্রফুল্লিত ও আহ্লাদিত হয়, যাহার সুন্দর প্রশান্ত বদন দেখিলে তোমার হৃদয়ে আনন্দোচ্ছ্বাস বহিতে থাকে, যাহার মধুর স্নেহবাণী শুনিলে তোমার প্রাণে প্রীতির উৎস বহে, তোমার সেই এক মাত্র প্রিয়তম পুত্রকে আমার নিকট উৎসর্গরূপে কোরবানী কর।" *

---

* কোরাণের টীকাকারগণ

قال يا بني اني ارى فى المنام اني اذبحك *

অর্থে কেহ বলেন, "হজরত এব্রাহিম (আ।) তাঁহার এক মাত্র প্রিয়তম পুত্র হজরত এসমাইলকে (আ) খোদায়াতালার পবিত্র নামে কোরবানী করিবার আদেশ স্বপ্নে পাইয়াছিলেন"।

রাত্রি কাটিয়া গেল, কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়। তামসী রজনী অপসৃতা হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব্বাকাশ লোহিত কিরণচ্ছটায় রঞ্জিত করিয়া সূর্য্য উদিত হইলেন। আবার জগৎ হাসিল, আবার বিহঙ্গকূজন, কানন হইতে কানানান্তরে প্রতিধ্বনিত হইল, আবার লতা বল্লরী

আবার কেহ বলেন, "হজরত এব্রাহিম (আ) স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, যেন তাঁহার একমাত্র প্রিয়তমপুত্র হজরত এসমাইলকে (আ) খোদাতায়ালার পবিত্র নামে কোরবানী করিতেছেন"। যাঁহারা বলেন, তিনি ঐরূপ আদিষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহাদের যুক্তি এই যে, কোরাণ শরিফেই আছে হজরত এব্রাহিম (আ) যখন হজরত এসমাইল (আ)কে বলিয়াছিলেন যে, "আমি এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছি এখন ভাবিয়া দেখ তুমি কি বিবেচনা কর"। তাহার উত্তরে হজরত এসমাইল (আ) বলিয়াছিলেন

قال يا ابت افعل ما تو مر *

"হে পিতঃ! যেরূপ আপনি আদিষ্ট হইয়াছেন, তাহাই করুন।" যাঁহারা বলেন যে, তিনি স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যেন তাঁহার একমাত্র প্রিয়তম পুত্রকে কোরবানী করিতেছেন, তাঁহাদের যুক্তি এই যে, যখন হজরত এব্রাহিম (আ), হজরত এসমাইলকে (আ) কোরবানী করার জন্য তাঁহার ললাটদেশ

হইতে প্রভাত সমীর সঞ্চারে শিশির ঝরিতে লাগিল। আবার প্রভাত সমীর ফুলের সুবাস লইয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল, কিন্তু হজরত এব্রাহিমের (আ) মন সম্পূর্ণ চিন্তাকুলিত; রাত্রির স্বপ্ন সম্পূর্ণরূপে তাঁহার মনে জাগ্রতভাবে পরিস্ফুট।

দ্বিতীয় রজনীতে আবার হজরত এব্রাহিম (আ) নিদ্রিত। আবার সেই অদ্ভুতস্বপ্ন ও প্রত্যাদেশ। তৃতীয় রাত্রিতেও পুনরায় সেইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া প্রত্যুষে হজরত এব্রাহিম (আ) শয্যা ত্যাগ করিলেন, তাঁহার মনে তিন রাত্রির অদ্ভুত স্বপ্নের কথা জাগিতেছে।

মাটীতে স্থাপন করিয়া কোরবানী করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে খোদাতায়ালা কোরাণ শরিফে বলিয়াছেন।

فلما اسلما وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرءيا

"আমি এব্রাহিমকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলাম, তুমি তোমার স্বপ্ন সত্য করিয়া দেখাইলে"। হাদিস শরিফে আছে, নাবগণ স্বপ্নে যাহা দেখেন, তাহা অহি। সুতরাং উভয়েরই অর্থ এক, কেবল শব্দের পার্থক্য বই আর কিছুই নয়।

নবিগণের স্বপ্ন অলীক নহে, তুমি আমি অনেক সময় অনেক প্রকার স্বপ্ন দেখিয়া থাকি। স্বপ্নকে অমূলক কল্পনা বা মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা-জনিত অলীক চিন্তা মনে করি, কিন্তু নবিগণের স্বপ্ন তাহা নহে। তাঁহারা যাহা দেখেন, সমস্তই সত্য। তাঁহাদের কোন কার্য্য, কোন অবস্থা বা কোন বিষয়ে মিথ্যার লেশমাত্র নাই ও হইতে পারে না, ইহাই আমাদের সহিত তাঁহাদের পার্থক্য। তাঁহাদের জাগ্রত অবস্থা যেরূপ, নিদ্রিত অবস্থাও সেইরূপ। জাগ্রত অবস্থায় তাঁহারা যেরূপ খোদা-তালার আদেশ হজরত জিবরিল (আ) প্রমুখাৎ পাইয়া থাকেন বা কখনও সেই আদেশ তাঁহাদের মনে উদয় হয়, তাহাকেই "অহি" বলে, নিদ্রিতা-বস্থায় তাঁহাদের স্বপ্ন সেইরূপ "অহি" বলিয়া গণ্য। কারণ নিদ্রিত অবস্থাতেও তাঁহাদের মন দয়াময়ের চিন্তায় নিমগ্ন থাকে, সুতরাং তাঁহাদের স্বপ্ন কোন রূপ ভ্রমাত্মক হইতে পারে না।

জেলহজ্জ মাসের অষ্টম রজনীতে তিনি

প্রথম স্বপ্ন দেখিয়া কিংকর্ত্তব্য চিন্তা করেন, নবম রাত্রিতেও ঐরূপ স্বপ্ন দেখিয়া ঐ কার্য্য করাই স্থির করেন। দশম রজনীতে পুনরায় স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া প্রাতেই তাহা প্রতিপালনে অগ্রসর হন।

হজরত এব্রাহিম (আ) প্রভুর আদেশ পাইয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ে অশেষ বল। তাঁহার প্রাণে অতি উন্নত বাসনা। পার্থিব মায়া, স্নেহ-বন্ধন তাঁহার হৃদয় হইতে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশিত। তিনি সম্পূর্ণরূপে প্রভুর আদেশ পালনার্থ কৃতসঙ্কল্প হইলেন। যাহা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন—তাহা করিতেই হইবে। কাজটী অতি নিষ্ঠুর। প্রবীণ বার্দ্ধক্যের একমাত্র সম্বলস্বরূপ নিজ ঔরসজাত আত্মজের জীবনদীপ নিজ হাতে চিরকালের জন্য নির্ব্বাপিত করিয়া দেওয়া পিতার পক্ষে অসম্ভব। অহো অতি কষ্টের কথা! পার্থিব স্নেহ মমতার অধিকার স্থলে—হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে আর এক উচ্চতন লক্ষ্য তাঁহার হৃদয়কে জ্যোতিষ্মান করি-

য়াছে। তাহা আর কিছুই নয়, সেই অদ্ভুত স্বপ্ন ও প্রভুর প্রত্যাদেশ। (*)

---

* হজরত এব্রাহিম (আ) দয়াময় সৃজনকর্ত্তার সমীপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "প্রভো! আমাকে এক কর্ত্তব্যপরায়ণ, সুশীল নিষ্ঠাচারী ধার্ম্মিক পুত্র দান কর"। তাহার প্রার্থনা গ্রহণ করিয়া দয়াময় তাহাকে এক সহিষ্ণু পুত্র দান করার সুসংবাদ দেন, যাহার উল্লেখ পবিত্র কোরাণ শরিফে আছে।

فبشرناه بغلام حليم

"আমি তাহাকে এক সহিষ্ণু পুত্র দান করার সুসংবাদ দিই"। তৎপর তাঁহার ৮৬ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার পত্নী হজরত হাজেরার গর্ভে তাঁহার প্রথম ও জ্যেষ্ঠ পুত্র হজরত এসমাইল (আ) জন্মগ্রহণ করেন। যে সময় তিনি কোরবানীর প্রত্যাদেশসূচক অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শন করেন সে সময় হজরত এসমাইলই (আ) তাঁহার এক মাত্র ত্রয়োদশ বৎসর বয়স্ক জীবন সর্ব্বস্ব পুত্র ছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।
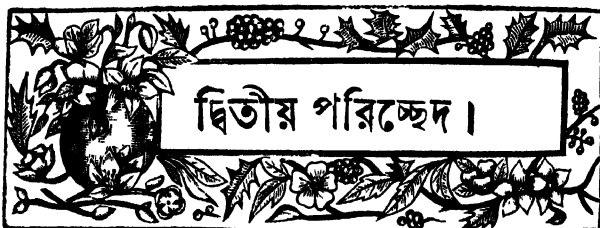
পিতার প্রতি—শয়তানের উক্তি।

ان عبادي ليس لك عليهم سلطان *

জরত এব্রাহিম (আ) প্রভুর আদেশ প্রতিপালনে দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়া প্রত্যহ যেরূপ পুত্র সহকারে কাষ্ঠ আহরণে বহির্গত হইতেন, সেইরূপ কাষ্ঠ আহরণে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। গমন কালে হজরত এসমাইলকে (আ) আহ্বান করিয়া বলিলেন "বৎস! ছুরি ও রজ্জু লইয়া আমার সহিত কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে চল।" কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্র, পিতৃ আদেশ পালনার্থে ছুরি ও রজ্জু লইয়া গমন করিতে

প্রস্তুত হইলে, পিতা অগ্রগামী হইলেন, পুত্রও তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন।

শয়তান কেবল মানবের শত্রু নহে—সে নবি-গণেরও পরম শত্রু। যাঁহাদের নিকট সে ক্ষমতায় কীটাণুকীট, পর্ব্বতের নিকট সামান্য ধুলি কণার ন্যায় পরিদৃশ্যমান, সেই শয়তান এমন উপযুক্ত অবসর ছাড়িবে কেন? সে উপযুক্ত সময় বুঝিয়া কার্য্যক্ষেত্রে—এই বিষম ভক্তি পরীক্ষা ক্ষেত্রে নিজ কলুষিত প্রকৃতির বিষোদ্গীরণে প্রবৃত্ত হইল। আগ্নেয় গিরি গর্ভস্থ রুদ্ধ-প্রবাহ তরল ধাতু-স্রোতের ন্যায় শয়তানের কলুষিত প্রবৃত্তিগুলি এই সময় তীব্রতেজে আন্দোলিত হইতে লাগিল। সে দ্রুত পাদবিক্ষেপে প্রথমে হজরত এব্রাহিমের (আ) নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "মহাশয়! আপনি স্বপ্নের কথায় নির্ভর করিয়া নিজ এক মাত্র প্রিয়তম পুত্রের প্রাণ বিনাশ করিতে যাইতেছেন ইহা কি বুদ্ধিমানের কার্য্য? স্বপ্ন চিন্তা-প্রসূত অলীক দৃশ্য বইত

নয়। ঐরূপ অমূলক দৃশ্যে নির্ভর করিয়া কেন এরূপ সাংঘাতিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন? ইহাতে আপনি চিরকাল বিষম কষ্ট ও অনুতাপ ভোগ করিবেন। লোকেই বা আপনাকে কি বলিবে? ইহা আপনার বাতুলতা বই আর কিছুই নয়। আপনি মনে করিতেছেন—ইহা আপনার প্রভু দয়াময়ের আদেশ। আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, সৃজনকর্ত্তা সন্তানের প্রতি পিতা মাতার স্নেহ মমতা কেন দিয়াছেন? উহা কি তাহার লালন পালন, শিক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণ জন্য নহে? পিতা মাতার সন্তান সন্ততির প্রতি ঐরূপ স্নেহ না থাকিলে কি এত কষ্ট স্বীকার করিয়া তাঁহারা শিশুদের লালন পালন করিতে পারিতেন? এই জন্যই করুণাময় অপত্য স্নেহ দিয়াছেন। সেই স্নেহের জন্যই সন্তান ভূমিষ্ট হইলে প্রসূতি প্রসব যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়া ঐরূপ ভীষণ যন্ত্রণার সময়েও আত্ম ক্লেশ ভুলিয়া সন্তানের কষ্ট নিবারণ করিতে যত্নবান হন। সন্তানের কোন বিপদ হইলে

স্নেহময় পিতা নিজ অমূল্য প্রাণ দিয়া তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকেন। ইহা পিতা মাতার স্নেহের ধর্ম্ম। আপনি সেই পিতৃধর্ম্মে পদাঘাত করিয়া, অপত্য স্নেহে কুঠারাঘাত করিয়া নিজ হস্তে এক মাত্র বংশধরের কণ্ঠচ্ছেদ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। আপনার সন্তান ছিল না, বৃদ্ধ বয়সে কত প্রকার আরাধনায়, দয়াময় সমীপে কতরূপ প্রার্থনা ও মিনতি করিয়া সর্ব্বগুণে গুণান্বিত পুত্ররত্ন লাভ করিয়াছেন, কত যত্ন, পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিয়া উহাকে প্রতিপালন করিয়াছেন, সেই অমূল্যনিধি আপনার জীবনসর্ব্বস্ব বংশধরকে ভবিষ্যৎ আশা ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়া কোন্ প্রাণে অকাতরে হারাইতে বসিয়াছেন? আপনি বলেন "প্রভুর আদেশ"। ইহাও কি সম্ভব যে, দয়াময় আপনার আরাধনা ও প্রার্থনায় আপনার প্রতি প্রসন্ন হইয়া এইরূপ গুণবান পুত্ররত্ন আপনাকে দান করিয়াছেন, তিনি কোন্ অপরাধে তাহাকে কাড়িয়া লইবেন? বিশেষতঃ

আপনি তাঁহার নিকট শত অপরাধে অপরাধী হইলেও তিনি এই নির্দ্দোষ বালকের প্রাণনাশ কেন করিবেন? তিনি ত পক্ষপাতী নন, একের অপরাধে অন্যের দণ্ড কেন করিবেন? নিরপরাধ বালক পাপ কাহাকে বলে জানে না—এখনও যৌবনে পদার্পণ করে নাই, পৃথিবীর কোন দুষ্ক্রিয়ারই আস্বাদ গ্রহণ করে নাই, দয়াময় প্রভু কেন অকালে তাহার ক্ষুদ্র জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাণ করার আদেশ করিবেন? ইহা অতীব অসম্ভব। আর একটী কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি—আপনি এই নৃশংস অভিনয়ের যবনিকা পাত করিয়া গৃহে ফিরিলে এই অভাগা বালকের গর্ভধারিণী যখন আপনাকে জিজ্ঞাসা করিবে—"আমার প্রাণের কুমার কোথায়? প্রত্যহই ত সে কাষ্ঠাহরণ করিয়া আপনার সঙ্গেই ফিরিয়া আইসে, অদ্য তাহাকে কোথায় রাখিয়া আসি-লেন? আমার যে প্রাণের মধ্যে কিরূপ হুহু করিতেছে, তাহার কি কোন অমঙ্গল ঘটিয়াছে?

সে আপনার সঙ্গে নাই কেন? তাহার অদর্শনে আমি সমস্তই অন্ধকার দেখিতেছি, সে যে আমার অন্ধের যষ্টি—দেহের জীবনীশক্তি, তাহাকে না দেখিয়া, আমার প্রাণ কণ্ঠাগত হইতেছে। আপনাকে একা দেখিয়া আমার মন নানা প্রকার অমঙ্গল চিন্তায় আকুলিত হইতেছে। শীঘ্র তাহার কুশল জ্ঞাপন করিয়া আমার জীবন রক্ষা করুন, বিলম্ব হইলে আমি প্রাণত্যাগ করিব।" তখন আপনি কি উত্তর করিবেন? আপনি কিরূপে সে অভাগিনী পুত্রগত-প্রাণা জননীকে প্রবোধ দিবেন? কিরূপে বলিবেন—তোমার জীবনের একমাত্র অবলম্বন সাধের তরণীকে স্বহস্তে ইহলোক হইতে অপসৃত করিয়াছি। হতভাগিনী যখন শুনিবে—তাহার অন্ধের যষ্টি, আশার ভাণ্ড ভগ্ন হইয়াছে, তাহার জীবনাকাশের ধ্রুবতারা চিরকালের তরে অস্তমিত হইয়াছে; তখন মণিহারা ফণিনীর ন্যায় সে অসহ্য মর্ম্মভেদী যন্ত্রণায় শোকাবেগ ভরে "হা এসমাইল" বলিয়া

প্রাণত্যাগ করিবে। পুত্র হত্যার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী হত্যাও হইবে। কোন্ অপরাধে সেই পতি-পুত্র-গতপ্রাণা সতী সাধ্বী স্ত্রীর প্রাণনাশ করিতেছেন? এই কি সেই অবলার পাতিব্রত্যের পুরস্কার? পিতৃধর্ম্ম ও অপত্যস্নেহ পায়ে ঠেলিয়াছেন, দাম্পত্য প্রেমেও কি জলাঞ্জলি দিতে চান? একবার ভাবুন—পুত্রের প্রতি কি অভাগিনী জননীর কোনই অধিকার নাই? সে যে দশমাস তাহাকে গর্ভে ধারণ করিয়া কত প্রকার যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছে, প্রসবকালে মৃত্যুযন্ত্রণার ন্যায় ভয়ানক প্রসব বেদনা ভোগ করিয়াছে। হৃদয়ের শোণিত পান করাইয়া বালককে প্রতিপালন করিয়াছে। গৃহ হইতে জন্মের মত যখন অভাগা সন্তানকে লইয়া আসিলেন, তখন তাহার অভাগিনী জননীকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কি? এক মাত্র জীবন সর্ব্বস্ব প্রিয়তম পুত্র চিরদিনের তরে বিদায় হইয়া যাইতেছে, তাহাকে একবার কোলে লইয়া তাহার মুখ চুম্বন করিয়া

বিদায় করারও কি অধিকার তাহার নাই? আপনি কি নিষ্ঠুর! কি কঠিন উপকরণে আপনার হৃদয় গঠিত! অহো, কিরূপে সেই নিরপরাধ বালকের কণ্ঠদেশে ছুরিকা বিদ্ধ করিবেন। এই সুশীল বালকের স্নেহ পূর্ণ মুখমণ্ডল দেখিলে কাহার না দয়া হয়? অভাগা ইহার কিছুই জানে না। সরলতার পূর্ণ প্রতিকৃতি এই বালক মনে করিতেছে "স্নেহময় পিতার সহিত কাষ্ঠাহরণে আসিয়াছি, এখনই গৃহে ফিরিয়া জননীর কোলে বসিয়া ক্লান্তি দূর করিয়া শান্তি লাভ করিব।" অভাগা স্বপ্নেও ভাবে নাই তাহার পাষাণ-হৃদয় পিতাই অদ্য তাহার যম, সেই অদ্য অন্যায়পূর্ব্বক নিষ্ঠুরভাবে তাহার গলায় ছুরি দিয়া বধ করিবে। এব্রাহিম (আ), ইহা কখনই দয়াময়ের আদেশ নয়, আপনার ভ্রম হইয়াছে। আমি পুনঃ পুনঃ আপনাকে আপনার ভ্রম দেখাইয়া এই অন্যায় লোমহর্ষণ নিষ্ঠুর কার্য্য হইতে বিরত হওয়ার জন্য অনুরোধ করিতেছি। আপনি

আমার কথা শুনুন. গৃহে ফিরিয়া যান, এখনও সময় আছে, আমার কথা না শুনিলে আপনি সব হারাইয়া চিরজীবন কষ্ট ও অনুতাপ ভোগ করিবেন। তখন উপায়হীন হইয়া অনুতাপ করিলে কোন ফল হইবে না। মাথা কুটিয়া চিরজীবন বিলাপ করিলেও হারাধন ফিরিয়া পাইবেন না, আমি পুনরায় অনুরোধ করিতেছি, আপনার সোণার সংসারকে অবহেলা করিয়া পদাঘাতে চূর্ণ কবিবেন না। ইহা কখনই আপনার প্রভুর অভিপ্রায় বা আদেশ নয়। ইহা আপনার অমূলক স্বপ্ন ও ভ্রান্তি, আপনার প্রভু বড়ই দয়ালু, তিনি তাঁহার শত্রু বিধর্ম্মীরও আহার যোগান ও তাঁহার পৃথিবী রাজ্যে বাস করিতে দেন। আপনাকে তিনি বন্ধু সম্বোধন করিয়াছেন, আপনার পুত্রও নিষ্পাপ ও তাঁহার প্রিয়পাত্র, তাহাকে কখনই তাহার ভোগ বাসনায় বঞ্চিত করিয়া অকালে তাঁহার বিশাল পৃথ্বীরাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে তিনি ইচ্ছা করিবেন

না। ঐরূপ লোমহর্ষণ নিষ্ঠুর আদেশ করিবেন না। আমি আপনাকে সমস্তই বুঝাইয়া দিলাম এবং এই নিষ্ঠুর কার্য্য হইতে বিরত হইতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলাম, এখন আপনার যাহা অভিরুচি করুন!

হজরত এব্রাহিম (আ) রোষকষায়িত লোচনে পাপিষ্ঠের প্রতি তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অতি কর্কশস্বরে উত্তর করিলেন—"রে পাপমতি! আমি তোকে বিলক্ষণ চিনি। রে দুর্ম্মতি! আমাকে ছলনা করিতে আসিয়াছিস্, আত্মীয়তা দেখাইয়া ও পরদুঃখে কপট কাতরতা প্রকাশ করিয়া আমার কর্ত্তব্যকার্য্যে বাধা দিতে আসিয়াছিস্। আমি কিছুতেই প্রভুর আদেশ লঙ্ঘন করিব না। সমস্ত পৃথিবী একমত হইয়া যদি আমাকে নিষেধ করে, আমি কাহারও কথায় কর্ণপাত করিব না। প্রভুর আদেশ সচ্ছন্দচিত্তে ভক্তিভাবে আনন্দ ও উৎসাহের সহিত অবনত মস্তকে পালন করিব, তুই তাহাতে কদাচ বাধা দিতে পারিবি না—

দূর হ পামর!" এই বলিয়া তিনি তাহার প্রতি সজোরে প্রস্তর খণ্ড নিক্ষেপ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পুত্রের প্রতি—শয়তানের উক্তি।

مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم *
هواداري کویش را چو جان خویشتن دارم *
* حافظ شیرازي

"ওহে মৃত্যু? তুমি মোরে কি দেখাও ভয়!
ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।
যাহাদের নীচাসক্ত অবিবেকি মন
অনিত্য সংসার প্রেমে মুগ্ধ অনুক্ষণ;
যারা এই ভবরূপ অতিথিভবনে
চির বাসস্থান বলি ভাবে মনে মনে;
পাপ রূপ পিশাচ যাদের হৃদাসন,
করি আত্ম অধিকার আছে অনুক্ষণ;

পরকালে যাহাদের বিশ্বাস না হয়;
প্রেমময় প্রেমে মন মুগ্ধ যার নয়;—
হেরিলে নয়নে এই ভ্রুকুটী তোমার,
তাহাদের হয় মনে ভয়ের সঞ্চার!
সংসারের প্রেমে মন মত্ত নয় যার,
ভ্রুভঙ্গে তোমার বল কিবা ভয় তার?
প্রস্তুত সর্ব্বদা আছি তোমার কারণ,
এস সুখে করিব তোমায় আলিঙ্গন।
যে অম্লান কুসুমের মধুপান তরে,
লোলুপ নিয়ত মম মন মধুকরে,
যে নিত্য উদ্যানে সেই পুষ্প বিরাজিত,
হে মৃত্যু! তাহার তুমি শরণি নিশ্চিত
কোনরূপে অতিক্রম করিলে তোমায়,
সফল হইবে আশা যাইব তথায়।"

দুরাচার শয়তান ব্যর্থমনোরথ হইয়া নিরুৎসাহে ও ভগ্ন-হৃদয়ে আর এক নূতন পথের অনুসরণ করিল। সে মনে মনে ভাবিল, হজরত এসমাইল (আ) অতি শিশু, তাঁহাকে প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহার মনের

গতি পরিবর্ত্তন করিতে পারিলে অনেক কাজ হইতে পারে। হয়তঃ ইহাতেই আমার মনোরথ পূর্ণ হইবে। দুরাশাময়, কার্য্য সাফল্যের এই উৎকট চিন্তায়, অসৎবৃত্তি পরিবর্দ্ধিত শয়তান, হজরত এসমাইল (আ) জবেহুল্লার নিকট উপনীত হইয়া তাঁহাকে বলিল, "হে এসমাইল (আ)! কোথায় যাইতেছ?"

সেই সদাপ্রফুল্ল সহাস্যমুখ এসমাইল (আ) উত্তর করিলেন "আমি পিতার সহিত কাষ্ঠারোহণে যাইতেছি।"

দুরাচার, পাপবুদ্ধি, শয়তান তখন সহানুভূতির স্বরে বলিল—"বৎস! তুমি জান না, তোমার কাষ্ঠারোহণ নয়, প্রাণনাশ করিবার জন্য তোমায় লইয়া যাইতেছে।"

এসমাইল (আ) বলিলেন—"অতি আশ্চর্য্য লোক তুমি! পিতা আমায় বধ করিবেন? একথা অসম্ভবের অপেক্ষাও অসম্ভব। কোন্ পিতা নিষ্ঠুর হইয়া নিজ রক্তজাত, জীবনস্বরূপ, আশা-

স্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, একমাত্র পুত্রকে ইচ্ছা করিয়া মৃত্যুর মুখে সমর্পণ করেন? আমায় বধ করিবার ইচ্ছা কখনই তাঁহার মনে উদিত হইতে পারে না। আমি তাঁহার নয়নের পুতলী, অন্ধের যষ্ঠি, বার্দ্ধক্যের একমাত্র সম্বল, বিশেষতঃ আমি শিশু, নির্দ্দোষী, পাপের কোন পঙ্কিলতা আমার হৃদয়ে নাই, পিতার নিকট কোন দোষ করি নাই, কেন আমার দয়াময় পিতা আমায় অকারণে বধ করিবেন? যদি বধই করিবেন, তবে এতদিন ধরিয়া এত যত্নে লালন পালন করিলেন কেন? নিজ হস্তে জল-সিঞ্চন করিয়া লোকে যে তরুর প্রাণ প্রদান করে, সে কি কখন তাহার যত্নপোষিত সেই সাধের বিটপীর জীবন নষ্ট করিতে সক্ষম হয়?"

পাপিষ্ঠ শয়তান বলিল—"তোমার পিতা স্বেচ্ছায় তোমার বিনাশ করিতেছেন না। বুঝিতে পারিতেছ না—বালক তুমি, সরল হৃদয় তুমি! তোমার পিতা খোদাতালার আদেশে তোমায়

জবেহ করিবার জন্য লইয়া যাইতেছেন এখন সমস্ত কথা বুঝিলে ত?”

হজরত জবেহুল্লা, খোদাতালার আদেশের কথা শুনিয়া অতিশয় প্রফুল্ল হইলেন। তাঁহার সেই ক্ষুদ্র, নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক, বালকের হৃদয়ে, উদ্দীপনা জাগিয়া উঠিল। সেই মহান্ প্রেম-ময়ের প্রতি প্রেম জাগিয়া উঠিল। হৃদয় এক অভূতপূর্ব্ব তেজে পরিপূর্ণ হইল। প্রাণের ভিতর দিয়া যেন আনন্দের উৎস প্রবাহিত হইল। তিনি সহাস্য মুখে উত্তর করিলেন—“দেখ! তুমি যাহাকে নিরানন্দের কারণ বলিয়া দেখাইয়া দিতেছ, আমার ত তাহাতে সমুহ আনন্দ। এ হতভাগ্যের জীবনে ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে? দয়াময় খোদাতালার আদেশে জীবন উৎসর্গ করিব—ইহা কেবল আমার পিতার নয়, আমারও মহাসৌভাগ্যের বিষয়। খোদাতালা যদি আমাকে সহস্রবার জীবন পরিত্যাগ করিতে বলেন, সহস্রবার প্রাণ-

দান দিয়া অকিঞ্চিৎকর এই জীবন, তাঁহারই কার্য্যে উৎসর্গ করিতে বলেন, তাহা হইলে আমি সহস্রবার অকাতরে, অম্লানমুখে আনন্দের সহিত তাঁহারই পবিত্র নামে জীবন উৎসর্গ করিব। আমি এজন্য সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত এবং আপনাকে বিশেষ সৌভাগ্যশালী বলিয়া মনে করি।"

ধন্য হজরত এসমাইল (আ)! জবেহুল্লার উপাধি গৌরব আপনিই সুসিদ্ধ করিয়াছেন।

এবার এসমাইলের (আ) হৃদয় অপূর্ব্ব স্বর্গীয় বলে বলীয়ান হইয়া উঠিল। তিনি সেই দুরাত্মার শিষ্টকথার মর্ম্মবোধ করিলেন—শয়তান যে তাঁহাকে প্রলোভন দেখাইয়া অধর্ম্মে মতি দিতেছে ইহা তাঁহার পক্ষে অতি ভয়ানক বলিয়া বোধ হইল। তিনি দৃঢ়তার সহিত শয়তানকে বলি-লেন—"অরে পাপমতি! পিতা সৌভাগ্যক্রমে খোদাতালার আদেশ পালনার্থে আমায় লইয়া যাইতেছেন। তুই বাধা দিতে আসিয়াছিস্!

রে পিশাচ! এখান হইতে তুই দূর হ। এখানে তোর কোন কাজ নাই। যা এখান হইতে এখনি চলিয়া যা!”

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।
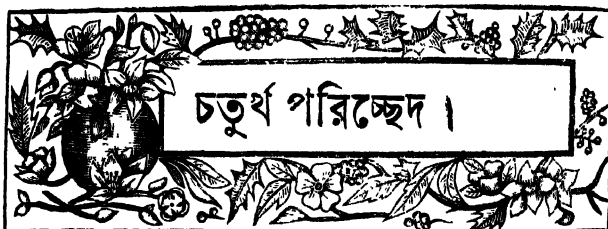
জননীর প্রতি—শয়তানের উক্তি।

ان الشيطان للانسان عدو مبين *

পামতি শয়তান হজরত এসমাইলের (আ) নিকট মনস্কামনা সিদ্ধ করিতে না পারিয়া নিতান্ত লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া শেষ অন্য এক পন্থার অনুসরণ করিল। পাপাত্মা মনে করিল, হজরত হাজেরা (আ) সরলহৃদয়া পুত্রগত-প্রাণা—তাঁহাকে এই সংবাদ দিলে তিনি কোন প্রকারেই ইহা সহ্য করিতে পারিবেন না। তাঁহার সকল আশা ভরসার কেন্দ্র, জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, নয়ন-

[illegible]লি, মাথারমণি, প্রাণাধিক পুত্রের প্রাণনাশের [illegible]প হইলে পুত্রগতপ্রাণা জননী উন্মাদিনী হইবেন তখন তাঁহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজ্ঞান থাকিবে না। তিনি নিজে হজরত এব্রাহিমের (আ।)নিকট উপনীত হইয়া প্রাণপণে তাঁহাকে এ সংকল্প ও সদনুষ্ঠান হইতে বিরত করিবার চেষ্টা করিবেন। মনে মনে ইহা স্থির করিয়া শয়তান দ্রুতপদে হজরত হাজেরার নিকট উপস্থিত হইল। আত্মীয়তা জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভদ্রে! আপনার প্রাণের কুমার এসমাইল কোথায়?"

সরল-হৃদয়া হাজেরা বলিলেন, "কুমার তাহার পিতার সহিত কাষ্ঠাহরণে গিয়াছে।"

সে হাজেরাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ভদ্রে! যা বলিতেছ, তাহা নহে। তোমার যে সর্ব্বনাশ হইতে বসিয়াছে তাহা ত বুঝ নাই। হাঃ হতভাগিনি! নির্দ্দোষ প্রাণের কুমারকে যে জবেহ করিবার জন্য তাহার পিতা লইয়া গিয়াছেন—তাহা কি শুন নাই!"

সরল-হৃদয়া-ললনা আগ্রহের সহিত বলিলেন, "বল কি? না—আমি তোমার কথা বিশ্বাস করিতে চাই না। কোন্ পিতা এত নিষ্ঠুর যে তাহার প্রাণাধিক পুত্রকে বলি দিতে পারে?"

তখন শয়তান নিজমূর্ত্তি ধরিয়া বলিল, "দেখ, বিশ্বাস কর, আর না কর, খোদাতায়ালার আদেশে তোমার পুত্রের প্রাণ আজিই বিনষ্ট হইবে।"

তখন সেই স্নেহময়ী মাতা কি যেন অপূর্ব্বতেজে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিলেন। স্থির, ধীর অথচ গম্ভীর স্বরে শয়তানকে বলিলেন, "দেখ! খোদাতায়ালা যদি এইরূপ আদেশ করিয়া থাকেন, তবে তাহা পালন করিতে আমি সম্পূর্ণরূপে বাধ্য। তিনিই আমায় পুত্ররত্ন দিয়াছেন, তাঁহারই কৃপায় আমি প্রাণাধিক এসমাইলকে গর্ভে ধারণ করিয়া তাহার 'মা' হইয়াছি। তিনি দিয়াছেন—তাঁহারই ধন, তিনি ইচ্ছা করিয়া ফিরাইয়া লইতেছেন, তাহাতে আর আমার ক্ষোভের কারণ কি?

"শুন শয়তান! সত্য বটে, আমি বক্ষস্থলের

শোণিতধারা দিয়া তাহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছি, আহার নিদ্রা সুখ-সচ্ছন্দ ত্যাগ করিয়া তাহার লালন পালন করিয়াছি, তাহাকে কোলে লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়া প্রাণের ভিতর অদ্ভুত আনন্দ উপভোগ করিতেছি। সে যথার্থই আমার জীবনের ধন, নয়নের মণি, প্রাণের আধার, অন্ধের যষ্টি, হৃদয়ের জীবনীশক্তি; কিন্তু দেখ, আর একজন তাহা হইতেও আমার প্রিয়তম! সে কে, তুমি জান, তিনিই সেই সর্ব্বশক্তিমান খোদা-তায়ালা।

"সত্য বটে ইসমাইল আমার সকল আশার জ্বলন্ত কেন্দ্র, তাহার অদর্শনে আমি ক্ষণমাত্রে সমস্তই আঁধার দেখি, তাহার চক্ষে অশ্রুধারা দেখিয়া আমার চক্ষু দিয়া শোণিত প্রবাহ ছুটে। তাহাকে না খাওয়াইয়া আমি খাই না, তাহাকে সুকোমল শয্যায় ঘুম না পাড়াইয়া আমি শুই না। তাহাকে বক্ষের মধ্যে না লইলে আমার নিদ্রা হয় না। তাহার বিরহে একদণ্ড আমার পক্ষে

এক এক যুগব্যাপী মৃত্যু, কিন্তু তুমি শয়তান নিশ্চয়ই জানিও, তাঁহার যাহা আদেশ, তাহা অক্ষরে অক্ষরে পালিত হইবে। যাও তুমি—দূর হও, আর আমায় প্রলোভিত করিও না।”

এই তেজোগর্ভ ধর্ম্মানুরক্তিপূর্ণ বাক্যে পাপিষ্ঠ শয়তান ব্যর্থমনোরথ হইল, এবং কোন স্থানেই মুখ না পাইয়া অকৃতকার্য্য হইয়া দুঃখ কষ্ট ও লজ্জায় ব্যথিত চিত্তে বিমর্ষভাবে বিষণ্ণ বদনে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল।

পাপাত্মা শয়তান অকৃতকার্য্য হইবে না কেন? এত সামান্য মানব পরিবার নয়। আমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে যেমন গৃহস্বামীর এক মত, গৃহিণীর অন্য মত, আবার পুত্রের স্বতন্ত্র মত—এ নবি পরিবারে সেরূপ হইতে পারে না। এ পরিবারে কর্ত্তার যে ইচ্ছা হইবে, কর্ত্রী তাহা সন্তোষের সহিত অনুমোদন করিবেন; পুত্র তাহা অবনত মস্তকে স্বীকার করিবেন। উপস্থিত ক্ষেত্রে কর্ত্তা নবি, ভার্য্যা নবিপত্নী ও নবিমাতা,

পুত্রও নবি। এস্থলে মতভেদ হইবে কেন? ইঁহারা ত সামান্য মানব নন। যে উপকরণে সর্ব্বসাধারণ মনুষ্য গঠিত, ইঁহারা ত সে উপকরণে গঠিত হন নাই। জ্ঞান ও মহত্ত্ব, শীলতা ও সচ্চরিত্রতা, বুদ্ধি ও বিবেক, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা, প্রেম ও ধর্ম্মপ্রাণতা, প্রভুভক্তি ও কর্ত্তব্যপালন, শিষ্টাচার ও ন্যায়নিষ্ঠা, আত্মত্যাগ ও আত্মোৎসর্গ ইঁহাদের শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে প্রবাহিত। ইঁহাদের সহিত কাহারও তুলনা হইতে পারে না। ইঁহারা খোদাতায়ালার প্রেমে মগ্ন, তাঁহার আদেশ পালনে বদ্ধপরিকর, তাঁহাকে অদেয় ইঁহাদের কিছু নাই। ইঁহারা জিতেন্দ্রিয়, সুতরাং পাপমতি দুরাচার শয়তানের কুহকে সহজে ভুলিবেন কেন? তাহার ছলনায় ইঁহারা প্রতারিত হইবেন কেন? খোদাতায়ালার প্রেমই ইঁহাদের জীবনের একমাত্র অবলম্বন। তাঁহার আদেশ পালনই তাঁহাদের কার্য্য। দিবা রাত্রি শয়নে জাগরণে তাঁহারই আদেশের কামনা

করিতেন। সৌভাগ্যক্রমে প্রভুর আদেশ অবগত হইয়াছেন, এখন তাঁহাদের হৃদয় স্বর্গীয়বলে বলীয়ান, দ্বিগুণ উৎসাহে কর্ত্তব্যপালনার্থ দ্রুতগতিতে চলিয়াছেন, এ গতি রোধ করে কাহার সাধ্য? পর্ব্বত-গাত্র-নিঃসৃত বেগবতী নদীর বেগ ধারণ করা যেরূপ অসম্ভব, তাঁহার ইচ্ছার স্রোত—ভিন্নমুখে পরিচালিত করাও তদপেক্ষা দুরূহ ব্যাপার।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পুত্রের পরীক্ষা।

قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصَّابِرِينَ *

خرم ان روز کزین منزل ویران بروم *
راحت جان طلبم و از پی جانان بروم *
چون صبا بادل بیمار و تن بی طاقت *
بهوا داري ان سرو خرامان بروم *
دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت *
رخت بربندم و تا ملک سلیما بروم *

حافظا غیب اللسان *

হজরত এব্রাহিম (আ) কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া শাবেসাবির নামক স্থানে পৌঁছিয়া মনে করিলেন, কিছু না বলিয়া পুত্রকে কোরবাণী করিয়া ফেলিলে নিজের কর্ত্তব্যপালন হইবে বটে, কিন্তু পুত্রের

পরীক্ষা হইবে না। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি, এই বিষম ভক্তিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সাহস তাহার আছে কি না? সে যদি অবনত মস্তকে এই আদেশপালনে উদ্যত হয় তাহা হইলে বুঝিব সে আমার উপযুক্ত বংশধর; পিতা পুত্রে—উভয়েই কর্ত্তব্যপালন করিয়া অসীম পূণ্য সঞ্চয় করিতে পারিব। সে অসমর্থ হইলে আমার কর্ত্তব্য আমি অবশ্যই পালন করিব। এই মনে করিয়া স্নেহময় পিতা বাষ্পজড়িত গদগদ কণ্ঠে পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎস! আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি, খোদাতালা তোমাকে তাঁহার পবিত্র নামে কোর-বাণী করিতে আদেশ করিতেছেন, এখন তুমি কি বিবেচনা কর।"

সহিষ্ণু, কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্র আনন্দ গদগদস্বরে উত্তর করিলেন—"পিতঃ! ইহা কি সত্য, আমি কি এতই ভাগ্যবান যে, খোদাতালার পবিত্র নামে তাঁহারই আদেশে উৎসর্গীকৃত হইব? এই অস্থায়ী অকিঞ্চিৎকর জীবন তাঁহারই কার্য্যে

নিয়োজিত হইবে? ধন্য আমি! ধন্য আমার জীবন! ধন্য আপনি! আর ধন্য আপনার পিতৃত্ব। পিতঃ আর জিজ্ঞাসার অপেক্ষা কেন? প্রভুর কার্য্যে জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি? আমি যদি সহস্র প্রাণ পাই, তাহাও সে খোদাতালার আদেশ, তাঁহারই পবিত্র নামে উৎসর্গ করিতে আহ্লাদের সহিত অগ্রসর হইব। ইহা অপেক্ষা মহাসুখের চরমসীমা কি আছে? আপনি নিতান্ত ভাগ্যবান, তাই খোদাতালার এই আদেশ পাই-য়াছেন। পিতঃ সত্বর হউন, শুভ কার্য্যে বিলম্ব করিবেন না। আপনি যাহা করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন, এখনি তাহা সম্পাদন করিয়া ফেলুন। ধীরতা ও সহিষ্ণুতার সহিত আমি এ মহাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইব। শুভকার্য্যে পদে পদে বিঘ্ন, পাপ-মতি শয়তান ইহাতে পদে পদে আশঙ্কা ও বিঘ্ন ঘটাইতেছে।

হজরত এব্রাহিম (আ) বলিলেন, "বৎস! পাপকার্য্যে মতি দেওয়াই ত শয়তানের জীবনের

লক্ষ্য—এর আর আশ্চর্য্য কি! দুরাত্মা এই মাত্র আমার নিকটেও আসিয়া আমাকে প্রতারিত করিতে যত্নবান হইয়াছিল। দুষ্ট আমাদের কি করিবে, উহার প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ কর। পিতা পুত্র উভয়েই কয়েকখণ্ড প্রস্তর তুলিয়া লইয়া দুরাচার শয়তানের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন।

ধন্য হজরত এসমাইল (আ)! সহিষ্ণুতা ইহাকেই বলে। ইহাই কর্ত্তব্য পরায়ণতার পরিচয়। প্রভুর ইচ্ছায় সম্মতি, অবনত মস্তকে প্রভুর আজ্ঞা বহন, ইহাই আত্মোৎসর্গের জ্বলন্ত নিদর্শন। আমরা সামান্য কণ্টকবিদ্ধ হওয়ার আশঙ্কায় কতদূর ভীত হই, আর আপনি নিজ অমূল্য প্রাণ অকাতরে দান করিতে প্রস্তুত হইয়া নির্ভীকচিত্তে শাণিত ছুরিকার নিম্নে নিজ গ্রীবা স্থাপন করিতে আনন্দের সহিত প্রস্তুত!! আপনিই আত্মোৎসর্গের আদর্শ। ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, কর্ত্তব্যপালন, প্রভুভক্তি, খোদাতালার প্রতি প্রেম ও তাঁহার আদেশ পালনের শিক্ষক

রূপে আপনিই পরবর্ত্তীগণের অগ্রণী। আপনার এই কীর্ত্তিকাহিনী চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে রঞ্জিত থাকিবে।

এখন যে স্থানকে মিনা বলে, সেই স্থান হইতে উভয়ে সেই কোরবাণী ক্ষেত্রে শাবেসাবির নামক স্থানে গিয়াছিলেন! *

* যে স্থানে এই কোরবাণী হইয়াছিল তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ বলেন শাবে সাবির, কেহ বলেন মিনা, কেহ বলেন—মিনার মসজিদে, কেহ বলেন মোকামে এব্রাহিমে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।
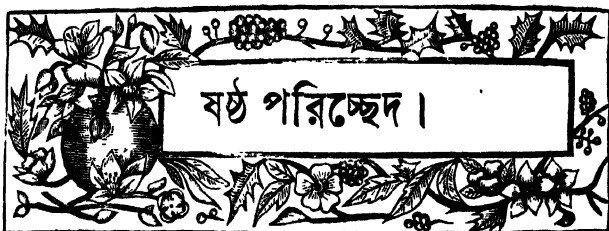
পিতার নিকট পুত্রের অন্তিম প্রার্থনা।

قال (الذبيح لابراهيم عليهما السلام) اشدد رباطي
لا اضطرب و اكفف عني ثيابك لا ينتضح عليها شيء من
دمي فينتقص اجري و تراه امي فتحزن و اشحذ شفرتك
و اسرع امرارها على حلقى حتى تجيز على ليكون اهون
فان الموت شديد و اقرأ على امي السلام و ان رأيت ان
ترد قميصي على امي فافعل فانه عسى ان يكون اسهل
لها فقال ابراهيم نعم العون انت يا بني على امر الله * كشاف

পিতা পুত্র উভয়েই তখন খোদা-তালার আদেশে বলীয়ান ও দৃঢ়চিত্ত। তাঁহাদের উভয়েরই হৃদয় উদ্যমে পূর্ণ। ক্রমে সেই মহাপরীক্ষার শুভ মুহূর্ত্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন হজরত এব্রাহিম (আ)

বলিলেন, "বৎস! এখন প্রস্তুত হও—আর বিলম্ব নাই।" হজরত এসমাইল (আ) দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, "আমি সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত আছি। কিন্তু স্নেহময় পিতঃ! অন্তিমকালে আমার কয়েকটী শেষ প্রার্থনা আছে। তাহাই আমার শেষ অনুরোধ। তাহাই আমার এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের শেষ আকুল বাসনা, আমার এ ক্ষুদ্র প্রাণের অতি ক্ষুদ্রতর কামনা।"

"পিতঃ! আপনি আমার হস্তপদ দৃঢ়রূপে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করুন। কারণ আমার বড়ই কোমল প্রাণ! মৃত্যুকাল বড় কঠিন সময়! এরূপে বন্ধন করুন যেন, শাণিত ছুরিকার কঠোর আঘাতে ব্যথিত হইয়া কোন দিকে হেলিতে দুলিতে না পারি। কারণ ঐ সময় হেলিলে দুলিলে খোদা তালার আদেশ প্রতিপালনে বাধা বা বিলম্ব ঘটিতে পারে এবং আমার অসহিষ্ণুতায় ঐ পবিত্র কার্য্যের ফলের হ্রাস হইতে পারে।

"আপনার পরিধান বস্ত্র সাবধান হইয়া গুছা-

ইয়া লইবেন। যেন আমার রক্ত তাহা স্পর্শ করিতে না পারে। কারণ আপনার বস্ত্রে আমার রুধির চিহ্ন থাকিলে, তাহা আপনার ও আমার স্নেহময়ী মাতার প্রাণে বড় আঘাত করিবে।”

“ছুরিকা উত্তমরূপে শাণিত করিয়া লউন। যেন জবেহ সহজে হইতে পারে। খোদাতালার আদেশ প্রতিপালনে বিলম্ব না হয়। আপনাকেও বেশী কষ্ট না পাইতে হয়।”

“পিতঃ! একবার গৃহের কথা ভাবিয়া দেখুন! সেই আকুলা হরিণীর ন্যায়, চঞ্চল-হৃদয়া আমার স্নেহময়ী মাতার কথা স্মরণ করুন। জননী আমার—আমা বই আর যে জানেন না। আমি তাঁহার নয়নের মণি, হৃদয়ের শোণিত, হৃদ্‌কোষ্ঠে শ্বাস, দেহে প্রাণ ও শরীরে শক্তিস্বরূপ। আমি তাঁহার জীবনাকাশে ধ্রুবতারা, স্নেহের পুতলি, আশার বস্তু, প্রাণের প্রাণ—জীবনের জীবন। আমি যে তাঁর একমাত্র হৃদয় রত্ন! তিনি যে একদণ্ড আমায় না দেখিলে ব্যাকুল

হইয়া পড়েন, রাত্রে শয়নকালে তাঁহার কোলের কাছে থাকিলেও, বৃথা স্বপ্নে আকুলিত হইয়া "কোথায় আমার এসমাইল" বলিয়া, চীৎকার করিয়া উঠেন। যেখানকার যে ভাল জিনিষটি নিজে না খাইয়া, আমার জন্য তুলিয়া রাখেন। আমার গায়ে সামান্য তৃণের আঘাত লাগিলেও, তিনি ব্যথিত হইয়া রোদন করেন। সমস্ত সংসারের অগণিত কর্ত্তব্য একদিকে, আর আমায় একদিকে রাখিয়া, যিনি আমায় এতকাল হৃদয়ের শোণিত দিয়া পোষণ করিয়া আসিয়াছেন, আমার সেই অভাগিনী জননীর কথা ভাবিয়া আমার প্রাণ আকুল হইয়া পড়িতেছে।"

"পিতঃ! স্নেহময় পিতঃ! একবার সেই ভয়ানক সময়ের কথা, কল্পনায় স্মরণ করুন দেখি! আপনি অভাগিনীর হৃদয়রত্নকে কাষ্ঠাহরণ ছলে বক্ষচ্যুত করিয়া আনিয়াছেন। যখন মাতা দেখিবেন, আপনি একা ফিরিয়াছেন, আর আমি সঙ্গে নাই, তিনি তখনই উন্মাদিনী হইয়া উঠি-

বেন। তার পর যখন আপনি এই কঠোর হৃদয়-বিদারক মর্ম্মভেদী কথা তাঁহার নিকট ধীরে ধীরে খুলিয়া বলিবেন, জননী যখন শুনিবেন তাঁহার জীবনের জীবন, প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের হৃদয়, অন্তরের অন্তর, সংসারের ভরসা, একমাত্র ধ্রুবতারা জগৎ হইতে জন্মের মত অন্তর্হিত হইয়াছে, তখন সেই হতভাগিনী যে ভিন্ন বক্ষা শুক্তির মত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, যাতনায় ছটফট করিবেন। আহা! পিতঃ! উন্মাদিনীর আকুল বিলাপের সুগভীর দীর্ঘশ্বাসে, অজস্র অশ্রুবারিতে, অগণ্য হা-হুতাশে, এই মেদিনী আকুল হইয়া উঠিবে। পিতঃ! আপনার কাছে আমার এই বিশেষ অনুরোধ, আপনি জননীকে স্নেহগর্ভ মধুরবচনে সান্ত্বনা করিবেন। ধীরে ধীরে সকল কথা বুঝাইয়া, খোদাতা'লার আদেশবার্ত্তা জ্ঞাপন করিবেন। আমার বস্ত্রখানি * তাঁহাকে জনমের শেষ উপহার স্বরূপ প্রদান করিবেন।

---

* কেহ বলেন, ঐ বস্ত্রে তাঁহার কাফন করিতে বলিয়াছিলেন।

"আমার অভাগিনী জননী এ ঘটনার কিছুই অবগত নন। এই হৃদয়বিদারক সাংঘাতিক কার্য্য যে তাঁহার অসাক্ষাতে সম্পাদিত হইতেছে—তাহার বিন্দুবিসর্গও তিনি জানেন না। আহা! আমিও আসিবার সময়ে ইহার কিছুই জানিতাম না। তাহা হইলে জন্মের মত তাঁহার নিকট বিদায়গ্রহণ করিয়া আসিতে পারিতাম। পিতঃ! সেই স্নেহময়ী আমাগত-প্রাণ মাতৃচরণে আমার ভক্তিপূর্ণ শত সহস্র সালাম জানাইবেন।"

"পিতঃ! কোরবানীর সময় আমার মুখ মৃত্তিকার দিকে স্থাপন করিবেন—যেন আমরা পরস্পর পরস্পরের মুখ দেখিতে না পাই। পিতঃ! আমার এই সরল শান্ত অথচ প্রাণবধ যাতনায় কাতর, মুখভাব দেখিলে, আপনার প্রতিজ্ঞার বাঁধ অতি অল্পায়াসেই ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। আমি আপনার স্নেহময়, প্রীতি বিভাসিত-মুখমণ্ডল দেখিলে—আবার হয়তঃ জীবনের মায়ায় আবদ্ধ হইতে পারি। আপনার হৃদয়ে উচ্ছ্বলিত সমুদ্র-

প্রবাহবৎ স্নেহরাশি দেখিলে আমার হয়ত হৃদ-য়ের সাহস কমিয়া যাইতে পারে। স্নেহময় পিতঃ! বাধ্য হইয়া আমাদের উভয়কেই কর্ত্তব্যকে স্নেহের মুখে বলি দিতে হইবে। এরূপ কার্য্য দ্বারা আমরা উভয়েই প্রভুর নিকট অপরাধী হইতে পারি।”

ইহাই হজরত এসমাইলের (আ) পিতার নিকট শেষ প্রার্থনা ছিল। স্নেহময় পিতা সমু-দয়ই স্বীকার করিয়া বলিলেন—“প্রিয় বৎস! আজ আমার সুখের সীমা নাই। পরীক্ষায় দেখিলাম, তুমি আমার উপযুক্ত বংশধর। খোদা-তালার আদেশ প্রতিপালনে তুমি আমার যথেষ্ট সহায়তা করিলে।” এই বলিয়া স্নেহময় পিতা স্নেহের সহিত তাঁহার মুখ চুম্বন করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রত্যাদেশ পালন ও পুরস্কার।

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ * وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ *
قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ج إِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * إِنَّ
هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِينُ * وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ * وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ
فِي الْآخِرِينَ * سَلَامٌ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ * كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ * قرآن مجيد *

এবার সেই কঠোর পরীক্ষার সময় আসিল। হজরত এব্রাহিম (আ) এইবার ভক্তি ও হৃদয়ের বল পরীক্ষার জন্য সম্যক-রূপে প্রস্তুত হইলেন। তিনি

রজ্জু লইয়া হজরত এসমাইলের কোমল হস্ত পদ দৃঢ়রূপে বন্ধন করিলেন। এব্রাহিমের (আ) হৃদয় তখন অপূর্ব্ব তেজে দীপ্তিমান!! মায়া মমতার সমস্ত বাঁধই—কর্ত্তব্য ও ধর্ম্মপ্রাণতার তীব্র উচ্ছ্বাসের মুখে ভাসিয়া গিয়াছে। তিনি পুত্রকে রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ করিয়া, মাটির দিকে মুখ রাখিয়া শয়ন করাইলেন। হজরত এব্রাহিম (আ) প্রভুআজ্ঞা প্রতিপালন ও হজরত এসমাইল (আ) পার্থিব মায়া মমতা ত্যাগ করিয়া, সেই একমাত্র পরম প্রিয়তমের সহিত মিলিত হওয়ার জন্য উৎসাহের সহিত ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন।

প্রদীপ্ত সূর্য্যকরে, একবার সেই শাণিত অস্ত্র ঝক্‌মক্‌ করিয়া উঠিল। শোণিত-লোলুপ ব্যাঘ্র যেমন শিকারকে হস্তগত করিয়া, তাহাকে বিদীর্ণ করিবার মুখে—একবার ত্রস্তে জিহ্বার বিকাশ করে, শাণিত ছুরিকাও সেইভাব প্রকাশ করিল। তারপর সেই ভীষণ ছুরিকা সবলে এসমাইলের

(আ) কোমল—অতি কোমল অতি সুকুমার, কণ্ঠদেশে আমূল নিমজ্জিত হইল।

কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই ভীষণ ছুরিকার আঘাতে কোন আঁচড় বা দাগ লাগিল না। একবিন্দুও শোণিতপাত হইল না। হজরত এব্রাহিম (আ) যতই বল প্রকাশ করিলেন, ততই অকৃতকার্য্য হইলেন। * ঐরূপ নৃশংসভাবে ত্রয়োদশ বৎসর বয়স্ক সরল বালকের কণ্ঠদেশে শাণিত

* কেহ বলেন, ছুরিকার ধার নষ্ট হইয়া যাইতে লাগিল, আবার কেহ বলেন, ছুরিকা বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িতেছিল। কেহ বলেন, দয়াময় এক খণ্ড তাম্রপাত্র হজরত এসমাইলের (আ) কণ্ঠদেশে স্থাপন করাইয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার কণ্ঠচ্ছেদ হইতে পারে নাই। কেহ বলেন, কাটিয়াছিল বটে কিন্তু কাটিবামাত্র তৎক্ষণাৎ যুক্ত হইয়া গিয়াছিল। কেহ বলেন, ছুরি সঞ্চালন করিতে হয় নাই, কণ্ঠে অস্ত্র বিদ্ধ করিতে উদ্যত হওয়া মাত্রই, খোদাতালার আদেশ হয় "তুমি তোমার স্বপ্ন সত্য করিয়া দেখাইয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, আমি প্রসন্ন হইলাম ও এসমাইলের পরিবর্ত্তে কোরবাণী করার জন্য স্বর্গীয় দুম্বা প্রেরণ করিলাম।"

অস্ত্রের চালনা দেখিয়া ফেরেস্তা (স্বর্গীয় দুত)গণ কাঁদিতে কাঁদিতে নিবেদন করিলেন—"প্রভো! এব্রাহিমকে তুমি বন্ধু সম্বোধন করিয়াছ। এসমাইল তোমার নিতান্ত প্রিয়পাত্র। কি অপরাধে তাঁহাদের প্রতি বিমুখ হইয়া ওরূপ কঠিন ব্যবহার করিতেছ? এ ভয়ানক দৃশ্য দেখিয়া আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, বৃদ্ধ পিতা ও শিশু পুত্রের প্রতি দয়া কর, উহঁাদের অপরাধ মার্জ্জনা কর।" দয়াময়ের আদেশ হইল—"আমি আমার প্রিয়বন্ধু এব্রাহিমকে পরীক্ষা করিলাম। সে আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসে কি না দেখিলাম। সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে ও তাহার স্বপ্ন সত্য করিয়া দেখাইয়াছে। আমার আদেশ পালন করিয়াছে, এজন্য আমি তাহার প্রতি প্রসন্ন হইলাম।"

এব্রাহিম (আ) বড়ই কঠোর পরীক্ষায় পড়িয়াছিলেন। একে প্রাণাধিক শিশু পুত্র, তাহাতে বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র সম্বল। দয়াময় সমীপে কত

আরাধনা প্রার্থনা করিয়া এই পুত্ররত্ন লাভ করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন উপযুক্ত রূপবান ও গুণবান ধার্ম্মিক পুত্র—যাঁহার বিনিময়ে নিজ প্রাণ অতি তুচ্ছ, তাঁহাকে এইরূপ নৃশংসভাবে নিজ হস্তে কোরবাণী করা সামান্য কার্য্য নহে! আবার যিনি পরীক্ষক তিনি কাহারও ধন প্রাণ গ্রহণ করেন না। কেবল পরীক্ষা করেন মাত্র, হৃদয়ের বল দেখেন, প্রভুভক্তি, প্রভু প্রেম, প্রভু আজ্ঞা ও কর্ত্তব্যপালন করিতে সক্ষম কি না তাহারই পরীক্ষা করিয়া থাকেন। যখন সেই দয়ালু খোদাতালা দেখিলেন, হজরত এব্রাহিম (আ) তাঁহার আদেশ পালনে সক্ষম, প্রিয়তম পুত্রের জীবন-প্রদীপ তাঁহার আদেশে চিরদিনের তরে নির্ব্বাণ করিতে পারেন, তাঁহার প্রেম এত উন্নত যে, অপত্যস্নেহ তথায় স্থান পায় না—তখন তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "হে প্রিয় এব্রাহিম! তুমি তোমার স্বপ্ন সত্য করিয়া দেখাইলে। আমার আদেশ সম্পূর্ণ রূপে পালন করিয়াছ। এ কঠোর ভক্তি

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছ, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইলাম। এসমাইলের পরিবর্ত্তে কোরবাণী করার জন্য বেহেশ্‌ত হইতে দুম্বা প্রেরণ করিলাম। ইহাকে কোরবাণী করিয়া এসমাইলকে কোরবাণী করার ফল লাভ কর।"

হজরত জিবরিলকে (আ) আদেশ করিলেন—"বেহেশ্‌ত হইতে একটি হৃষ্টপুষ্ট সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর দুম্বা লইয়া এসমাইলের পরিবর্ত্তে ঐ স্থানে এব্রাহিমের ছুরিকার নীচে স্থাপন কর।"

হজরত জিবরিল (আ) স্বর্গ হইতে শ্বেতবর্ণের বড় চক্ষু ও শৃঙ্গবিশিষ্ট একটি হৃষ্টপুষ্ট দুম্বা, যাহা ৪০ বৎসর স্বর্গে বিচরণ করিয়াছে, তাহা লইয়া যাইবার সময়ে মনে করিলেন, হয়ত কর্ত্তব্যপরায়ণ এব্রাহিম (আ) ইত্যবসরে প্রিয়পুত্রকে কোরবাণী করিয়া ফেলিতে পারেন, তন্নিবারণার্থে তিনি উচ্চৈঃস্বরে তকবির বলিলেন—

"খোদাতালা মহান্" "الله اكبر"

"খোদাতালা মহান্" "الله اكبر"

হজরত এব্রাহিম (আ) ঐ শব্দ শ্রবণ করিয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, হজরত জিবরিল (আ) আসিতেছেন এবং হজরত এসমাইলের (আ) পরিবর্ত্তে জবেহ করার জন্য স্বর্গীয় দুম্বা আনিতেছেন, উহা দেখিয়া তিনি বলিলেন—"لااله الاالله والله اكبر" "আরাধনার উপযুক্ত একমাত্র খোদাতালা ভিন্ন আর কেহই নাই এবং খোদাতালা অতি মহান্।"

হজরত এসমাইল (আ) এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বলিলেন—"الله اكبر ولله الحمد" "খোদাতালা অতি মহান্, তিনিই সকল প্রকার প্রশংসার উপযুক্ত"। তখন হজরত এব্রাহিম (আ) আনন্দের সহিত হজরত এসমাইলের (আ) পরিবর্ত্তে সেই স্বর্গীয় দুম্বা খোদাতালার নামে কোরবাণী করিতে উদ্যত হইলে, তাহাতে বিঘ্ন প্রদান মানসে পাপাত্মা শয়তান পুনরায় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। তিনি পুনরায় দুরাচারের প্রতি জামরাতল উলা নামক স্থানে সপ্তখণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপ করেন। ইত্যবসরে দুম্বা পলায়ন করে। তিনি তাহার

পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া জামরাতল উস্তা নামক স্থানে উপস্থিত হইলে পুনরায় দুরাত্মা শয়তান আসিয়া উপস্থিত হয়। তিনি পুনরায় তাহার প্রতি সপ্ত খণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপ করেন। দুম্বা পুনরায় পলায়ন করে, তিনিও পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া জামরাতল কোব্‌রা নামক স্থানে তাহাকে ধৃত করেন। সেখানেও দুর্ম্মতি শয়তান উপস্থিত হইবামাত্র তাহার প্রতি সপ্ত খণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপ করেন। সেই অবধি তাঁহার অনুকরণে হাজিগণ হজের সময় ঐ তিন স্থানে সপ্ত খণ্ড করিয়া প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। পরে ঐ দুম্বাকে মিনার কোরবাণী ক্ষেত্রে বা মিনার মসজিদে কিম্বা মকামে এব্রাহিমে অথবা শাবে সবির নামক স্থানে আনয়ন করিয়া হজরত এসমাইলের (আ) পরিবর্ত্তে খোদাতালার পবিত্র নামে কোরবাণী করিলেন। * অদ্যাবধি তাঁহার অনুকরণে কোরবাণী প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে।

* স্বর্গীয় দুম্বার বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ বলেন,

পবিত্র কোরবাণী কার্য্য সম্পাদন করিয়া হজরত এব্রাহিম (আ) আনন্দের সহিত তকবির পাঠ করিতে করিতে হজরত এসমাইল (আ)কে সঙ্গে লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

ঐ পবিত্র কোরবাণীর পুরস্কার স্বরূপে হজরত এব্রাহিম (আ), খলিলুল্লা ও হজরত এসমাইল (আ), জবেহুল্লা উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। তদবধি হজরত এব্রাহিম খলিলুল্লার অনুকরণে এই কোরবাণীর প্রথা ও তকবির পাঠ প্রচলিত ও সোন্নত হইয়াছে।

বেহেশ্‌ত হইতে একটি দুম্বা যাহা ৪০ বৎসর তথায় প্রতি-পালিত হইয়াছিল তাহাই প্রেরিত হইয়াছিল। কেহ বলেন, যে দুম্বা হজরত হাবিল (আ) কোরবাণীর জন্য দিয়াছিলেন তাহাই প্রেরিত হইয়াছিল। কেহ বলেন, শাবেসবির হইতে একটি পার্ব্বতীয় ছাগ বাহির হইয়াছিল, তাহাকেই হজরত এব্রাহিম (আ) খোদাতালার আদেশে হজরত এসমাইলের পরিবর্ত্তে কোরবাণী করিয়াছিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ঈদের নামাজ।

عن ابي سعيد الخدري رض ان رسول الله صلى الله
عليه و آله وسلم كان يخرج يوم الاضحى و يوم الفطر فيبدأ
بالصلوة فا ذا صلى صلوته قام فاقبل على الناس وهم جلوس
في مصلا هم - الحديث * مسلم *

و عن البراء رض قال خطبنا النبي صلى الله عليه و
سلم يوم النحر فقال ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان
نصلي ثم نرجع فننحر - الحديث *
متفق عليه *

হিজরীর প্রথম সন হইতে ঈদের নামাজের আদেশ হইয়াছে। হাদিসে বর্ণিত হইয়াছে—হজরত (দং) পবিত্র-ধাম মদিনায় শুভাগমন

১। ঈদের নামাজ কোন্ সময়ে ও কোন্ ঘটনা হইতে আরম্ভ হইয়াছে?

করিলে তত্রস্থ অধিবাসীগণকে বৎসরের মধ্যে দুই দিবস খেলা করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "এই দুই দিন তোমরা এরূপ ক্রীড়া-কৌতুকে অতিবাহিত কর কেন?" তদুত্তরে তাহারা বলিল, "ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণের পূর্ব্বে আমরা এই দুই দিন ক্রীড়া-কৌতুকে অতিবাহিত করিতাম।" তখন হজরত (দং) আদেশ করেন, "পরম করুণাময় খোদাতালা উহা অপেক্ষা উত্তম দুই দিন তোমাদের জন্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন; যথা—ঈদল আজহা (১) ও ঈদল ফেতর (২)।"

ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বী, স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন

---

(১) জেলহজ্ মাসে যে ঈদ তাহাকে ঈদল আজহা বলে, আজহা অর্থ কোরবাণী, এই ঈদে কোরবাণী হইয়া থাকে বলিয়া ইহাকে ঈদল আজহা বলে।

(২) ঈদল ফেতর শওয়াল মাসে হইয়া থাকে, এই দিবস রোজার ফেতরা লওয়া হয় বলিয়া উহাকে ঈদল ফেতর বলে।

২। কাহার কাহার প্রতি ঈদের নামাজ ওয়াজেব?

ব্যক্তি অর্থাৎ যে বিকৃত মস্তিষ্ক নয়, স্থানীয় স্থায়ী *, বয়ঃপ্রাপ্ত, পুরুষ ও স্বাধীন ব্যক্তির প্রতি ঈদের নামাজ ওয়াজেব।

৩। কোন্ কোন্ ব্যক্তির প্রতি ঈদের নামাজ ওয়াজেব নয়?

বিকৃতমনা, বিদেশী অর্থাৎ তিন মঞ্জেল বা ততোধিক দূরবর্ত্তী স্থান হইতে সমাগত ব্যক্তি, যে ১৫ দিনের অধিক কাল থাকিবে না বা থাকার ইচ্ছা করে না, অথবা ১৫ দিনের অধিক কাল থাকার ইচ্ছা না করা স্বত্ত্বেও কারণ বা কার্য্যবশতঃ তাহাকে থাকিতে হইয়াছে, সে ব্যক্তিও বিদেশীর মধ্যে গণ্য। শরানুসারে অপ্রাপ্ত বয়স্ক,

* যে ব্যক্তি তিন মঞ্জেল বা ততোধিক দূর হইতে সমাগত, যে ১৫ দিনের অধিক কাল থাকিবে বা থাকার ইচ্ছা করিয়াছে, যদি বিশেষ কারণ বা কার্য্যবশতঃ ১৫ দিনের কম সময়ের মধ্যেই তাহাকে সেই স্থান ত্যাগ করিতে হয়, কিন্তু যে ১৫ দিনের অধিককাল থাকার ইচ্ছা করিয়াছিল, তাহাকে স্থায়ী বলা যায়।

স্ত্রীলোক, অক্ষম অর্থাৎ অন্ধ, খঞ্জ, আতুর, শয্যাগত, বৃদ্ধ ও ক্রীতদাস ইহাদের প্রতি ঈদের নামাজ ওয়াজেব নয়।

৪। নামাজের সময়।

চান্দ্র বৎসরের জেলহজ্ মাসের ১০ই, ১১ই ও ১২ই তারিখের প্রাতঃকালে সূর্য্যের কিরণ উজ্জ্বল হইবার পর অর্থাৎ রক্তবর্ণ বিদূরিত হওয়ার পর হইতে মধ্যাহ্ন কাল পর্য্যন্ত ঈদল আজহা নামাজের সময়। প্রথম দিন অর্থাৎ ১০ই তারিখেই নামাজ পড়া প্রশস্ত। যদি কোন বিশেষ কারণ বশতঃ সে দিন নামাজ পড়া না হয়, তাহা হইলে ১১ই তারিখে, সে দিনও পড়িতে না পারিলে অগত্যা ১২ই তারিখেই নামাজ পড়িবে। তৎপর আর পড়া সঙ্গত হইবে না। বিনা কারণে ১১ই কি ১২ই তারিখে পড়িলে নামাজ হইবে, কিন্তু তাহা ততদূর ফলপ্রদ হইবে না।

৫। নামাজের স্থান।

ঈদ্‌গাহে ঈদের নামাজ পড়া সোন্নত, স্থানীয় জুমা মস্‌জিদে স্থান অকুলান না হইলেও ঈদ্‌গাহে যাওয়াই প্রশস্ত।

যতদূর সম্ভব নিকটবর্ত্তী বিভিন্ন গ্রামের লোক এক স্থানে সমবেত হইয়া একই ঈদ্গাহে নামাজ পড়া প্রশস্ত।

৬। ঈদ্গাহে যাওয়ার পূর্ব্বে কি কি কর্ত্তব্য ?

মেস্ওয়াক, ওজু ও স্নান করা, সুগন্ধি লেপন, উত্তম পরিচ্ছদ পরিধান, অঙ্গুরী ব্যবহার, যাহার যেরূপ অবস্থা তদনুসারে শরা সঙ্গত বেশভূষা করা ও কিছু আহার না করা কর্ত্তব্য।

৭। ঈদ্গাহে গমন কালে রাস্তায় যাহা কর্ত্তব্য।

পদব্রজে ঈদ্গাহ পর্য্যন্ত যাওয়াই প্রশস্ত। কোন যানবাহন আরোহণে যাইতে পারে, যে সকল বস্তু দেখা শরা নিষিদ্ধ তাহা দেখিতে বিরত থাকা ও অন্যমনস্ক না হওয়া কর্ত্তব্য। সমারোহ ও জাঁকজমকের সহিত যাইতে হয়, উচ্চৈঃস্বরে তক্বির * পড়িতে পড়িতে যাইতে হয়। ঈদ্গাহ পর্য্যন্ত এক পথে যাইয়া নামাজান্তে ভিন্ন পথে প্রত্যাবর্ত্তন প্রশস্ত।

---

* الله اكبر الله اكبر لا اله الاالله والله اكبر الله اكبر و لله الحمد

নামাজীগণের শ্রেণী সরল করণ, বিনা আজানে ও একামতে নামাজ আরম্ভ, ছয় তক্‌বিরের সঙ্গে দুই রেকাত নামাজের মনন, তক্‌বির তহরিমা করিয়া নাভির নিম্নে উভয় হস্ত স্থাপন, তস্‌বিহ পাঠ *, তৎপর তিনবার তক্‌বির পাঠ, প্রত্যেক তক্‌বিরে কর্ণমূল পর্য্যন্ত হস্তোত্তলন করিয়া হাত ছাড়িয়া দেওয়া, প্রত্যেক দুই তক্‌বিরের মধ্যে তিন তস্‌বিহ † পাঠের পরিমিত সময় নীরব থাকা, এবং জমাত বড় হইলে তিন্ তস্‌বিহ অপেক্ষা বেশী বিলম্ব করিয়া তক্‌বির পাঠ করা উচিত। এমাম ও মোকাব্বের উচ্চৈঃস্বরে তক্‌বির উচ্চারণ করিবেন, মোক্তাদী মনে মনে পাঠ করিবেন। তৃতীয় তক্‌বিরে হস্ত পুনরায় নাভির নিম্নে স্থাপন করিতে

৮। ঈদ্‌গাহে পৌছিয়া নামাজ কিরূপে পড়িতে হয়।

---

* سبحانک اللهم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا اله غیرک

† سبحان الله

হইবে। তৎপর এমাম মনে মনে তায়াওজ * ও তস্‌মিয়া † পাঠান্তে ফাতেহা উচ্চারণ করিয়া কোন এক সুরা পাঠ করিবে। সুরা কাফ অথবা অন্য কোন সুরা পাঠ করিবে, মোক্তাদীগণ নীরবে শ্রবণ করিবে, তৎপরে এমাম ও মোকাব্বের উচ্চৈঃস্বরে ও মোক্তাদী নীরবে তক্‌বির পাঠ পূর্ব্বক রুকু করিয়া তিনবার অথবা তদপেক্ষা অধিক বার বেজোড় তস্‌বিহ নিঃশব্দে পাঠ করিবে। তৎপরে আত্তাহিয়া পড়িয়া সালাম ফিরাইবে এবং মোনাজাত করিয়া নামাজ শেষ করিবে। নামাজ শেষ করিয়া ইমাম খোৎবা পড়িবে।

ঈদল আজহার নামাজান্তে খোৎবা সোন্নত।

৯। খোৎবা। খোৎবা ছাড়াও ঈদের নামাজ সিদ্ধ হয়। ঈদের নামাজান্তে দুই খোৎবা পাঠ ও শ্রবণ করিতে হয়। উভয় খোৎবাই

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم *

بسم الله الرحمن الرحيم †

সোন্নত। নামাজের প্রথম খোৎবা পাঠও সিদ্ধ কিন্তু সোন্নত ত্যাগ হয় বলিয়া দূষণীয়। খোৎবা ব্যতীত যদিও ঈদের নামাজ পাঠ করা সিদ্ধ হয়, তথাপি খোৎবা ত্যাগ করা হইয়াছে বলিয়া পাপী হইতে হয়। এমাম যে পর্য্যন্ত খোৎবা পাঠ করে, সে পর্য্যন্ত মোক্তাদী পরস্পর বাক্যালাপ না করিয়া নিবিষ্ট মনে শ্রবণ করিবেন। এমাম খোৎবা পাঠ জন্য মেম্বরে আরোহণ করিয়া বসিবেন না, দাঁড়াইয়া খোৎবা পাঠ করিবেন। উভয় খোৎবার মধ্যে অল্পক্ষণ বসিবেন। খোৎবা পাঠার্থে মেম্বরে আরোহণ করিয়া ৯ বার তক্‌বির পাঠ করিয়া খোৎবা আরম্ভ করিবেন। দ্বিতীয় খোৎবা ৭ সাতবার তক্‌বির পাঠ করিয়া আরম্ভ করিবেন। খোৎবা শেষ হইলে ১৪ বার তক্‌বির পাঠ করিয়া মেম্বর হইতে অবতরণ করিবেন। খোৎবাতে কোরবাণী ও তক্‌ঝির তশ্‌রিক প্রভৃতির বিষয় শিক্ষা দিবেন। খোৎবার পর মনাজাত করিবেন না।

নামাজান্তে কোরবাণী করা অনিবার্য্য নয়, যে

১০। ঈদের নামাজান্তে গৃহে প্রত্যাগমনকালে কর্ত্তব্য।

পথে ঈদ্‌গাহে যাওয়া যায় তৎপরিবর্ত্তে ভিন্ন পথে প্রত্যাগমন মোস্তাহাব। হজরত (দং) তাহাই করিতেন। তক্‌বির পাঠ করিতে করিতে প্রত্যাগমন মোস্তাহাব।

১১। গৃহে প্রত্যাগমনের পর কর্ত্তব্য।

নামাজান্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া আহার করা মোস্তাহাব। নামাজের পূর্ব্বে আহার করা মকরুহ তহরিমী নয়, যাহাদের প্রতি কোরবাণী ওয়াজেব তাহাদের নামাজান্তে কোরবাণী করিয়া কোরবাণীর মাংস দ্বারায় এফতার করা মোস্তাহাব। হজরত (দং) কোরবাণী অন্তে কোরবাণীর কলেজা দ্বারা এফতার করিতেন। সাহাবীগণ বলিয়াছেন, "ঈদল আজহার দিন বালক বালিকাগণকে হজরত (দং) নামাজের পূর্ব্বে আহার করিতে দিতেন না। দুগ্ধপোষ্য শিশুকেও নামাজের পূর্ব্বে দুগ্ধপান করাইতে দিতেন না।"

জেলহজ্ মাসের ৯ই ইয়ম আরফা, ১০ই

১২। ইয়মল আরফা, নহর ও তশ্রিক।

তারিখ ইয়ম নহর ও ১৩ই তারিখ ইয়ম তশ্রিক। ১১ই ও ১২ই ইয়ম নহর ও ইয়ম তশ্রিক উভয়। ১০ই হইতে ১২ই পর্য্যন্ত ইয়ম নহর, ১১ই হইতে ১৩ই পর্য্যন্ত ইয়ম তশ্রিক।

الله اکبر الله اکبر لا اله الاالله والله اکبر الله اکبر و لله الحمد *

১৩। তকবির তশ্রিক কি?

ইহা ওয়াজেব।

১৪। তকবির তশ্রিক কাহার প্রতি ওয়াজেব?

স্থানীয় স্থায়ী লোক এবং যে সকল স্ত্রীলোক পুরুষের জামাতে নামাজ পড়ে তাহাদের প্রতি তকবির তশ্রিক ওয়াজেব। যে বিদেশী স্থানীয় স্থায়ী এমামের এক্তেদা করিয়া নামাজ পড়িবে তাহাদের প্রতিও তকবির তশ্রিক ওয়াজেব। এতদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তিগণও তক্‌বির তশরিক পাঠ করিতে পারে কিন্তু ওয়াজেব নয়। স্ত্রীলোক মনে মনে তক্‌বির পড়িবে।

১৫। জুমার দিন ঈদ হইলে কি করিবে?

উভয় নামজ পড়িতে হইবে, কখনই কোন নামাজ ছাড়া যাইবে না।

১৬। ঈদের নামাজের সময় জানাজা উপস্থিত হইলে কি করিতে হইবে?

প্রথমে ঈদের নামাজ, তৎপর জানাজা, তৎপর খোৎবা পড়িতে হইবে।

১৭। এমাম নামাজ আরম্ভ করার পরে যদি কোন ব্যক্তি তাঁহার সঙ্গী হয়, তবে কিরূপে নামাজ পড়িবে?

যদি এমাম তিন তকবির বলার পর কেহ সঙ্গী হয়, তবে সঙ্গী হওয়া মাত্র তিন তকরিব বলিবে ও হাত উঠাইবে। যদি রুকুতে সঙ্গী হয়, তবে রুকুতে যাইয়া তিন তকরিব বলিবে, কিন্তু ঐ তকবিরে হাত উঠাইবে না। যদি এক রেকাত পরে কি নামাজের শেষ ভাগে সঙ্গী হয়, তবে মসবুকের ন্যায় কেবল পড়িবে ও তকবির বলিবে ও হাত উঠাইবে।

——oo——

জমাত।

জমাত শব্দটী সমষ্টিবোধক। একাধিক লোক একত্রে দলবদ্ধ হইয়া নমাজ পড়িলে তাহাকে জমাতে নমাজ পড়া বলে। জমাতে নমাজ পড়িলে অধিকতর পুণ্য সঞ্চয় হয় বলিয়া পবিত্র কোরাণ, হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে। সাধারণতঃ ঈদের নমাজ জমাতে পড়িবার আদেশ।

ইদানিং আমাদের দেশের প্রায় প্রতি গ্রামেই—সে গ্রামটী ছোট হউক বা বড়ই হউক, তাহার অধিবাসীর সংখ্যা অল্পই হউক বা বেশী হউক, এক একটী ঈদগাহ মাঠ করিয়া, কোন স্থানে মাঠ না করিয়া কেবল জুমাঘরেই ঈদের নমাজ পড়া হইতেছে। এরূপ অনেক জমাত হইয়া থাকে—যাহাতে লোকসংখ্যা ১০।১৫ বা ২০।২৫ কিম্বা ইহা অপেক্ষা কিছু বেশী; অনেক জমাত এরূপ আছে—যাহাতে শতাধিক লোক হয় না। দুই চারি বা পাঁচশত লোকের জমাত, আমাদের

দেশের মধ্যে ২।৪টীর অধিক স্থানে হয় বলিয়া শুনা যায় না, অথচ পরস্পর এত নিকটবর্ত্তী স্থানে এই সকল জমাত হইয়া থাকে যে, সকলে ইচ্ছা করিলে অতি সহজ চেষ্টাতেই তাহা একত্র করিয়া ২।১টী অতি বৃহৎ জমাতে পরিণত করিতে পারেন; কিন্তু সে দিকে কাহারও লক্ষ্য নাই। তাহার কারণ কি? তাহার এই মাত্র কারণ দেখা যায় যে, বড় জমাতের ফল অনেকেই অবগত নহেন এবং সেই সকল গ্রামের লোক অন্য গ্রামের লোকের সহিত মিলিতে ইচ্ছা করেন না এবং নিজগ্রামে স্বতন্ত্র জমাত না থাকা অপ্রাধান্য মনে করেন। বোধ হয়, বড় জমাতের সুবিধা ও তাহার মাহাত্ম্য অবগত হইলে অনেকেই বড় জমাতে নমাজ পড়িতে প্রস্তুত হইতে পারেন। এই স্থানে সংক্ষেপে তদ্বিষয় কিছু বলিতেছি।

প্রথমতঃ বড় জমাতের সওয়াবের বিষয় শ্রবণ করুন—একজন লোক একা এক রেকাত নমাজ

পড়িলে এক রেকাতের সওয়াব পাইবেন। দুই জন হইলে তাহার নাম জমাত, দুইজন হইলে প্রত্যেক এক রেকাতে সাতাইশ রেকাত নমাজের সওয়াব পাইবেন। তিন জন হইলে প্রত্যেকে প্রত্যেক রেকাতে ৫৪ চুয়ান্ন রেকাতের সওয়াব পাইবেন। চারিজন হইলে প্রত্যেকে প্রতি রেকাতে একাশী রেকাতের সওয়াব পাইবেন. পাঁচজন হইলে প্রত্যেকে এক রেকাত নমাজ পড়িলেই একশত আট রেকাত নমাজের সওয়াব পাইবেন অর্থাৎ যেন একশত আট রেকাত নমাজ পড়িয়াছেন। এইরূপ ক্রমে যতই বেশী হইবেক, প্রত্যেক এক জনের সঙ্গে সাতাইশ রেকাত করিয়া নমাজের সওয়াব বাড়িবে এবং তাহা প্রত্যেকে পাইবেন। দেখুন দেখি, ক্রমে জমাত বেশী হইলে, কত সওয়াব বৃদ্ধি হয়। ছোট জমাতে নমাজ পড়িলে যে পরিমাণ সওয়াব হইবে, খুব বড় জমাতে নমাজ পড়িলে তাহা অপেক্ষা অনেক গুণ সওয়াব বেশী অথচ পরিশ্রম

সমান। এরূপ স্বল্পায়াসে অধিক ফল কেন ছাড়েন।

এইত গেল, সওয়াবের কথা, এতদ্ভিন্ন আরও ফল আছে। লোক যতই বেশী হইবে ততই জমাত বড় হইবে। যত বেশী লোকে প্রার্থনা করিবে, ততই খোদাতালার নিকট তাহা গ্রহণীয় হইবে। মনে করুন, একটী লোকে একটী প্রার্থনা করিল, সেই প্রার্থনাটীই দশ কুড়ি জনে করিল, আবার সেই প্রার্থনাটীই শতেক দুইশত লোকে করিল আর হাজার দুই হাজার লোকে করিল, আবার সেই একই প্রার্থনা দশ কুড়ি হাজার লোকে একত্রে করিল, এস্থলে কাহার প্রার্থনা অধিক মঞ্জুর হইবে? সহজ বুদ্ধিতে বুঝা যায়, অধিক লোকের প্রার্থনাই খোদাতালা মঞ্জুর করেন। তদ্ভিন্ন যত বেশী লোক একস্থানে একত্র হওয়া যায়, তন্মধ্যে ভাল মন্দ সকল প্রকার লোকই থাকেন। যদিও বর্ত্তমান কালে সিদ্ধ মহা-পুরুষগণ দৃষ্টিগোচর হয় না, তথাপিও তাঁহারা

না থাকিলে পৃথিবী রসাতলে যাইত। এত পাপ কিছুতেই সহ্য করিতে পারিত না; সুতরাং অধিক লোক একত্র হইলে অল্প হউক বেশী হউক তাঁহাদের সংখ্যাও অপেক্ষাকৃত বেশী হইবে, সুতরাং তাঁহাদের প্রার্থনা খোদাতালা বেশী গ্রহণ করিবেন।

যে কার্য্যে যতদূর কষ্ট স্বীকার করা যায় ততই সেই কার্য্য খোদাতালার প্রিয় হয়, অধিক দূরবর্ত্তী স্থান হইতে সমাগত না হইলে, জমাত বড় হইতে পারে না। যাঁহারা যতদূর হইতে আসেন, তাঁহারা তত বেশী কষ্ট স্বীকার করেন, কাজেই তাঁহারা বেশী পুণ্য লাভ করিয়া থাকেন। জমা-তের দ্বারা পরস্পরের মধ্যে একতা বদ্ধমূল হয়, তাহাতে সমাজের অশেষ প্রকার মহোপকার সাধিত হইয়া থাকে; দেখুন, প্রথমতঃ দিবারাত্রে এক পরিবার বা বাড়ীর লোক পাঁচবার ফরজ নমাজ উপলক্ষে জমাতের জন্য একত্র হইলে, তাহাতে পরস্পরের দেখা সাক্ষাতে আত্মীয়তা ও

প্রণয় বৃদ্ধি হয়, তৎপর সপ্তাহে জুম্মার নমাজ উপলক্ষে এক বা একাধিক গ্রামের লোক একত্র হইয়া থাকেন। তাহাতে পরস্পর সপ্তাহে এক-বার সাক্ষাৎ হইয়া প্রতিবেশীগণের সহিত কোন-রূপ বিবাদ বিসম্বাদ থাকিতে পারে না। অসা-ক্ষাতে কোনরূপ মনোমালিন্যের কারণ জন্মিলে, সাক্ষাতে তাহা নষ্ট হইয়া প্রণয় স্থাপিত হয়। যাহার সহিত কোন রূপ আত্মীয়তা নাই, পুনঃ পুনঃ দেখা সাক্ষাতে বন্ধুত্ব জন্মিয়া আত্মীয়তা অপেক্ষা অধিক প্রণয় জন্মে। আর দেখা সাক্ষাৎ না থাকিলে, নিতান্ত নৈকট্য আত্মীয়ের সঙ্গেও প্রণয় থাকে না। জুম্মার জমাতের জন্য খোদা-তালা তাঁহার পবিত্র বাক্য কোরাণ শরিফে আদেশ করিয়াছেন—

"জুম্মার আজান শুনিলে, সাংসারিক কার্য্য ত্যাগ করিয়া দৌড়িয়া যাইবে।" বৎসরান্তে দুইবার অর্থাৎ দুই ঈদে অনেকগুলি জনপদের লোক ঈদের জমাত উপলক্ষে একত্র হইলে পর-

স্পর দেখা সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয় হইয়া একটি সমগ্র দেশবাসী ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ দূর হইয়া, পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানের অবস্থা জানিতে পারা যায়। অনেক শিক্ষিত ও বহুদর্শী লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইয়া, নানাপ্রকার নূতন শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ হয়। সর্ব্বাপেক্ষা বড় জমাত হজের, জীবনের মধ্যে তাহা একবার অবস্থাপন্ন ব্যক্তি-গণের পক্ষে সম্পন্ন করা ফরজ কার্য্য, তাহাতে জাতীয় একতা ও সদ্ভাব স্থাপিত হয়। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইয়া অনেক উচ্চ বিষয় শিক্ষা ও বহুদর্শীতা জন্মে, এবং জাতীয় জীবন গঠিত হয়। এই জন্যই জমাতের এত মাহাত্ম্য ও উপকার। এই জমাত প্রথার জন্য এক কালে সমগ্র ইসলাম জাতি একতাবলে বলীয়ান্ হইয়া, উন্নতির সর্ব্বোচ্চ মঞ্চে আরোহণ করিয়াছিলেন, পৃথি-বীর সমগ্র সভ্য দেশেই নিজে প্রভুত্ব ও রাজত্ব

বিস্তার করিয়াছিলেন এবং সকল জাতিরই আদর্শ হইয়াছিলেন। ইতিহাসে ইহার প্রচুর প্রমাণ স্বর্ণাক্ষরে খোদিত রহিয়াছে। এস্থলে তদ্বিষয় অধিক বর্ণনা করা বাহুল্য। জমাতে যেরূপ খোদাতালা পরকালে পুণ্য দেন, সেইরূপ ইহ-কালেও অনেক রূপ সাংসারিক উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমাদের ধর্ম্মপথ প্রদর্শক, খোদা-তালার বন্ধু শেষ নবি হজরত মহাম্মদ মস্তফাও (দ) ঈদের নামাজ মাঠে পড়িতেন। মাঠে পড়ার অর্থ এই—জমাত বেশী হওয়া। তিনি মদিনার পবিত্র মসজেদ নববীতে পড়িতেন না। ঐ পবিত্র মসজেদে এক রেকাত নমাজ পড়িলে পঞ্চাশ হাজার রেকাতের সওয়াব পাওয়া যায়, তাহাও উপেক্ষা করিয়া তিনি মাঠে যাইতেন। মাঠে গেলে মসজেদ অপেক্ষা অধিক লোক একত্র হইতে পারে, সুতরাং জমাত অনেক বড় হয়, ঐরূপ জমাতের প্রত্যেকের প্রত্যেক রেকাতের সওয়াব মসজেদে নববীর প্রত্যেক রেকাতের সওয়াব

অপেক্ষা অধিক না হইলে তিনি কেন মাঠে যাইতেন? মাঠের নমাজের ও বড় জমাতের এতদূর মাহাত্ম্য, পুণ্য ও ফল থাকা সত্বেও আমাদের দেশের মুসলমান ভ্রাতাগণ সে বিষয় অমনোযোগী হইয়া জুম্মা মসজেদে বা পাড়ায় পাড়ায় অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে ছোট ছোট মাঠ করিয়া জমাত সৃষ্টি করিয়া স্ব স্ব প্রধান হইয়া ঈদের নমাজ পড়িতেছেন, ইহাতে সওয়াব কম ও জাতীয় একতা নষ্ট হইতেছে; সুতরাং একতার অভাবে জাতীয় বল হ্রাস হইয়া তাহার বিষময় ফল—পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ, হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি ঘটিয়া জাতীয় অনিষ্টের পরাকাষ্টা হইতেছে। ইহার প্রতিকার ব্যক্তি বিশেষ বা জনপদ বিশেষের অধিবাসীর চেষ্টায় হইতে পারে না; কিন্তু তাই বলিয়া কাহাকেও নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকা উচিত নহে। প্রত্যেক ব্যক্তি সমগ্র জাতির এক অংশ বিশেষ, এইরূপ বহু অংশের সমষ্টি সমগ্র জাতি, সুতরাং যত লোক চেষ্টা করিবে, সমগ্র

জাতির তত অংশের কার্য্য হইবে। সেই অংশ যত ক্ষুদ্রই হউক না, তথাপিও আংশিক কার্য্য হইবে বলা যাইতে পারে; আংশিক না হইলে সম্পূর্ণ হইতে পারে না। সম্পূর্ণ কার্য্য হওয়ার জন্যই আংশিক আরম্ভ হওয়া আবশ্যক। এস্থলে একটি গল্প মনে পড়িল—

কোন এক রাজার বাড়ীতে একটি অতি বৃহৎ ভোজের ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সমারোহে অনেক পরিমাণ দুগ্ধের আবশ্যক হওয়ায় দুগ্ধ রাখিবার জন্য একটি প্রকাণ্ড চৌবাচ্চা প্রস্তুত করিয়া তাঁহার অধিকারস্থ প্রজাগণের প্রতি আদেশ করা হয় যে, প্রত্যেকের এক এক কলসী দুগ্ধ উক্ত চৌবাচ্চায় দিতে হইবে। এক নির্দ্দিষ্ট রজনীতেই উহা দুগ্ধে পূর্ণ হওয়া আবশ্যক। পরদিন প্রত্যুষে ঐ দুগ্ধ দ্বারা সমারোহের কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে। প্রত্যেক প্রজাই মনে করিল, রাজার অধিকারে সহস্র সহস্র প্রজা আছে। সকলেই এক এক কলসী দুগ্ধ আনিয়া দিবে, সুতরাং সহস্র সহস্র

কলসী দুগ্ধের মধ্যে সে যদি এক কলসী জল দেয় তাহা কিছুতেই জানা যাইবে না, এবং তাহাতে কোনরূপ ক্ষতিও হইবে না। সকলেই এই বিশ্বাসে নির্দ্দিষ্ট রজনীতে এক এক কলসী জল দিয়া গিয়াছে। প্রাতে দেখা গেল, চৌবাচ্চা জলে পূর্ণ, সকল কাজই নষ্ট হইয়া গেল, প্রত্যেকের সামান্য সুবিধার জন্য হঠাৎ অতি মহৎ কার্য্য নষ্ট হইল। এস্থলে সেই কথা। আমরা যদি মনে করি, আমাদের এক জনের বা এক গ্রামবাসীর অথবা নিকটবর্ত্তী কতিপয় গ্রামের অধিবাসীর চেষ্টায় কি হইতে পারে? অন্যান্য সকলেও তাহাই মনে করিতে পারে, তাহাতে সমগ্র চৌবাচ্চা জলে পূর্ণ হওয়ার ন্যায় সমগ্র দেশের জাতীয় একতা নষ্ট হইয়া অনর্থপূর্ণ হইবে। তাহা না করিয়া আমরা যদি সাধ্যানুসারে চেষ্টা করি, তাহা হইলে ক্রমে সকলেই চেষ্টা করিবে। এক দিনে না হউক, ক্রমে চেষ্টার সুফল অবশ্যই ফলিবে। আশা করি, প্রত্যেক মুসলমান ভ্রাতাই এই বিষয়ে সাধ্যানুসারে

চেষ্টা করিবেন। ইহাতে ইহকাল ও পরকাল উভয় কালেই ফল লাভ করিবেন।

ভাই বঙ্গীয় মুসলমানগণ! তোমরা যাঁহার ওম্মত, সেই পবিত্রাত্মা শেষ মহাপুরুষের পবিত্র উপদেশাবলীর অনুসরণ ও তাঁহার পবিত্র কার্য্য-কলাপের অনুকরণ করিয়া ধর্ম্মকর্ম্ম নির্ব্বাহ কর। তাহাতে তোমাদের ইহ ও পরকালের মঙ্গল হইবে। তোমরা হিংসা দ্বেষ ও বিবাদ বিসম্বাদের বশবর্ত্তী হইয়া যেমন সেই অন্তিমের কাণ্ডারীর উপদেশাবলীর উপেক্ষা করিতেছ, সেইরূপ দিন দিন তোমারা অবনতির চরম সীমায় উপনীত হইবার উপক্রম করিয়াছ। তাই বলি, ভ্রাতৃগণ! তোমরা তোমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের ন্যায় ধর্ম্মের প্রকৃত আদেশ পালন করিয়া একতাবলে বলীয়ান হও এবং পরকালের পথ প্রশস্ত করিয়া লও। আর বঙ্গদেশ হইতে ইসলামের পবিত্র নাম ডুবা-ইবার চেষ্টা করিও না।

——oo——

নবম পরিচ্ছেদ।

কোরবানী।

عن عائشة رض قالت قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم ماعمل ابن آدم من عمل يوم النحر احب الى الله
من اهراق الدم - الحديث * ترمذي ابن ماجه *

وعن زيد بن ارقم رض قال قال اصحاب رسول الله
يا رسول الله ما هذه الاضاحى قال سنة ابيكم ابراهيم
عليه السلام قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة
حسنة قالوا فالصوف يا رسول الله قال بكل سعرة
من الصوف حسنة * احمد ابن ماجه *
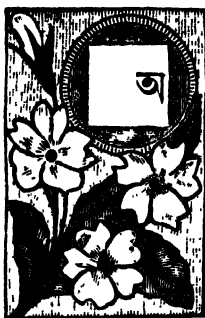
আজহিয়ার আভিধানিক অর্থ—যে জন্তুকে কোরবানীর দিন জবেহ করা হইয়া থাকে, তাহাকে অজহিয়া বলে। যে জন্তুর বয়স

আজহিয়া কাহাকে বলে?

নির্দ্ধারিত করিয়া কোরবানীর দিন জবেহ্ করা হইয়া থাকে—যেমন, ছাগ এক বৎসর বয়সের কম না হয়, দিন নিরূপিত করা অর্থাৎ জেলহজ্জ মাসের ১০ই তারিখ হইতে ১২ই তারিখ পর্য্যন্ত—সেই জন্তুকে শরাতে অজহিয়া অর্থাৎ কোরবানী বলে।

রোকনে অজহিয়া কাহাকে বলে?

যে জন্তুকে কোরবানী করার আদেশ আছে, তাহাকে কোরবানীর মননে কোর-বানীর সময়ে জবেহ্ করাকে রোক্‌নে অজহিয়া বলে।

অজহিয়া দুই প্রকার। ওয়াজেব ও নফল।

অজহিয়া কয় প্রকার?

ধনবানের প্রতি ওয়াজেব আর দরিদ্রের প্রতি নফল। মানসিক করিলে অর্থাৎ যদি কেহ বলে যে, আমি খোদা-তালার উদ্দেশে একটী ছাগ বা উট কোরবানী করিব, তাহা হইলে সে দরিদ্র হউক বা ধনবান হউক, তাহার প্রতি কোরবানী ওয়াজেব হইবে। দরিদ্র বা প্রবাসী ব্যক্তি যদি কোরবানী করে,

তাহা হইলে তাহার কোরবানী নফল কোরবানী, কেননা, সে ব্যক্তি কোরবানীর জন্য মানসিক করে নাই। দরিদ্র ব্যক্তি কোরবানীর মননে জন্তু ক্রয় করিলে তাহা তাহার প্রতি ওয়াজেব কোরবানী হইবে। কোন ব্যক্তি একটী ছাগ ক্রয় কালে কোরবানীর মনন করে নাই, পরে যদি কোরবানীর মনন করে, তাহা হইলে তাহার প্রতি কোরবানী ওয়াজেব হইবে না, সে ব্যক্তি ধনী হউক বা দরিদ্র হউক। ধনী লোক কোরবানীর জন্তু ক্রয় কালে কোরবানীর মনন ও মানসিক না করিলেও তাহার কোরবানী ওয়াজেব কোরবানী হইবে।

যাহার প্রতি ছদকা ও ফেৎরা ওয়াজেব।

কোরবামীর ওয়াজেব হইবার সর্ত্ত কি কি?

বয়োপ্রাপ্ত ও বুদ্ধিমান হওয়া আবশ্যক করে না। অপ্রাপ্ত বয়স্কের সম্পত্তি হইতে তাহার অভিভাবক কোরবানীর জন্তু ক্রয় করিয়া কোরবানী দিবে। সেই অপ্রাপ্ত বয়স্কের কোরবানীর মাংস ছদকা

করিবে না; যদি কেহ করে, তাহার জন্য তাহাকে দণ্ড দিতে হইবে। মুসলমানের প্রতি কোরবানী ওয়াজেব, কাফেরের প্রতি ওয়াজেব নহে। পূর্ব্বে কাফের ছিল, পরে মুসলমান হইলে তাহার প্রতি কোরবানী ওয়াজেব হইবে ক্রীতদাসের প্রতি কোরবানী ওয়াজেব নহে। সাহেবে নেছাব অর্থাৎ সম্পত্তিশালী ও স্থানীয় স্থায়ী হওয়া আবশ্যক, প্রবাসী হইলে হইবে না। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের প্রতি কোরবানী ওয়াজেব।

সাহেবে নেছাব বা ধনী কাহাকে বলে?

আবশ্যকীয় ব্যয় বাদে কোরবানীর সময়ে যাহার হস্তে এ পরিমাণ অর্থ অবশিষ্ট থাকে, যাহাতে নেছাব পূর্ণ হয় কিম্বা নেছাব হইতে অধিক হয়, তাহাকে সাহেবে নেছাব বা ধনী বলা হয়।

আবশ্যকীয় ব্যয় কি কি?

বাসের ঘর, গৃহের সরঞ্জাম, পরিধানের বস্ত্র, আহারীয় সামগ্রী, আরোহণের চতুষ্পদ জন্তু, পড়িবার পুস্তক, ব্যবহারীয় অস্ত্র, চাকুরীয় অস্ত্র ইত্যাদি।

ঘটি, বাটি, থালা, বদনা, গ্লাস, ডেগ, হাড়ি, দা, কুড়াল, খোন্তা. কোদাল, লাঙ্গল প্রভৃতি। কিন্তু রৌপ্য কি স্বর্ণ নির্ম্মিত থালা, গ্লাস ও বাটি প্রভৃতি থাকিলে কোরবানী দিতে হইবে।

গৃহের সরঞ্জাম কি কি?

২০০ দেরেম রৌপ্য কি ২০ মেছকাল স্বর্ণে নেছাব পূর্ণ হয়। কিন্তু কিছু রৌপ্য ও কিছু স্বর্ণ যদি থাকে, তাহা হইলে উভয়ের মূল্য ধরিয়া নেছাব পূর্ণ করিতে হইবে। ২০০ দেরেম রৌপ্য ও ২০ মেছকাল স্বর্ণ আমাদের দেশে এই সময়ে ৪৮৷৷০ টাকা ও ৬ তোলা ১১ মাসা ১ রতির কিঞ্চিৎ অধিক স্বর্ণ হইবে।

নেছাব কি?

যদি তাহার ঋণ পরিশোধ কালে তাহার নিকট নেছাবের পরিমাণ অর্থ না থাকে, তাহা হইলে তাহার উপর কোরবানী ওয়াজেব হইবে না।

ঋণী ব্যক্তি কোরবানী করিবে কি না?

ব্যবসার জন্য পণ্যদ্রব্য মজুত থাকিলে যদি উহার

ব্যবসায়ীর উপর কি সর্ত্তে কোরবানী ওয়াজেব হইবে ?

মূল্য ধরিয়া নেছাব পূর্ণ হয়. তাহা হইলে তাহার প্রতি কোরবানী ওয়াজেব হইবে। আর যদি এরূপ ঘটনা সংঘটন হয় যে, এক ব্যক্তির মাল আছে উক্ত মাল তাহার নিকট নাই, অন্য স্থানে আছে এবং যদি সেই মাল কোরবানীর সময়ে তাহার হস্তগত না হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতি কোর-বানী ওয়াজেব হইবে না।

কোরবানী ওয়াজেব হওয়ার সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

এক ব্যক্তির নিকট দুই শত দেরেম আছে, এক বৎসর পরে সে যদি উহা হইতে ৫ দেরেম জাকাৎ দেয়, তাহা হইলে তাহার নিকট ১৯৫ দেরেম রহিল, এ অবস্থায় তাহার প্রতি কোর-বানী ওয়াজেব হইবে কি না ? ইহার সম্বন্ধে আমাদের আছহাবগণ হইতে কোনরূপ রওয়া-য়েত পাওয়া যায় না। তবে শেখ জাফরাণী সাহেব বলেন, তাহার প্রতি কোরবানী ওয়াজেব হইবে।

একজন ধনী লোক কোরবানীর জন্য ছাগল ক্রয় করার পরে যদি সেই ছাগলটি হারাইয়া যায়, এ দিকে কোরবানীর সময় আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন যদি তাহার নিকট নেছাবের পরিমাণ অর্থ না থাকে, তাহা হইলে তাহার প্রতি কোরবানী ওয়াজেব হইবে না। আর যদি সেই নিরুদ্দিষ্ট ছাগলটি কোরবানীর দিন পাওয়া যায়, এ দিকে যদি তাহার আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতি কোরবানী করা ওয়াজেব হইবে না।

যদি কাহারও নিকট দুই শত দেরেম মূল্যের কোরাণ শরিফ থাকে, আর সে যদি উহা পাঠ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার উপর কোর-বানী ওয়াজেব হইবে না যদি সে ব্যক্তি উহা নিজে পাঠ করিতে না পারে বা তাহার পুত্র বড় হইলে পড়িবে বলিয়া ক্রয় করিয়া রাখে, তাহা হইলে তাহার প্রতি কোরবানী ওয়াজেব হইবে। কেবল কেতাব থাকিলে ধনী বলিয়া গণ্য হইবে

না, যদি প্রত্যেক রকম কেতাব দুই খানি থাকে, তাহা হইলে সেই অতিরিক্ত কেতাবের মূল্য যদি নেছাবের বেশী হয়, তাহা হইলে তাহাকে ধনী বলা যাইবে ও তাহার প্রতি কোরবানী ওয়াজেব হইবে।

যদি কোন খঞ্জ দুইশত দেরেম দিয়া আরোহণ করিবার জন্য একটী গাধা ক্রয় করে, তাহা হইলে তাহার প্রতি কোরবানী ওয়াজেব নহে। আর যদি কোন ব্যক্তির ঘরে দুইটী কামরা আছে, একটি শীতের সময় ও অপরটি গ্রীষ্মের সময় ব্যবহার করে, তাহা হইলে তাহার প্রতি কোরবানী ওয়াজেব হইবে না। আর যদি ঐ ঘরে তিনটি কামরা থাকে, এবং ঐ তৃতীয় কামরাটির মূল্য দুই শত দেরেম হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতি কোরবানী ওয়াজেব হইবে।

গাজির অর্থাৎ ধর্ম্মযুদ্ধকারীর দুইটি অশ্ব থাকিলে ধনী হইবে না, তিনটি অশ্ব থাকিলে ধনী হইবে এবং তাহাকে কোরবানী দিতে হইবে।

আর যদি তাহার এক একখানি অস্ত্র থাকে, তাহা হইলে ধনী হইবে না, যদি প্রত্যেক রকমের দুই-খানি অস্ত্র থাকে, আর তাহাদের মূল্য যদি দুইশত দেরেম হয়, তাহা হইলে তাহাকে ধনী বলা যাইবে এবং তাহার কোরবানী করা ওয়াজেব হইবে।

কোন জমিদারের এক অশ্ব ও এক গাধা থাকিলে তাঁহাকে সাহেবে নেছাব বলা যাইবে না। যদি তাঁহার দুইটী অশ্ব কিম্বা দুইটী গাধা থাকে, আর তাহাদের প্রত্যেকের মূল্য যদি দুই শত দেরেম হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে সাহেবে নেছাব বলা যাইবে ও তাঁহার প্রতি কোরবানী ওয়াজেব হইবে।

কৃষকের দুইটী বলদ ও চাষবাসের যন্ত্রাদি থাকিলে তাহাকে ধনী বলা যাইবে না। কিন্তু যদি দুই শত দেরেম মূল্যের একটী গাভী থাকে, তাহা হইলে তাহাকে ধনী বলা যাইবে ও তাহার প্রতি কোরবানী ওয়াজেব হইবে।

এক ব্যক্তির নিকট তিন প্রকারের কাপড় আছে, এক প্রকার কাপড় সে সর্ব্বদা পরিধান করে, দ্বিতীয় প্রকারের কাপড় কোন স্থানে যাইবার সময়ে পরিধান করে, আর তৃতীয় প্রকারের কাপড় ঈদের সময়ে পরিধান করে, তাহাকে সাহেবে নেছাব বলা যাইবে না। যদি তাহার নিকট চারি প্রকারের কাপড় থাকে, তাহা হইলে তাহাকে ধনী বলা যাইবে ও তাহার প্রতি কোর-বানী ওয়াজেব হইবে।

নাবালকের কোর-বানী।

বয়োপ্রাপ্ত পুত্র ও স্ত্রীর পক্ষ হইতে কোর-বানী করা ওয়াজেব নহে। যদি উহাদের মধ্যে কেহ কোরবানী করিবার জন্য অনুমতি দেয়, তাহা হইলে তাহা-দের পক্ষ হইতে কোরবানী করিতে হইবে। যদি নাবালকের সম্পত্তি থাকে, তাহা হইলে নাবালকের পক্ষ হইতে পিতার কোরবানী করা ওয়াজেব। হজরত এমাম আবুহানিফার (রহঃ) মতানুসারে নাবালকের অভিভাবকের

উপর নাবালকের পক্ষ হইতে কোরবানী করা ওয়াজেব। উক্ত কোরবানীর মাংস ছদকা করিবে না, উহা সেই নাবালক ভোজন করিবে। যদি সে সমুদয় মাংস ভোজন করিতে না পারে, তাহা হইলে যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিবে তাহার পরিবর্ত্তে অন্য কোন জিনিস লইবে, যাহাতে সেই নাবালকের লাভ হয়। কোরবানীর সময় যে নাবালক, বয়োপ্রাপ্ত হয়, আর সে যদি ধনী হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতি কোরবানী ওয়াজেব।

কাহার প্রতি কোরবানী ওয়াজেব নহে?

মক্কাবাসী হাজিগণ যখন এহরাম বান্ধে তখন তাহাদের প্রতি কোরবানী ওয়াজেব নহে, এবং প্রবাসীর প্রতিও কোরবানী ওয়াজেব নহে।

কাহার প্রতি কোরবানী ওয়াজেব ও কাহার প্রতি নহে?

যদি কোন ব্যক্তি প্রথমে দরিদ্র, ক্রীতদাস ও কাফের থাকে, শেষে ধনী, ক্রীতদাস হইতে মুক্ত ও মুসলমান হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতি কোরবানী ওয়াজেব।

যদি কোন ধনী ব্যক্তি প্রথম সময়ে কোরবানী না করে, পরে যদি দরিদ্র হইয়া যায় বা প্রবাসী হয় কিম্বা মুসলমান ধর্ম্ম ত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহার প্রতি কোরবানী ওয়াজেব নহে।

যদি কোন ব্যক্তি দরিদ্রাবস্থায় কোরবানী করিল, শেষে ধনী হইল, তখন তাহাকে পুনর্ব্বার কোরবানী করিতে হইবে।

যদি কোন ব্যক্তি কোরবানীর সময়ে ধনী ছিল, তখন কোরবানী করে নাই, তৎপরে সে দরিদ্র হইল, তখন তাহার নিকট একটি ছাগলের মূল্য পাওনা রহিল, যখন তাহার হস্তে ঐ ছাগলের মূল্য আসিবে, তখন তাহাকে তাহা ছদকা দিতে হইবে।

যদি কোন ব্যক্তি কোরবানীর সময়ে ধনী ছিল এবং সেই সময়ে কোরবানী করিবার পূর্ব্বে তাহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তাহার নিকট কোরবানী পাওনা রহিল না অর্থাৎ তাহার কোরবানী মাফ হইয়া গেল।

যদি কেহ কোরবানীর সময়ে কোরবানী না করিয়া ছাগল কিম্বা কোরবানীর জন্তুর মূল্য ছদকা দেয়, তাহা হইলে তাহার কোরবানী আদায় হইবে না।

কোরবানীর সময়ে নিজে কোরবানীর জন্তু জবেহ করিবে কিম্বা অন্যকে জবেহ করিতে অনুমতি দিবে।

কোরবানীর জন্তু কে জবেহ করিবে?

কোরবানীর সময়ে যদি কেহ কোরবানী করিতে না পারে, তাহা হইলে পরে তাহার কাজা আদায় করিতে হইবে। একটী ছাগলের মূল্য ছদকা দিতে হইবে।

কোরবানী ও ছদকা।

যদি কোন ব্যক্তি কোরবানীর জন্য একটি ছাগল ক্রয় করিবার পর উহাকে কোরবানী করিবার মনন করে, আবার যদি ঐ ব্যক্তি অন্য একটি ছাগল কোরবানীর জন্য ক্রয় করে, তাহা হইলে প্রথম ছাগলটা ঐ ব্যক্তি ইচ্ছানুসারে বিক্রয় করিতে পারে [এমাম আবু হানিফা ও এমাম

মহম্মদ (রহঃ)] আর দ্বিতীয় ছাগলটী যদি প্রথম ছাগলটি অপেক্ষা কম মূল্যের হয়, তাহা হইলে প্রথম ছাগল অপেক্ষা দ্বিতীয় ছাগলটির মূল্য যে পরিমাণে কম হইবে, সেই পরিমাণে অর্থ ছদকা করা তাহার পক্ষে ওয়াজেব।

কোন ব্যক্তি কোরবানীর জন্য কোন জন্তু ক্রয় করিল, কিন্তু ঐ জন্তু হারাইয়া যাওয়াতে আবার অন্য জন্তু ক্রয় করিল, কিন্তু কোরবানীর সময়ে যদি নিরুদ্দিষ্ট জন্তুটি পুনঃ পাওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি যে জন্তুটি ইচ্ছা কোরবানী করিতে পারে। যদি সে ব্যক্তি ধনী হয়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে দুইটিই কোরবানী করা কর্ত্তব্য।

যদি কোন ব্যক্তি নিজের উপর ১০টী কোর-বানী ওয়াজেব করিয়া লয়, অর্থাৎ সে যদি ১০টী কোরবানী করিবে বলিয়া অঙ্গীকার করে, তাহা হইলে তাহার প্রতি দুইটার অধিক ওয়াজেব হইবে না। কেননা, হাদিস শরিফে দুইটির উল্লেখ আছে।

যদি কোন ব্যক্তি কোরবানীর মননে একটী ছাগল ক্রয় করে, পরে উহা বিক্রয় করে, আবার কোরবানীর সময়ে যদি অন্য একটী ছাগল ক্রয় করে, তাহা হইলে উহার সম্বন্ধে তিন প্রকারের কথা উঠিতে পারে। প্রথম—কোরবানীর মননে একটী ছাগল ক্রয় করা। দ্বিতীয়—কোরবানীর মনন ব্যতীত একটী ছাগল ক্রয় করা, তৎপরে কোরবানীর মনন করা। তৃতীয়—কোরবানীর মনন ব্যতীত একটী ছাগল ক্রয় করিয়া পরে নিজ মুখে কোরবানী ওয়াজেব করিয়া লওয়া অর্থাৎ নিজ মুখ হইতে বলিল যে, খোদাতালার জন্য আমার উপর ওয়াজেব, ইহাকে এ বৎসর কোর-বানী করিব। ঐ সম্বন্ধে প্রকাশ্য রওয়ায়েত এই যে, প্রথমতঃ—নিজ মুখ হইতে কোরবানীর অঙ্গী-কার না করার জন্য উক্ত ছাগলে কোরবানী হইবে না, কিন্তু এমাম ইউসফ ও এমাম আবু হানিফার (রহঃ) মতে কোরবানীর জন্য কেবল মনন করিলেই যথেষ্ট, মুখে বলার কোন আব-

শ্যক করে না। দ্বিতীয়তঃ—এমাম আবু হানিফা (রহঃ) হইতে এমাম হাছান সাহেব রওয়ায়েত করেন যে, ঐ ছাগলটী ক্রয়ের সময়ে কোরবানীর মনন করা হয় নাই বলিয়া উহাতে কোরবানী হইতে পারে না। যদি উক্ত ব্যক্তি ঐ ছাগলটী বিক্রয় করে, তাহা হইলে তাহাতে কোন দোষ হইবে না। তৃতীয়তঃ—সকলের মতে ঐ ছাগলটী কোরবানী করিতে হইবে, কেননা, উহা ক্রয় করিবার পরে নিজ মুখে উহাকে কোরবানী দিব বলিয়া অঙ্গীকার করায় কোরবানী ওয়াজেব হইয়াছে।

যদি কোন ব্যক্তি একটী ছাগল ক্রয় করিবার সময়ে কোরবানীর মনন করে, আর যদি কোরবানীর সময়ে মনন ব্যতীত কোরবানী করে, তাহা হইলে তাহার কোরবানী করা ওয়াজেব হইবে।

যদি কোন ব্যক্তি ব্যবসা করিবার জন্য একটী ছাগল ক্রয় করিয়া পরে নিজ মুখে উহাকে কোরবানী করা ওয়াজেব করিয়া লয়, তাহা হইলে উক্ত

ব্যক্তির প্রতি কোরবানী ওয়াজেব হইবে। যদি উক্ত ব্যক্তি কোরবানী না করে, তাহা হইলে কোরবানীর সময় গত হইলে উক্ত ছাগলটি ছদকা করিতে হইবে।

যদি কোন ব্যক্তি কেবলমাত্র একটি ছাগল কোরবানী করিবার নিমিত্ত মনন করে, কিন্তু তখন যদি কোন ছাগল নির্দ্দেশ না করে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির উপর একটি ছাগল কোরবানী করা ওয়াজেব হইবে। কিন্তু সে ব্যক্তি উক্ত ছাগলের মাংস কিছুমাত্র খাইতে পারিবে না। যদি খায়, তাহা হইলে যে পরিমাণে মাংস খাইবে, সেই পরিমাণ মাংসের মূল্য তাহার পক্ষে ছদকা দেওয়া ওয়াজেব হইবে।

যদি কেহ বলে যে, আমি খোদার উদ্দেশে একটা ছাগল কোরবানী করিব, কিন্তু সে যদি উট কিম্বা গরু কোরবানী করে, তাহা হইলে তাহা সিদ্ধ হইবে।

তিন দিন পর্য্যন্ত কোরবানীর সময় অর্থাৎ

কোরবাণীর সময়। ১০ই জেলহজ্জ হইতে ১২ই জেল-হজ্জ পর্য্যন্ত। মোট কথা ১০ই-তারিখের সূর্য্যোদয় হইতে ১২ই তারিখের সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত কোরবানী করা যাইতে পারে। ইহার মধ্যে প্রথম তারিখ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। যদি ১০ই তারিখে সন্দেহ হয়, তবে ১২ই তারিখ পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করা উচিত। যদি অপেক্ষা করে, তবে মস্তাহাব। মস্তাহাব কোরবানীর মাংস কিছুমাত্র খাওয়া যাইবে না, সবই ছদকা করিতে হইবে। কিন্তু যে জন্তু জবেহ করিবে, জবেহ করিবার সময়ে সে জন্তুর যে মুল্য নির্দ্ধারিত করা যায় আর ঐ জন্তু জীবিত থাকিলে উহার যে পরিমাণ মুল্য হইত, উভয় মুল্যই ছদকা করিতে হইবে।

সহরবাসিদের পক্ষে নামাজের পর আর পল্লী-বাসিদের (যে স্থানে ঈদ, জুমা, ফৎয়া, ফারাজ প্রভৃতি হইতে পারে না) পক্ষে সূর্য্যোদয়ের পরে কোরবানী করা সিদ্ধ।

যদি ১০ই তারিখে কোন কারণবশতঃ কিম্বা

বিনা কারণে কেহ নামাজ পড়িতে না পারে, তাহা হইলে সূর্য্য অস্ত যাইবার পূর্ব্বে কোরবানী করা সিদ্ধ নহে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে নামাজের পূর্ব্বে কোরবানী করা সিদ্ধ হইবে।

যদি কোন সহরে কোন কারণবশতঃ নামাজ পড়াইবার জন্য এমাম উপস্থিত না থাকে, তাহা হইলে উক্ত সহরে সূর্য্যোদয়ের পরে কোরবানী করিলে সিদ্ধ হইবে।

যদি কোন ব্যক্তি ১০ই তারিখকে আরফার দিন বলিয়া সংবাদ দেয়, কিন্তু পরে যদি উক্ত দিন ১০ই তারিখ ঠিক বলিয়া জানা যায়, তাহা হইলে উক্ত দিন কোরবানী করিলে সিদ্ধ হইবে।

কোন্ সময়ে কোর-বানী করা উচিত?

দিবা ভাগে কোরবানী করা কর্ত্তব্য, কেননা, তাহা হইলে কোরবানীর জন্তুর সমস্ত শিরা কর্ত্তিত হইতে পারে। আর রাত্রিতে কোরবানী করা অনুচিত, কেননা রাত্রে সমস্ত শিরা কর্ত্তিত হইল কি না, ঠিক জানা যায় না।

এমামের চন্দ্র দর্শনের সাক্ষ্যতার আরফার দিন নামাজ পড়া ও কোরবানী করা সিদ্ধ। আর যদি কেহ চন্দ্র দর্শনের সাক্ষ্য না দেয়, তাহা হইলে নামাজ ও কোরবানী সিদ্ধ হইবে না।

ঈদের চন্দ্র দেখা।

যদি বয়োপ্রাপ্ত লোকে বলে—এই দিন ঈদল আজহার দিন অর্থাৎ ১০ই তারিখ, তাহা হইলে কোরবানী করিবে। আর যদি অপ্রাপ্ত বয়স্ক লোকে ঐরূপ সাক্ষ্য দেয়, তাহা হইলে কোরবানী করা সিদ্ধ হইবে না। তবে সূর্য্য পশ্চিমদিকে ঢলিয়া পড়িলে সেই সময়ে কোরবানী করা সিদ্ধ হইবে।

যদি কোন ব্যক্তি প্রবাসে গমন কালে তাহার পক্ষ হইতে কাহারও প্রতি কোরবানী করিবার ভার দিয়া যায় তাহা হইলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত এমাম নামাজ হইতে অবসর না হন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেই প্রবাসীর পক্ষ হইতে কোরবানী করা সিদ্ধ হইবে না।

প্রবাসীর কোরবানী।

যদি কোন ব্যক্তি ঈদের নামাজ পড়িবার জন্য গ্রাম হইতে সহরে যাইবার সময়ে নিজ পরিবারস্থ লোক-দিগকে বলিয়া যায় যে, তাহার পক্ষ হইতে কোর-বানী করিবে; তাহা হইলে সূর্য্যোদয়ের পরই কোরবানী করা উহাদের প্রতি আদেশ।

সহর ও গ্রামে কোরবানীর নিয়ম।

যদি কোন ব্যক্তি সহরের বাহিরে থাকে, আর যদি তাহার পরিবারবর্গ সহরে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে এমাম যে পর্য্যন্ত নামাজ হইতে অবসর প্রাপ্ত না হন, সে পর্য্যন্ত উহার পক্ষ হইতে কোরবানী করা সিদ্ধ হইবে না।

যদি কোন ব্যক্তি এক সহরে অবস্থিতি করে. আর তাহার পরিবারবর্গ অন্য সহরে অবস্থিতি করে, এরূপ অবস্থায় যদি ঐ ব্যক্তি তাহার পক্ষ হইতে কোরবানী করিবার জন্য পরিবারস্থ লোক-দিগকে আদেশ করে, তাহা হইলে ঐ সহরে যতক্ষণ পর্য্যন্ত এমাম নামাজ হইতে অবসর না হইবেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোরবানী করা সিদ্ধ

হইবে না। কিন্তু আবু হাছান (রহঃ) হইতে রওয়ায়েত আছে যে, যে পর্য্যন্ত উভয় সহরে নামাজ পড়া না হইবে, সে পর্য্যন্ত কোরবানী করা সিদ্ধ হইবে না।

যদি কোন ব্যক্তি কোরবানীর জন্তু সহর হইতে বাহিরে লইয়া যায়, আর তথায় ঈদের নামাজের পূর্ব্বে তাহাকে কোরবানী করে, এবং সে স্থানে যদি প্রবাসীর জন্য কছর পড়া কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে কোরবানী করা সিদ্ধ হইবে, নচেৎ নহে।

যদি কোন ব্যক্তি নিজের বা পুত্রের জন্য একটী ছাগ ক্রয় করে, আর যদি উহা কোরবানী না করে, এমন কি, কোরবানীর সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায়, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তির পক্ষে উক্ত ছাগ বা উহার মূল্য ছদকা দেওয়া ওয়াজেব।

যদি কোন ব্যক্তি একটি ছাগ কোরবানী করিব বলিয়া ওয়াজেব করিয়া লয় কিম্বা কোরবানী করিবার মনেন উহা ক্রয় করে, কিন্তু সে যদি উহাকে উপযুক্ত সময়ে কোরবানী না করে,

এদিকে যদি কোরবানীর সময় অতীত হইয়া যায়, তাহা হইলে ঐ ছাগটিকে জীবিতাবস্থায় ছদকা করিবে। আর ঐ ছাগলের মাংস ভক্ষণ করা তাহার পক্ষে সিদ্ধ নহে। আর যদি উক্ত ছাগলকে বিক্রয় করে, তাহা হইলে উহার মূল্য ছদকা করিয়া দিতে হইবে। আর যদি জবেহ করিয়া উহার মাংস ছদকা করিয়া দেয়, তাহা হইলে সিদ্ধ হইবে। কিন্তু উক্ত ছাগের জীবিতাবস্থার মূল্য যদি জবেহ করার পর অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে যে পরিমাণ মূল্য অধিক হইবে, তাহা ছদকা করিতে হইবে। আর যদি কিছু মাংস ভক্ষণ করে, তাহা হইলে উহার মূল্য ছদকা করিয়া দিতে হইবে। যদি উক্ত ব্যক্তি সেই বৎসর কোরবানী না করে, এমন কি দ্বিতীয় বৎসর কোরবানীর সময় উপস্থিত হয়, আর সেই সময়ে যদি উক্ত ব্যক্তি ঐ ছাগলটী কোরবানী করে, তাহা হইলে সেই কোরবানী সিদ্ধ হইবে না। যদি কোরবানীর পর ঐ ছাগলের মাংস বিক্রয়

করে, তাহা হইলে উহার মূল্য ছদকা করিয়া দিতে হইবে।

যদি কোন ব্যক্তি মৃত্যুকালে তাহার আত্মীয় স্বজনগণকে বলিয়া যায় যে, তাহার পক্ষ হইতে কোরবানী করিও। কিন্তু যদি কোরবানীর জন্য কোন জন্তু নির্দ্দেশ না করিয়া কেবল মূল্য নির্দ্দেশ করিয়া যায়, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির জন্য একটী ছাগল কোরবানী করা কর্ত্তব্য। আর যদি কোরবানীর জন্য কোন জন্তু বা জন্তুর মূল্য নির্দ্দেশ করিয়া না যায়, তাহা হইলে তাহার পক্ষ হইতে কোরবানী করা সিদ্ধ হইবে না।

যদি কোন ব্যক্তি কোরবানীর দিন ধনবান হয়, আর ঐ ব্যক্তি কোরবানীর সময় থাকিতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতি কোরবানী ওয়াজেব হইবে না। আর যদি ঐ ব্যক্তি কোরবানীর সময় অতীত হইয়া গেলে মরিয়া যায়, তাহা হইলে উহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হইতে একটী ছাগলের মূল্য ছদকা দিতে হইবে,

এবং ঐ ব্যক্তির মৃত্যুকালে কোরবানীর মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া যাইতে হইবে।

যদি কোন সহরবাসী তাহার উকিলকে তাহার পক্ষ হইতে কোরবানী করিবার আদেশ দিয়া সহরের বাহিরে চলিয়া যায়, আর যদি ঐ উকিল কোরবানীর জন্তু সহরের বাহিরে লইয়া গিয়া জবেহ্ করে, এবং সেই সময়ে যদি সেই লোকটি সহরের বাহিরে থাকে, তাহা হইলে সেইখানে উকিলের কোরবানী সিদ্ধ হইবে। আর যদি উক্ত ব্যক্তি সহরে ফিরিয়া আসে, এবং উকিল যদি উহা জানিয়াও সহরের বাহিরে কোরবানী করে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির পক্ষ হইতে উকিলের কোরবানী করা সিদ্ধ হইবে না। আর যদি উকিল ঐ ব্যক্তির সহরে আসার সংবাদ জানিতে না পারিয়া কোরবানী করে, তাহা হইলে এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) সাহেবের মতে উক্ত কোরবানী সিদ্ধ হইবে।

ধনবান. কাঙ্গাল সকলেই খাইতে পারে।

কোরবানীর মাংস কে কে খাইতে পারে?

কোরবানীর মাংসের তৃতীয়াংশ ছদকা করিতে হয়, কিন্তু পরিবার বড় হইলে কিছুই ছদকা দিতে হইবে না, আপনারাই আহার করিয়া তৃপ্ত হইবে। এমন কি, মৎস্যের ন্যায় কোরবানীর মাংস শুষ্ক করিয়া রাখিতে পারিবে।

ছাগ, মেষ, গরু ও উট এই সকল পশুর কোরবানী দেওয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই সকল পশুর পুরুষই হউক বা স্ত্রীই হউক, কোরবানী করা সিদ্ধ হইবে।

কোন্ কোন্ জন্তু কোরবানী করিবার আদেশ আছে।

যদি কোন হরিণ জাতীয় পশু উট কিম্বা ছাগের সঙ্গে সঙ্গম করে, আর তাহাতে যে শাবক হয়, তাহাকে পুরুষ গণ্য করিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন যে, যদি কোন পুরুষ হরিণ কোন ছাগীর সহিত সঙ্গম করে, তাহা হইলে ঐ হরিণের ঔরসে যদি ছাগ জন্ম গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহাতে কোরবানী সিদ্ধ

হইবে। কিন্তু যদি হরিণ জন্মে, তাহা হইলে কোরবানী সিদ্ধ হইবে না।

কোরবানীর পশুর বয়স নির্ণয় আছে কি না?

কোরবানীর পশুর মধ্যে ছাগ ও মেষ ১ বৎসরের, গো ও মহিষ ২ বৎসরের, উষ্ট্র ৫ বৎসবের হওয়া আবশ্যক। ইহার কম বয়সের হইলে কোরবানী সিদ্ধ হইবে না। কিন্তু উহা অপেক্ষা বয়স অধিক হইলে কোন দোষ ঘটিবে না। যদি উপযুক্ত কোরবানীর পশু না পাওয়া যায়, তাহা হইলে ছয় মাসের ছাগও কোরবানী করিতে পারা যায়।

কোন্ পশুতে কয় জন ব্যক্তির কোরবানী হইতে পারে?

একটি ছাগল বা মেষে একজনের আর একটি গরু বা উষ্ট্রে ৭ জনের পর্য্যন্ত অংশী হইয়াও কোরবানী হইতে পারে। সাত জনের অধিক অংশী হইলে কোরবানী সিদ্ধ হইবে না।

কি প্রকারের পশু কোরবানী দেওয়া নিষেধ?

কোরবানীর পশুর কোন দোষ থাকিলে তাহাতে কোরবানী সিদ্ধ হইবে না।

যদি কোন পশুর শৃঙ্গ ভাঙ্গিয়া যায়, অথচ মধ্যে লালটা ভগ্ন না হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ পশুতে কোরবানী হইতে পারিবে আর যদি উহার শৃঙ্গের মূল দেশ হইতে মাংসসহ ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলে তাহাতে কোরবানী সিদ্ধ হইবে না।

যে পশু সঙ্গম করায় অসমর্থ কিম্বা কাশ-রোগগ্রস্ত, কিম্বা বৃদ্ধ অবস্থা প্রযুক্ত শাবক দানে অক্ষম কিম্বা যাহাকে দাগ দেওয়া হইয়াছে, কিম্বা যাহার শাবক আছে, কিম্বা বিনা রোগে যে পশুর স্তনে দুগ্ধ পাওয়া যায় না, তাহাদিগকে কোর-বানী করা সিদ্ধ।

কানা, অন্ধ, খোঁড়া বা রুগ্নতাপ্রযুক্ত কোর-বানীর স্থানে যাইতে অক্ষম, এরূপ পশু কোর-বানী করা সিদ্ধ নহে।

যে পশুর কাণ ছোট, উহা কোরবানী করা সিদ্ধ। আর যাহার এক কাণ কাটা কিম্বা জন্মা-বধি একটি কাণ আছে, তাহাকে কোরবানী করা সিদ্ধ হইবে না।

এমাম আবু হানিফা (রহঃ) হইতে এমাম মহম্মদ (রহঃ) রওয়ায়েত করিয়াছেন যে, তিন ভাগের এক ভাগ হইতে যদি কিছু কম পরিমাণের দোষ যে পশুতে আছে, তাহা কোরবানী করা সিদ্ধ হইবে। কিন্তু এক তৃতীয়াংশ হইতে যদি বেশী দোষ থাকে, তাহা হইলে তাহাতে কোর-বানী সিদ্ধ হইবে না।

যে ছাগের দন্ত নাই, সে যদি চরিতে ও ঘাস খাইতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে কোরবানী করা সিদ্ধ হইবে। আর যদি সে চরিতে ও ঘাস খাইতে না পারে, তাহা হইলে তাহা কোরবানী করা সিদ্ধ হইবে না।

যদি কোন পাগলা গরু চরিতে ও ঘাস আদি খাইতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে কোরবানী করা সিদ্ধ হইবে। আর যদি কোন গরু চুলকানী বা তদনুরূপ রোগগ্রস্ত হয়, কিন্তু যদি হৃষ্টপুষ্ট ও সবল থাকে, তাহা হইলে তাহাকে কোরবানী করা সিদ্ধ হইবে।

যে পশুর নাক কাটা, সে পশু কোরবানী করা সিদ্ধ নহে। যে পশুর স্তন কাটা কিম্বা যে পশু শিশু শাবককে দুগ্ধ পান করাইতে অক্ষম বা যাহার স্তন শুকাইয়া গিয়াছে, তাহাকে কোরবানী করা সিদ্ধ হইবে না।

যে ছাগের জিহ্বা কাটা, অথচ তাহার ঘাস খাইতে কোনরূপ কষ্ট হয় না, এরূপ ছাগ কোর-বানী করা সিদ্ধ। আর গরুর জিহ্বা কাটা হইলে সেই গরু কোরবানী করা সিদ্ধ নহে।

যে পশু কেবল নাপাক বস্তু ভক্ষণ করে, তাহাকে কোরবানী করা সিদ্ধ নহে।

যে পশু কৃশ, এবং যাহার শরীরের চর্ব্বি শুকাইয়া গিয়াছে, তাহাকে কোরবানী করা সিদ্ধ নহে। আর যদি চর্ব্বি থাকে, তাহা হইলে তাহাকে কোরবানী করা যাইতে পারে। যদি কোন পশু ক্রয় করিবার সময়ে কৃশ থাকে, পরে হৃষ্টপুষ্ট হয়, তাহা হইলে এমাম মহম্মদের (রহঃ) মতে তাহাকে কোরবানী করা সিদ্ধ হইবে।

নপুংসক ছাগ কোরবানী করা সিদ্ধ নহে। কেননা, উহার মাংস সিদ্ধ হয় না। যদি কোন ব্যক্তি একটী হৃষ্টপুষ্ট ছাগল কোরবানীর জন্য ক্রয় করিল, পরে যদি ছাগলটী কৃশ হইয়া যায়, আর যদি ক্রেতা ধনবান হয়, তাহা হইলে ঐ ছাগলটী তাহার পক্ষে কোরবানী করা সিদ্ধ হইবে না, আর যদি ক্রেতা দরিদ্র হয়, তাহা হইলে ঐ ছাগল কোরবানী দিলে সিদ্ধ হইবে।

যদি কেহ কোরবানীর জন্য ছাগল ক্রয় করিবার সময়ে ছাগলটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর দেখিয়া ক্রয় করে, তৎপরে উহার নিকট আসিয়া যদি সেই ছাগলটি অন্ধ হইয়া যায় বা দুই কর্ণ বা লাঙ্গুল কাটিয়া যায় অথবা এরূপ খোঁড়া হইয়া যায় যে, গমনাগমনের শক্তি না থাকে, তাহা হইলে উক্ত ছাগলকে কোরবানী করা ঐ ব্যক্তির পক্ষে সিদ্ধ হইবে না। তাহার অন্য একটি ছাগল ক্রয় করিয়া কোরবানী করিতে হইবে। কিন্তু এই নিয়ম দরিদ্রের পক্ষে নহে।

যদি কেহ কোন পশুকে কোরবানী করিবার জন্য কোরবানীর স্থানে লইয়া যাইবার সময়ে পথি-মধ্যে উক্ত পশুর পা ভাঙ্গিয়া যায়, সে যদি সেই স্থান হইতে কোরবানীর স্থানে যাইতে না পারে, তাহা হইলে সেই স্থানেই উক্ত পশুকে কোরবানী করিলে উক্ত ব্যক্তির কোরবানী সিদ্ধ হইবে।

পাঁঠা অপেক্ষা খাসি কোরবানী করা ভাল, কেননা পাঁঠার মাংস অপেক্ষা খাসির মাংস অতি উত্তম।

কোরবানীর পশুর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

কোরবানার পূর্ব্ব দিবস কোরবানীর পশুকে বান্ধিয়া রাখা কর্ত্তব্য। কোরবানীর সময়ে পশুকে কোরবানীর স্থান পর্য্যন্ত লইয়া যাইবার সময়ে কোন প্রকার কষ্ট না দেওয়া কর্ত্তব্য।

যদি কেহ কোরবানীর জন্য ছাগী ক্রয় করে, তাহা হইলে তাহার দুগ্ধ দোহন করা মকরুহ এবং উহার লোম কর্ত্তন করাও মকরুহ। আর উক্ত দুগ্ধ ও লোম বিক্রয় করা সিদ্ধ নহে।

আর যদি কোরবানী করার পূর্ব্বে ঐ ছাগীটীর দুগ্ধ দোহন করে কিম্বা লোম কর্ত্তন করে, তাহা হইলে উহা বিক্রয় না করিয়া ছদকা করিবে।

কোরবানীর মাংস বিক্রয় করিয়া চামড়ার থলি ক্রয় করা সিদ্ধ নহে। কিন্তু যদি উহার দ্বারা তরকারি আদি ক্রয় করা যায়, তাহা হইলে সিদ্ধ হইবে। আর কোরবানীর মাংসের পরিবর্ত্তে মাং' ক্রয় করা সিদ্ধ। মোট কথা—খাদ্য দ্রব্যের পরিবর্ত্তে খাদ্য দ্রব্য আর অখাদ্য দ্রব্যের পরিবর্ত্তে অখাদ্য দ্রব্য ক্রয় করা সিদ্ধ।

কোরবানীর মাংস বিক্রয় করিলে কি করিতে হইবে?

যদি কোন ব্যক্তি কোরবানীর পশুর চামড়া দ্বারা থলি প্রস্তুত করিয়া গৃহকর্ম্মের জন্য ব্যবহার করে, তাহা হইলে তাহা সিদ্ধ হইবে। আর যদি ঐ থলি ভাড়া দেয়, তাহা হইলে তাহা সিদ্ধ হইবে না, কিন্তু ঐ ভাড়ার টাকা ছদকা দেওয়া তাহার প্রতি ওয়াজেব।

কোরবানীর চামড়ার ব্যবহার।

কোরবানীর পশুর চর্ম্ম কিম্বা খুর কিম্বা লোম প্রভৃতি বিক্রয় করা বা আহারীয় ও পানীয় দ্রব্যের পরিবর্ত্তে গ্রহণ করা সিদ্ধ নহে। যদি কেহ কোর-বানীর পশুর লোম, খুর প্রভৃতি স্মরণ চিহ্নের জন্য যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দেয়, তাহা হইলে উক্ত লোম বা খুর প্রভৃতি কাহাকেও উত্তরাধিকারী করিয়া যাওয়া বা ফেলিয়া দেওয়া সিদ্ধ নহে, বরং উহা কোন দরিদ্রকে দান করিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য।

কোরবানীর পশুর চর্ম্ম, খুর ও লোম কি করিতে হইবে?

যদি কোরবানীর পশু, শাবক প্রসব করে, তাহা হইলে ঐ শাবককেও জবেহ করিতে হইবে। কিন্তু আছহাব-গণ বলেন যে, দরিদ্র লোকের প্রতি উক্ত রূপ আদেশ, ধনবানের প্রতি নহে।

কোরবানীর পশুর শাবকগুলি কি করিতে হইবে?

ঐ শাবকটিকে উহার মাতার অগ্রে বা পরে জবেহ করা সিদ্ধ হইবে। যদি জবেহ না করিয়া জীবিতাবস্থায় ছদকা করিয়া দেয় বা উহাকে বিক্রয় করিয়া উহার মূল্য ছদকা করিয়া দেয়, তাহা

হইলে সিদ্ধ হইবে। আর যদি কোরবানীর সময়ে জবেহ্ না করে, এদিকে যদি কোরবানীর সময় চলিয়া যায়, তাহা হইলে জীবিতাবস্থায় উক্ত শাবক ছদকা দিতে হইবে। আর যদি ঐ শাবককে উহার মাতার সঙ্গে জবেহ্ করে, তাহা হইলে ঐ শাবকের মাংস ভক্ষণ করা সিদ্ধ। এমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহেব রওয়ায়েত করিয়াছেন যে, ঐ শাবকের মাংস ভক্ষণ না করিয়া উহা ছদকা দিতে হইবে। আর যদি কেহ ভক্ষণ করে তাহা হইলে সেই পরিমাণ মাংসের মূল্য ছদকা করিতে হইবে। আর যদি উক্ত শাবকটি ঐ ব্যক্তির নিকট থাকিয়া বড় হয়, এবং দ্বিতীয় বৎসর কোরবানীর সময়ে সে যদি উহাকে জবেহ্ করে, তাহা হইলে তাহার কোর-বানী সিদ্ধ হইবে না। তাহাকে অন্য পশু কোর-বানী করিতে হইবে। আর যাহাকে জবেহ্ করা হইয়াছে, তাহাকে ছদকা করিয়া দিতে হইবে। অধিকন্তু উহাকে কোরবানী করাতে উহার যে

পরিমাণ মূল্য ক্ষতি হইয়াছে, তাহাও ছদকা করিয়া দিতে হইবে।

কোরবানী সম্বন্ধে বিশেষ কয়েকটী কথা।

যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় পুত্র ও স্ত্রীর পক্ষ হইতে একটী উট কোরবানী করে, আর যদি পুত্রটী অপ্রাপ্তবয়স্ক হয়, তাহা হইলে এমাম আবু হানিফা ও এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) সাহেবদের মতে উক্ত কোরবানী সিদ্ধ হইবে। কিন্তু হাছান এবনে জিয়াদ (রহঃ) রওয়ায়েত করিতেছেন—যদি উক্ত পুত্রটী বয়োপ্রাপ্ত হয়, তবে তাহার অনুমতি অনুসারে কোরবানী করিলে সিদ্ধ হইবে। আবার যদি কেহ অনুমতি দেয়, আর কেহ অনুমতি না দেয়, তাহা হইলে কাহারও পক্ষে কোরবানী করা সিদ্ধ হইবে না। আবার যদি কোন ব্যক্তি নিজের ও অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের এবং পরিবারবর্গের পক্ষ হইতে কোরবানী করে, কিন্তু যদি উহাদের মধ্যে কেহ অনুমতি দেয় আর কেহ যদি অনুমতি না দেয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির নিজের পক্ষ হইতে কোরবানী সিদ্ধ

হইবে না; এবং তাহার পুত্র ও পবিবারবর্গের পক্ষ হইতেও কোরবানী সিদ্ধ হইবে না।

যদি কোন ব্যক্তির কোরবানীর পশু, তাহার বিনা অনুমতিতে অন্য কেহ কোরবানী করে, আর যদি সেই পশুর অধিকারী উহার মূল্য গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহার কোরবানী সিদ্ধ হইবে।

যদি দুই ব্যক্তি ভুলক্রমে পরস্পর পরস্পরের কোরবানীর পশু কোরবানী করিয়া ফেলে, তবে উভয়ের কোরবানী সিদ্ধ হইবে। আর প্রত্যেকে স্ব স্ব পশুর চামড়া গ্রহণ করিবে। আর যদি উভয়ে কোরবানীর মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে পরস্পর পরস্পরের নিকট ক্ষমা চাহিবে। যদি উহা লইয়া পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া বাঁধে, তাহা হইলে পরস্পর পরস্পরকে ছাগলের মূল্য দিবে। কিন্তু যদি এইরূপে কোরবানীর সময় অতীত হইয়া যায়, তাহা হইলে উহাদের মূল্য ছদকা করিয়া দিতে হইবে।

যদি দুই ব্যক্তি দুইটী ছাগল ক্রয় করিয়া এক ঘরে রাখিয়া দেয়, পরে যদি একটী ছাগলকে সন্দেহ প্রযুক্ত উভয়েই নিজের বলিয়া দাবী করে, তাহা হইলে উহাদের মধ্যে প্রত্যেকে সেই ছাগলটীর অর্দ্ধেক অংশ পাইবে। আর উহাদের কোরবানী সিদ্ধ হইবে না। আর যে ছাগলটির উপর উহাদের দাবী নাই সেই ছাগলটী বয়তল-মাল যাইবে। আর যদি উট বা গরু লইয়া ঐরূপ বিবাদ হয়, তাহা হইলে সেই পশু হইতে উভয়ের কোরবানী সিদ্ধ হইবে।

যদি চারি জন লোক কোরবানীর জন্য চারিটি ছাগল ক্রয় করিয়া এক ঘরে বন্ধ করিয়া রাখে, পরে যদি উহাদের মধ্যে একটি ছাগল মরিয়া যায়, তখন যদি এরূপ ঘটনা ঘটে যে, কাহার ছাগল মরিল, তাহার ঠিক হইল না, তাহা হইলে ওরূপ অবস্থায় অবশিষ্ট তিনটি ছাগল বিক্রয় করিয়া সেই মূল্য দিয়া অপর চারিটি ছাগল ক্রয় করিতে হইবে এবং কোরবানীর সময়ে একজন অপরকে

তাহার পক্ষ হইতে জবেহ করিতে অনুমতি দিবে। তাহা হইলে সকলেরই কোরবানী সিদ্ধ হইবে।

কোরবানীর মাহাত্ম্য।

এবনে আব্বাস রওয়ায়েত করিয়াছেন যে, পয়গম্বর সাহেব বলিয়াছেন, ১০ই জেলহজ্জ তারিখে যেরূপ পূণ্য কাজ হয়, এরূপ আর কোনও তারিখে হয় না। ইহাতে সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করেন যে, জেহাদ বা ধর্ম্মযুদ্ধ করা অপেক্ষাও কি ভাল? পয়গম্বর সাহেব উত্তর করিলেন, জেহাদও উহা অপেক্ষা ভাল নহে এবং লায়লা-তল-কদর অপেক্ষাও উহার মাহাত্ম্য অধিক। আরও রওয়ায়েত আছে যে, কোরবানীর পশু ক্রয় করিতে ১০ দেরেম ব্যয় করা, সহস্র দেরেম দান করা অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ।
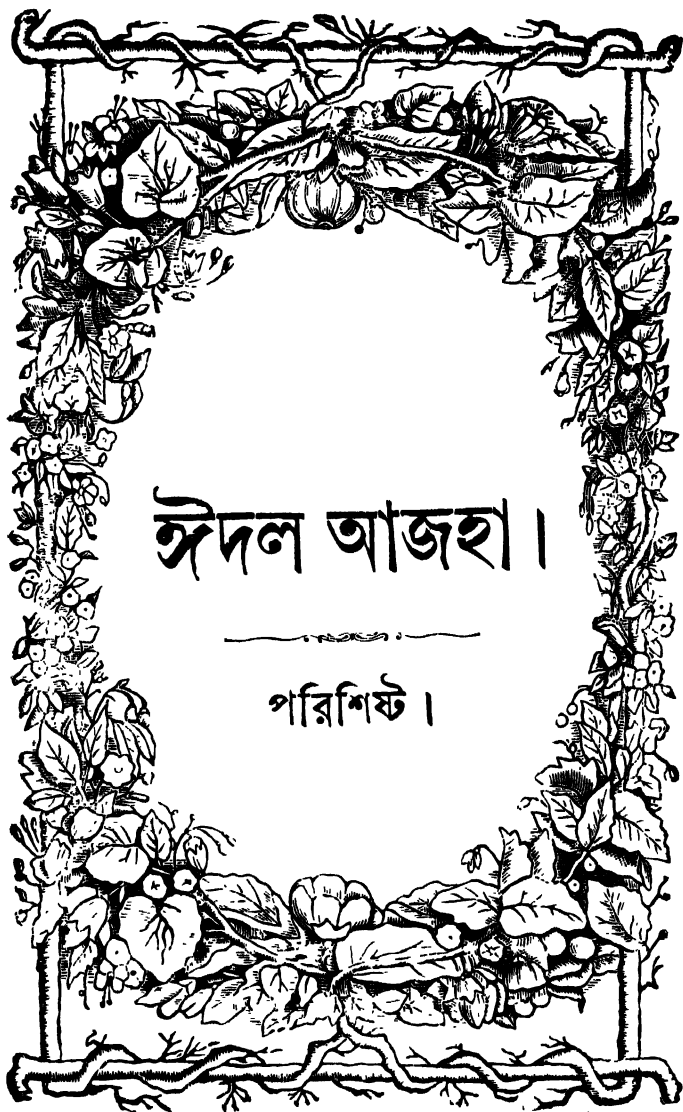
ঈদল আজহা।
পরিশিষ্ট।

পরিশিষ্ট।
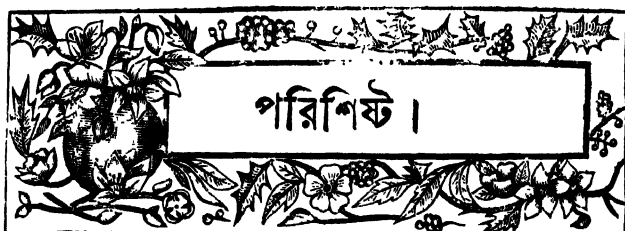
জবিহ্ সম্বন্ধে মত ভেদ ও মীমাংসা।

হজরত এব্রাহিমের (আ) দুই পুত্র—হজরত এসমাইল (আ) ও হজরত এসহাক (আ)। এই উভয় পুত্রের মধ্যে কোন্ পুত্রকে কোরবানী করার জন্য খোদা-তালা আদেশ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে ভয়ানক মত ভেদ আছে। পবিত্র কোরাণ শরিফে যে স্থানে এই ঘটনার উল্লেখ আছে সে স্থানে কোন পুত্রের নামোল্লেখ নাই এবং কোন সবল হাদিসও এ বিষয় দেখিতে পাওয়া যায় না। এই জন্যই ইহাতে এত মত বিভিন্নতা জন্মিয়াছে। ইহুদী ও

খৃষ্টানগণ হজরত এসহাকের (আ) পক্ষ সমর্থন করেন। মোসলমানগণ মধ্যে কেহ হজরত এস-হাক (আ), কেহ হজরত এসমাইলের (আ) পক্ষাবলম্বী।

উভয় পক্ষেই সাহাবি ও তাবেয়ীন আছেন। যাঁহারা হজরত এসহাকের (আ) পক্ষ সমর্থন করেন, তন্মধ্যে কাব নামক এক ব্যক্তি যিনি হজরত ওমরের (আ) খেলাফত কালে এসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তিনি একদা হজরত আবু হোরেরাকে (আ) বলেন, এব্রাহিমের (আ) পুত্র এসহাকের (আ) ঘটনা আপনাকে শ্রবণ করাইতে ইচ্ছা করি। তদুত্তরে হজরত আবু-হোরেরা (আ) শ্রবণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন—যখন হজরত এব্রাহিম (আ) তাঁহার পুত্র হজরত এসহাককে খোদাতালার পবিত্র নামে কোরবানী করিতে স্বপ্নে আদিষ্ট হন। তৎকালে শয়তান মনে করিল যে, এই সময় এব্রাহিমকে (আ) গোল-

যোগে ফেলিতে না পারিলে আর কাহাকেও এরূপ গোলযোগে ফেলিতে পারিব না। এই সংকল্প করিয়া শয়তান এরূপ এক ব্যক্তির রূপ ধারণ করিয়া হজরত এব্‌রাহিমের (আ) স্ত্রী হজরত সারার নিকট উপস্থিত হইল, যাহাকে তিনি চিনিতেন। যখন হজরত এব্‌রাহিম (আ) হজরত এসহাককে কোরবানী করার জন্য সঙ্গে লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, তখন পাপমতি শয়-তান হজরত সারার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, অদ্য প্রাতে এব্‌রাহিম (আ) এসহাককে (আ) সঙ্গে লইয়া কোথায় গিয়াছেন? হজরত সারা তদুত্তরে বলিলেন,—তিনি নিজ কোন কার্য্যে যাইয়া থাকিবেন। তখন শয়তান শপথ করিয়া বলিল—তিনি অন্য কোন প্রয়োজনে যান নাই, হজরত এসহাককে (আ) জবেহ করার জন্য লইয়া গিয়াছেন। হজরত সারা বলিলেন—ইহা কি সম্ভব? তিনি নিজ পুত্রকে কেন জবেহ করিবেন!! শয়তান বলিল—আমি শপথ করিয়া

বলিতেছি, তিনি সেই মানসেই গিয়াছেন, কারণ তিনি বলেন—তাঁহার প্রভু খোদাতালা ঐ কার্য্য করার জন্য তাঁহার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছেন। হজরত সারা বলিলেন—খোদাতালা যদি তাঁহার প্রতি এসহাককে (আ) জবেহ করার আদেশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি অতি সৎকার্য্য করিতেই তাহাকে লইয়া গিয়াছেন। প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন করা সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়ান ও কর্ত্তব্য কার্য্য। তখন শয়তান ব্যর্থ মনোরথ হইয়া সে স্থান হইতে হজরত এসহাকের (আ) নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—"এব্রাহিম (আ) তোমাকে জবেহ করার জন্য লইয়া যাইতেছে।" হজরত এসহাক বলিলেন—"তিনি কেন আমাকে জবেহ করিবেন?" তখন শয়তান শপথ পূর্ব্বক বলিল—তোমার পিতা বলেন "তাঁহার প্রভু তাঁহার প্রতি তোমাকে জবেহ করার আজ্ঞা করিয়াছেন"। হজরত এসহাক (আ) বলিলেন, যদ্যপি খোদা-তালা তাঁহার প্রতি এইরূপ আদেশ করিয়া

থাকেন, তাহা হইলে প্রভুর আজ্ঞা পালন করা তাঁহার অতি কর্ত্তব্য কার্য্য। শয়তান সেখানেও অভিষ্ট সিদ্ধি করিতে অকৃতকার্য্য হইয়া ভগ্নহৃদয়ে হজরত এব্রাহিমের (আ) নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, অদ্য আপনি এসহাককে (আ) সঙ্গে লইয়া কোথায় যাইতেছেন? তিনি উত্তর করিলেন, কোন আবশ্যকীয় কার্য্যে যাইতেছি। তখন শয়তান বলিল, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, তুমি তাহাকে জবেহ করিতে লইয়া যাইতেছ। হজরত এব্রাহিম (আ) বলিলেন "আমি কেন তাহাকে জবেহ করিব?" শয়তান বলিল, তুমি বল ঐ কার্য্য করার জন্য তোমার প্রতি খোদাতালার আদেশ হইয়াছে। হজরত এব্রাহিম (আ) বলিলেন, যদি তাহাই হয় তবে অবশ্যই আমি খোদাতালার আদেশ সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালন করিব।

তৎপর যখন হজরত এব্রাহিম (আ) হজরত এসহাককে কোরবানী করিতে উদ্যত হইয়া জবেহ

করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন খোদাতালা তাঁহাকে নিষেধ করিয়া হজরত এসহাকের (আ) পরিবর্ত্তে বড় একটি কোরবানীর পশু প্রেরণ করিলেন। হজরত এসহাকের (আ) প্রতি অহি (আদেশ) করিলেন যে, তুমি এক্ষণে আমার নিকট কোন প্রার্থনা কর, তুমি যে প্রার্থনা করিবে তাহা আমি পূর্ণ করিব। তখন হজরত এসহাক (আ) খোদাতালা সমীপে প্রার্থনা করিলেন—"দয়াময় প্রভো! সৃষ্টির আরম্ভ হইতে যে কেহ তোমার দাস মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে ও শেষ দিন পর্য্যন্ত করিবে, তন্মধ্যে যাঁহারা কেবল একমাত্র তোমাকেই পূজা করিয়াছে, তোমা ভিন্ন আর কাহাকেও উপাস্য ভাবে নাই তাহাদিগকে স্বর্গবাসী করিও।

ইহুদি ও খৃষ্টানগণ হজরত এসহাকের (আ) বংশীয় ও আরবগণ হজরত এসমাইলের (আ) বংশীয়। আরবগণের সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে তাহাদের শত্রুতা হওয়ায়, তাহারা প্রকৃত ঘটনা গোপন

করিয়া হজরত এসমাইলের (আ) পরিবর্ত্তে হজ-রত এসহাকের (আ) সম্বন্ধে এই ঘটনা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সাহাবিগণ ইহাদের নিকট ইতিহাস অবগত হওয়ায় অনেকে বলেন, হজরত এব্রাহিম (অ) খোদাতালার আদেশে হজরত এসহাককে (আ) কোরবানী করিয়াছিলেন।

হজরত এসমাইল (আ) যে প্রকৃত জবিহ (কোরবানী কৃত), তাহা য দচ পবিত্র কোরাণ-শরিফে তাঁহার নাম উল্লেখ নাই কিন্তু ভাবে তাহা পরিষ্কার রূপে জানা যায়, সেই জন্য সাহাবি ও ত'বেয়ীন এবং কোরাণশরিফের টিকাকারগণ দৃঢ় রূপে হজরত এসমাইলকে (আ) প্রকৃত জবিহ (কোরবানী কৃত) নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা কোরাণশরিফ হইতে এইরূপ প্রমাণ দেন—পবিত্র কোরাণ শরিফে খোদাতালা বলিয়াছেন—

فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا
بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى ط

قَالَ يَا اَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ * سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ

مِنَ الصَّابِرِيْنَ * فَلَمَّا اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ * وَنَادَيْنٰهُ

اَنْ يَّا اِبْرَاهِيْمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ *

اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ * وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ * وَ

تَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ * سَلٰمٌ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ * كَذٰلِكَ

نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ * اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ *

আমি এব্রাহীমকে এক সহিষ্ণুপুত্রের সুসংবাদ দিয়াছি, তৎপর যখন পুত্রের কিছু বয়ক্রম বৃদ্ধি হইল এবং পিতার সহিত ভ্রমণ করিতে লাগিল, তখন (হজরত) এব্রাহিম (আ) বলিলেন,— বৎস! আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যেন তোমাকে খোদাতালার পবিত্র নামে জবেহ করিতেছি। এখন তুমি ভাবিয়া দেখ—ইহাতে তোমার ইচ্ছা কি? পুত্র বলিল, "পিতঃ! আপনার প্রতি যে

আদেশ হইয়াছে তাহা প্রতিপালন করুন। খোদাতালার ইচ্ছা হইলে আপনি আমাকে সহিষ্ণুই দেখিতে পাইবেন।" তৎপরে পিতা পুত্র উভয়ে যখন আদেশ পালন জন্য প্রস্তুত হইলেন— পিতা জবেহ করার জন্য মৃত্তিকার দিকে মাথা করিয়া পুত্রকে ভুতলে নিক্ষেপ করিলেন, তখন উহাকে আমার আদেশ পালনপ্রিয় বোধ হইল। আমি এব্রাহিমকে (আ) বলিলাম "হে এব্রাহিম! তুমি নিজের স্বপ্ন সত্য করিয়া দেখাইলে, আমি তোমাকে শ্রেষ্ঠ পদ মর্য্যাদা দিব। আমি আমার পুণ্যবান দাসগণকে এই রূপই প্রতিদান দিয়া থাকি, অবশ্য ইহা পরিষ্কার পরীক্ষা ছিল এবং বড় একটি কোরবানীর জন্তু এসমাইলের পরিবর্ত্তে দিয়াছিলাম এবং এসমাইলের পরবর্ত্তীগণ মধ্যে এই আলোচনা রাখিয়াছি। সমগ্র জগতে এই আলোচনা হইতেছে যে, এব্রাহিমের (আ) প্রতি সালাম, আমি পুণ্যবান দাসগণকে এইরূপ প্রতিদান দিয়া থাকি, ইহাতে সন্দেহ

নাই। এব্রাহিম আমার বিশ্বাসী দাস মধ্যে গণ্য।”

ইহার পরেই পবিত্র কোরাণ শরিফে খোদা-তালা বলিতেছেন।—

وَ بَشَّرْنَاهُ بِاِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ *

আমি এব্রাহিমকে (আ) তাহার পুত্র এস-হাকের (আ) পূণ্যবান নবি হওয়ার সুসংবাদ দিই। এখন দেখা যাইতেছে, পবিত্র কোরাণ-শরিফের এই বর্ণনা প্রথম সহিষ্ণু পুত্রের সুসংবাদ, তৎপর এই কোরবানীর গল্প বলিতেছেন, সুতরাং এই গল্প সেই সহিষ্ণু পুত্রের প্রতি প্রজুয্য হই-তেছে। সেই সহিষ্ণু পুত্রের সহিষ্ণুতার গল্প শেষ করিয়া হজরত এসহাকের (আ) সুসংবাদ দিয়া-ছেন। সুতরাং এ গল্প হজরত এসহাক সম্বন্ধে নয়, অন্য একজন সহিষ্ণু পুত্রের, কাজেই সেই সহিষ্ণু পুত্র হজরত এসমাইল। কারণ তিনি ও হজরত

এসহাক (আ) ভিন্ন হজরত এব্রাহিমের (আ) আর পুত্র ছিল না।

হজরত এব্রাহিমের প্রতি দুইটি ভিন্ন ভিন্ন সুসংবাদ দেওয়া হয়। একটি সহিষ্ণু পুত্রের—যিনি জবিহ ছিলেন। দ্বিতীয় পূণ্যবান নবি হওয়া—হজরত এসহাকের (আ)। ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে—জবিহ ভিন্ন ও হজরত এসহাক (আ) ভিন্ন ব্যক্তি। হজরত এসহাক (আ) ব্যতীত হজরত এব্রাহিমের (আ) হজরত এসমাইল (আ) ভিন্ন আর কোন পুত্র ছিল না, সুতরাং হজরত এসমাইলই (আ) জবিহ। এতদ্ভিন্ন হজরত এব্রাহিমকে যে স্থানে হজরত এসহাকের (আ) সুসংবাদ দিয়াছেন, তথায় খোদাতালা বলিতে-ছেন—

فبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين *

"আমি এব্রাহিম (আ)কে এসহাকের পুণ্যবান নবি হওয়ার সুসংবাদ দিয়াছি।"

আর যে স্থানে কোরবানীর গল্প বলিতেছেন, তথায় বলিতেছেন—

فبشرناه بغلام حليم *

আমি এব্রাহিম (আ)কে এক সহিষ্ণু পুত্রের সুসংবাদ দিয়াছি। পবিত্র কোরাণ শরিফের অন্য স্থানে হজরত এসহাক (আ) সম্বন্ধে লিখিত আছে—

قالوا انا نبشرک بغلام عليم *

"ফেরেস্তাগণ হজরত এব্‌রাহিমকে বলিয়াছিলেন আমরা আপনাকে এক বিজ্ঞ পুত্রের সুসংবাদ দিতেছি।"

ইহাতে জানা যায়, হজরত এব্‌রাহিমের দুই পুত্রের সুসংবাদ দুই গুণের উল্লেখ করিয়া দিতেছেন। একজনকে حليم সহিষ্ণু, দ্বিতীয়কে عليم বিজ্ঞ গুণ দ্বারায় উল্লেখ করিতেছেন। হজরত এসহাককে (আ) عليم বিজ্ঞ গুণে উল্লেখ করিতেছেন,

জবিহকে সহিষ্ণু গুণে উল্লেখ করিতেছেন। কিন্তু সে স্থলে তাঁহার নামের উল্লেখ না থাকিলেও তিনি যে عليم বিজ্ঞ গুণে অভিহিত, হজরত এসহাক (আ) হইতে ভিন্ন ব্যক্তি, তাহা পরিষ্কার রূপে জানা যাইতেছে আর ইহাও দেখা যাইতেছে যে, হজরত এসহাক (আ) ভিন্ন হজরত এব্‌রাহিমের (আ) কেবল মাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্র হজরত এসমাইলই (আ) ছিলেন। সুতরাং তাঁহারই উল্লেখ সহিষ্ণুতা গুণের জন্য হইয়াছে এবং তিনিই প্রকৃত জবিহ।

এতদ্ভিন্ন পূর্ব্ব আয়েতে খোদাতালা বলিতেছেন—আমি এসহাককে (আ) পূণ্যবান নবি হওয়ার সুসংবাদ দিই। তাঁহার নবি হওয়ার পূর্ব্বেই যদি তাঁহাকে জবেহ করার হুকুম হয়, তাহা হইলে ইহা সুসংবাদের বিপরীত কার্য্য হয়। যেহেতু বয়ঃপ্রাপ্ত না হইলে নবি হইতে পারে না। কোরবানীর আদেশ ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ক্রম কালে হইয়াছিল—সুতরাং নবি হওয়ার পূর্ব্বেই ঐ

আদেশ হইয়াছে। ঐ আদেশ হজরত এসহাকের (আ) জন্য হইলে তাঁহার নবি হওয়া ঘটে না। যাহাকে নবি করিবেন বলিয়াছেন, তাঁহাকে নবি করার পূর্ব্বে কেন জবেহ্ করিতে অনুমতি করিবেন? সুতরাং হজরত এসহাক (আ) সম্বন্ধে কোরবানীর আদেশ হয় নাই।

পবিত্র কোরাণ শরিফের দ্বিতীয় স্থানে খোদাতালা বলিতেছেন—;

فبشرناها باسحاق و من وراء اسحاق يعقوب *

"আমি সুসংবাদ দিই সারাকে এসহাকের (আ) তৎপর ইয়াকুবের।" ইহাতে বোধ হইতেছে, হজরত এসহাকের (আ) ঔরসে এক পুত্র জন্মিবে যাঁহার নাম ইয়াকুব (আ) হইবে। এক্ষণে ইয়াকুবের (আ) জন্মের পূর্ব্বে ত্রয়োদশ বর্ষ বয়স্ক হজরত এসহাকের (আ) জবেহের আদেশ কিরূপে হইতে পারে? হজরত এসহাক (আ) জবেহ হইলে তাঁহার ঔরসে হজরত ইয়া-

কুব (আ) কিরূপে জন্মিতে পারেন ? সুতরাং ঐ সুসংবাদের বিপরীত কার্য্য হয় বলিয়া হজরত এসহাক (আ) সম্বন্ধে জবেহের আদেশ হইতে পারে না।

তৃতীয়তঃ, খোদাতালা হজরত এসমাইল (আ) সংন্ধে পবিত্র কোরাণ শরিফে বলিয়াছেন—

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا *

"তুমি এসমাইলকে স্মরণ কর, সে নিশ্চয় প্রতিশ্রুতিতে সত্যবান, এবং সে রসুল ও নবি ছিল।"

হজরত এসমাইল (আ) তাঁহার পিতা হজরত এব্রাহিমের (আ) নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, তিনি জবেহের সময় ধৈর্য্যাবলম্বন করিবেন। সেই প্রতিশ্রুতির সত্যতা তিনি কার্য্যকালেও দেখাইয়াছেন। তাঁহার সেই সত্য প্রতিশ্রুতির জন্য খোদাতালা পবিত্র কোরাণ-

শরিফে বলিয়াছেন—"সে নিশ্চয় প্রতিশ্রুতিতে সত্যবান।"

চতুর্থতঃ, খোদাতালা পবিত্র কোরাণশরিফে বলিয়াছেন, এবং এসমাইল ও এসহাক ও জাল-কেফ্‌ল্‌ সকলেই সহিষ্ণু এসমাইলকে (আ) "সহিষ্ণু" কেন বলেন—হজরত এসমাইল (আ) যে প্রকৃত জবিহ এবং সেই বিষম ভক্তি পরীক্ষায় (কোরবানীতে) তিনি যে সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া ছিলেন, সেই জন্য এইরূপ বলা ব্যতীত আর কি হইতে পারে?

পবিত্র কাবার চাবি রক্ষক হজরত সাবিও বলেন,—হজরত এসমাইল (আ) প্রকৃত জবিহ। কারণ তাঁহার পরিবর্ত্তে যে দুম্বা কোরবানী হইয়াছিল তাহার শৃঙ্গ কাবা মন্দিরে রক্ষিত ছিল। তাহা তিনি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ইহাতে জানা যাই-তেছে যে, এই পবিত্র কোরবানী মক্কাশরিফে হইয়াছিল। হজরত এসমাইল (আ) মক্কাশরিফে বাস করিতেন, সুতরাং তিনিই প্রকৃত জবিহ—

وَ اِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَ ذَاالْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ *

যৎকালে আবদুল আজিজের পুত্র ওমর শাম প্রদেশে খলিফা (ভুপতি) ছিলেন, সেই সময়ে কাব পুত্র মহাম্মদ তাঁহার নিকট ছিলেন। একদা তিনি খলিফাকে এই পবিত্র কোরবানী সম্বন্ধে (হজরত এসমাইল (আ) হইয়াছিলেন কিনা) জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর করেন, তাঁহারও অনুমান ঐরূপ। (তিনি ঐ বিষয় স্থির সিদ্ধান্ত করার জন্য) একটী ইহুদী পণ্ডিত তথায় বাস করিতেন। তিনি কিছু-দিন পূর্ব্বে পবিত্র এসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া-ছিলেন। ইহুদিগণের কি মত, তাঁহার নিকট হইতে জানার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করা হয়। তিনি উপস্থিত হইলে খলিফা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, হজরত এব্‌রাহিম (আ) কোন্ পুত্রকে কোরবানী করিয়াছিলেন? তিনি বলেন, হজরত এসমাইলকেই (আ) কোরবানী করার আদেশ হইয়াছিল। হে খলিফা! আমি করুণাময় খোদা-

তালার শপথপূর্ব্বক বলিতেছি, ইহুদিগণ ইহা বিশেষ রূপ অবগত থাকা সত্ত্বেও আরবগণের প্রতি ঈর্ষাবশতঃ হজরত এসহাককে (আ) জবিহ্ বলেন। কারণ হজরত এসমাইল (আ) আরবগণের পূর্ব্ব পুরুষ। সুতরাং আরবগণের পূর্ব্ব পুরুষের ঐরূপ যশঃকীর্ত্তন করিতে হৃদয়ে ব্যথা পায়, তাহাদের প্রতিপক্ষেরা আপন পূর্ব্ব পুরুষের সহিষ্ণুতা ও প্রভুভক্তি দেখাইয়া কাজেই তাহারা যশোকীর্ত্তন করিয়া থাকে। বস্তুতঃ হজরত এব্রাহিমের (আ) উভয় পুত্র পবিত্র প্রভুভক্ত ছিলেন।

ইহুদিগণের ধর্ম্ম পুস্তকে লিখিত আছে, হজরত এব্রাহিমের (আ) ৮৬ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র, হজরত এসমাইল (আ) এবং ৯৯ বৎসর বয়ক্রম কালে, তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র হজরত এসহাক (অ) জন্ম গ্রহণ করেন। উক্ত পুস্তকে ইহাও স্পষ্ট উল্লিখিত আছে যে, খোদাতালা তাঁহার وحید, একমাত্র পুত্রকে (অর্থাৎ সেই পুত্র ভিন্ন তাঁহার অন্য পুত্র তৎকালে ছিল না।)

কোরবানী করার আদেশ করেন। ঐ গ্রন্থে بکر শব্দও আছে। উহার অর্থ প্রথম পুত্র। তাহার পর অন্য পুত্র জন্ম গ্রহণ করে নাই। ইহাতেও স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, হজরত এসমাইলই (আ) প্রকৃত জবিহ। যদিও উক্ত গ্রন্থে দুই শব্দ আসিয়াছে وحید ও بکر একমাত্র ও প্রথম, যাহার পরে অন্য পুত্র জন্মে নাই, এই উভয় শব্দের অর্থ একই এবং হজরত এসমাইলই (আ) প্রথম পুত্র এবং যে সময় ঐ কোরবানীর আদেশ হইয়াছিল, তৎকালে হজরত এসহাকের (আ) জন্ম হয় নাই। সুতরাং তিনিই কেবলমাত্র বর্ত্তমান ছিলেন। কাজেই ঐ উভয় শব্দ তাঁহার প্রতি প্রয়োগ হইতে পারে। হজরত এসমাইল (আ) যে প্রথম ও জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন তাহা সর্ব্ববাদী সম্মত। সুতরাং তিনিই প্রকৃত জবিহ। যে হেতু হজরত এসমাইল (আ) আরবগণের পূর্ব্ব পুরুষ এবং হজরত এসহাক (আ) ইহুদিগণের পূর্ব্ব পুরুষ। ইহুদিগণের সহিত আরবগণের ধর্ম্মবিষয়ক শত্রুতা ও মত ভেদ থাকায় প্রতিহিংসা ও বিদ্বেষ

বশতঃ প্রকৃত সত্য গোপন করিয়া আপন পূর্ব্ব পুরুষের যশোগান পরিকীর্ত্তিত করিবার জন্য নিজ ধর্ম্মপুস্তকের অযথা অর্থ করিয়া হজরত এসহাককে (আ) প্রকৃত জবিহ বলিয়া গিয়াছেন। তাহা-দের মতে এই পবিত্র কোরবানী শামদেশে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তৎকালে হজরত এসমাইল (আ) মক্কায় ছিলেন, একমাত্র হজরত এসহাকই (আ) শাম প্রদেশে হজরত এব্রাহিমের (আ) নিকটে ছিলেন। সেই জন্য وحيد একমাত্র শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। আর হজরত এসহাকের (আ) পর হজরত এব্রাহিমের (আ) অন্য কোন পুত্র জন্মে নাই বলিয়া بكر শব্দের উল্লেখ হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহা কিছুতেই হইতে পারে না। কারণ যাহার দুই পুত্র বর্ত্তমান, তাহার এক পুত্র নিকটে ও অন্য পুত্র বিদেশে থাকিলে যে পুত্র নিকটে থাকে তাহাকে একমাত্র পুত্র বলা যাইতে পারে না। আর بكر শব্দও হজরত এসহাকের (আ) প্রতি আদৌ ব্যবহৃত হইতে পারে না। কারণ যদিচ

হজরত এসহাকের (আ) পর হজরত এব্রাহিমের অন্য পুত্র জন্মে নাই সত্য, কিন্তু তিনি তাঁহার প্রথম পুত্র নন্‌। بكر শব্দের অর্থ প্রথম পুত্র। যাঁহার পর অন্য পুত্র জন্মে নাই, সুতরাং উহা তাঁহার প্রতি প্রয়োগ না হইয়া হজরত এসমাইলের (আ) প্রতিই ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সকল কারণে তিনিই তাঁহার প্রথম পুত্র এবং ঐ সময়ে দ্বিতীয় পুত্রের অস্তিত্ব ছিল না। আর এই পবিত্র কোরবানী যে মক্কাতে হইয়াছিল—তাহাও সুনিশ্চিত। তাহারই অনুকরণে এখনও ঐ পবিত্র স্থানে হাজীগণ কোরবানী করিয়া থাকেন। এবং যে স্থানে শয়তান বাধা দিতে আসায় হজরত এব্রাহিম (আ) ও হজরত এসমাইল (আ) তাহার প্রতি প্রস্তর খণ্ড নিক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহারই অনুকরণে হাজিগণ অদ্যাবধি ঐ স্থানে সপ্ত খণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। এবং হজরত এসমাইলের (আ) পরিবর্ত্তে যে দুম্বা কোরবানী হইয়াছিল, তাহার শৃঙ্গ পবিত্র কাবা-

মন্দিরে রক্ষিত থাকার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং মক্কাতে এই যে পবিত্র কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল—তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহুদিগণ কেবল সেই وحيد শব্দ প্রয়োগ করার জন্য সত্যের অপলাপ করিয়া শাম প্রদেশে এই পবিত্র কোরবানী কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহার কোন প্রকৃত প্রমাণ নাই, এবং তাহা হইলেও وحيد শব্দ তাঁহার প্রতি প্রয়োগ হইতে পারে না।

এই কোরবানীর আদেশ কেবল পরীক্ষার জন্য হইয়াছিল। খোদাতালা কাহারও রক্ত পিপাসু ছিলেন না। কেহ তাঁহার নিকট কোন অপরাধে অপরাধীও হন নাই। সুতরাং সেই অপরাধের শাস্তি স্বরূপ ঐরূপ নৃশংস কোরবানীর আদেশ হয় নাই। তিনি কেবল হজরত এব্রা-মের (আ) হৃদয়ের বল, তাঁহার প্রতি প্রেম, প্রভু ভক্তি, কর্ত্তব্য পালন, প্রভুর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হয় কি না; তাঁহার স্নেহ, ধর্ম্ম ও অপত্য প্রেমের মুখে পুত্রের প্রতি স্নেহ

অতি সামান্য মনে করিয়া, অপত্যস্নেহ উপেক্ষা পূর্ব্বক আজ্ঞা পালন করতঃ প্রভুভক্তির ও প্রভু প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে পারেন কি না—তাহাই পরীক্ষা করিয়াছিলেন। সেই জন্য তাঁহার পুত্রের পরিবর্ত্তে স্বর্গীয় দুম্বা প্রেরণ করিয়া ছিলেন। পুত্রকে বধ করার মানসে ঐরূপ আদেশ করিলে কখনই তাহার পরিবর্ত্তে অন্য জন্তু পাঠাইতেন না। এক্ষণে দেখা যাউক, ঐরূপ পরীক্ষা কিসে পূর্ণমাত্রায় হইতে পারে? যাহার দুই পুত্র বর্ত্তমান থাকে, তাহার এক পুত্রের প্রতি যতদূর স্নেহ মমতা থাকে, কেবল জীবনের অবলম্বন একমাত্র পুত্র যাহার থাকে, সেই একমাত্র পুত্রের প্রতি স্নেহ অধিক হইয়া থাকে ইহাই জনকের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সুতরাং একমাত্র পুত্রের প্রতি এরূপ আদেশ হইলে প্রেম ও ভক্তি পরীক্ষা সম্পূর্ণ হইতে পারে। বিশেষ হজরত এব্রাহিমের (আ) সন্তান না থাকায় করুণাময় খোদাতালার সমীপে নানাপ্রকার আরাধনা ও প্রার্থনা করিয়া হজরত

এসমাইলকে (আ) ৮৬ বৎসর বয়ঃক্রম কালে পুত্র রূপে লাভ করিয়াছিলেন। যে বস্তুর চির-জীবন অভাব থাকে—বহু পরিশ্রম ও বহু কষ্টে সেই জিনিসটী লাভ হইলে তাহার প্রতি যতদূর মায়া মমতা হয়, তাহা অন্যের প্রতি হইতে পারে না। হজরত এসমাইল (আ) সম্বন্ধেও তাঁহার তাহাই হইয়াছিল। সুতরাং তিনি যে অতি কষ্টলব্ধ—তাঁহার জীবনের যথাসর্ব্বস্ব ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ মাত্র হইতে পারে না। তাঁহার প্রতি মায়া মমতা ও স্নেহ যতদূর হইতে পারে ততদূর অন্যের প্রতি কিছুতেই হইতে পারে না। কাজেই তাঁহার প্রতি ঐরূপ আদেশ না হইলে পরীক্ষার সম্পূর্ণতা ঘটিতে পারে না। আর একটী পুত্রকে খোদা-তালার আদেশে তাঁহার পবিত্র নামে কোরবানী করিয়া নিজের জীবনের অবলম্বন অন্য একটী বর্ত্তমান থাকিলে তাহাকে দেখিয়া প্রাণ শীতল করা যায়। মনকে প্রবোধ দেওয়ার উপায় থাকে, সুতরাং সে পরীক্ষা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। কিন্তু

ঐরূপ জীবনের অবলম্বন মনকে তৃপ্ত করা, প্রবোধ দেওয়া ও অভাব পূরণের বস্তু না থাকিলে সেই বিষম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া বড়ই কঠিন। সেই অবস্থাতেই পরীক্ষা সম্পূর্ণ হয় ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রূপে প্রেম ও প্রভু ভক্তির ওজন (তুলনা) করা যাইতে পারে বিধায় বহু কষ্ট ও যত্নপ্রসূত সেই একমাত্র সখের বস্তু, জীবনের একমাত্র অবলম্বন, একমাত্র প্রাণাধিক প্রিয়তম পুত্রের প্রতি অন্য পুত্র জন্মিবার পূর্ব্বে ঐরূপ কঠোর আদেশ হইলে সম্পূর্ণ পরীক্ষা হয়। সেই কারণে হজরত এসমাইলই (আ) প্রকৃত জবিহ তাহা প্রমাণ হইতেছে। কারণ তিনিই জ্যেষ্ঠ পুত্র। হজরত এব্রাহিমের (আ) সন্তান না হওয়ায় চির জীবন সন্তানের জন্য কায়মনো বাক্যে খোদাতালার সমীপে সকাতরে প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই একমাত্র যথাসর্ব্বস্বকে দ্বিতীয় পুত্র হজরত এসহাকের (আ) জন্মের পূর্ব্বে কোরবানীর আদেশ হইয়াছিল।

এ বিষয় আর অধিক আলোচনা ও প্রমাণ-প্রয়োগ আবশ্যক বোধ করি না। কারণ ইহা আমাদের ধর্ম্ম বিশ্বাসের অঙ্গ নয়। হজরত এস্‌হাককে (আ) জবিহ বলিলে আমাদের ধর্ম্মের কোন হানি নাই, সুতরাং এবিষয়ে অধিক যুক্তি প্রমাণ পরিপোষণে বাদানুবাদ করা নিষ্প্রয়োজন। হজরত এসমাইল (আ) সম্বন্ধে অধিকাংশের মত বলিয়া এবং তাঁহার সম্বন্ধে উপরের লিখিত রূপ যুক্তি প্রমাণ থাকায় তাঁহাকেই প্রকৃত জবিহ অর্থাৎ তাঁহাকেই কোরবানী করা হইয়াছিল স্থির করিয়া এ গ্রন্থে তাঁহারই বিষয় লিখিত হইল।

সম্পূর্ণ।

পাঠকগণের বিশেষ দ্রষ্টব্য।

পরিশিষ্টে যে সকল কথার ব্যাখ্যা লিখিবার ইচ্ছা ছিল, এবার সময়ের অল্পতা বশতঃ ঘটিয়া উঠিল না। তজ্জন্য পাঠকমহোদয়গণ ক্ষমা করিবেন। দয়াময়ের ইচ্ছায় উহা সত্বর প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

গ্রন্থকার।